পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 198 Friday, 19 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৯৮ সংখ্যা ❋ ৪ আষাঢ় ১৪৩৩, শুক্রবার, ১৯ জুন ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ঋতব্রতই বিরোধী দলনেতা, জানাল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এক কথায়, বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করল না রাজ্যের উচ্চ আদালত। এতএব, কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ে স্বভাবতই বড় ধাক্কা খেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের ফলাফলের পর তৃণমূলের অন্দরের সংঘাত চরম আকার নেয় যখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহার নেতৃত্বে আলাদা ব্লক তৈরি হয়। ইতিমধ্যে তাঁরা দাবি করেছেন যে, তাঁদের সঙ্গে ৬৫ জন বিধায়ক রয়েছেন। অর্থাৎ, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বীকৃতি না দেওয়ার কোনও কারণ নেই। স্পিকার রথীন্দ্র বোসও এই ব্লকের চিঠিতে অনুমোদন দিয়ে ঋতব্রতকেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরপরই মূলত জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করেছিল। তবে বিধানসভার সই জাল কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর বিতর্ক ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করতে থাকেন। কলকাতা হাইকোর্টে তখন মামলা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আইনজীবী হিসেবে দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়ালও করেন। কিন্তু অবশেষে কোনও কিছুতেই লাভ হয়নি। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে একাধিক প্রশ্ন তোলে আদালত। বিচারপতি জানতে চান, তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রথম চিঠি পাওয়ার পর অধ্যক্ষ কেন সঙ্গে সঙ্গে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি, অথচ দ্বিতীয় চিঠি আসার পর দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়। প্রথম চিঠির সত্যতা যাচাই এবং আবেদনকারীদের বক্তব্য শোনার

● এরপর ৬ পাতায়...

সইকাণ্ডে কল্যাণকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিআইডি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ এবার বিধানসভার সই কাণ্ডে তৃণমূল সাংসদ তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিআইডি! বৃহস্পতিবারই তাঁর কাছে সিআইডির এক আধিকারিকের ফোন আসে বলে সূত্রের খবর। আর এরপরই ক্ষোভ প্রকাশ করেন কল্যাণ। কীভাবে এবং কেন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনে চিঠি দিয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, একজন আইনজীবী হিসেবে মামলাকারী তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে তিনি শুনানিতে অংশ নিয়েছেন। শুধুমাত্র সেই কারণেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ফোন করা হয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব, এই প্রশ্ন তাঁর। বার অ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়া চিঠিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা একটি মামলায় আমি লড়ছি। এই মামলায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতির বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে একজন বিধায়ক রাজ্য বিধানসভার সচিবের কাছে এই মর্মে অভিযোগ জানান যে, ওই নথিতে থাকা কয়েকজন বিধায়কের স্বাক্ষর নাকি জাল করা হয়েছে! সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বিধানসভার সচিব হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন এবং পরবর্তীতে এই মামলার তদন্তভার রাজ্যের গোয়েন্দা দফতর সিআইডি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। চিঠিতে কল্যাণ আরও জানান, এই মামলা নিয়ে গত ৩ দিন ধরে কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল-জবাব করেছেন এবং আজই এই বিষয়ে একটি আদালত নির্দেশও দিয়েছে। এরই মধ্যে তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। কল্যাণের বক্তব্য, একজন নিজেকে সিআইডি অফিসার হিসেবে

● এরপর ৬ পাতায়...

নারী সুরক্ষা থেকে শিল্প

বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের পরতে পরতে 'ভরসা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নবনির্বাচিত বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন। সংসদীয় রীতি ও প্রথা মেনে রাজ্যপাল আর এন রবির উদ্বোধনী সূচনা ভাষণের মধ্য দিয়েই এই অধিবেশন শুরু হয়। আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত বিধানসভার এই বাজেট অধিবেশন চলবে। আগামী ২২ জুন বিধানসভায় নতুন সরকারের বহুপ্রতীক্ষিত পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এদিন রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের নারী সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ সমস্যা, শিল্প পরিকাঠামো, কৃষি এবং সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয় - কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত জোরালোভাবে উঠে এসেছে। একই সঙ্গে নিজের ভাষণের ছত্রে ছত্রে পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে পরোক্ষে কড়া নিশানা করেছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল আর এন রবি তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করে দেন যে, নতুন সরকারের প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্যই হল রাজ্য থেকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও তোলাবাজির শিকড় উপড়ে ফেলা। বাংলায় পুনরায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং

সব ধরনের তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করাই এই সরকারের মূল মন্ত্র। তিনি এও বলেন, রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষাকে নিশ্ছিদ্র করতে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে বর্তমান সরকার পুরোপুরি দায়বদ্ধ। পাশাপাশি মহিলাদের ওপর হওয়া যে কোনও ধরনের অত্যাচার রোধে প্রশাসন এবার থেকে 'জিরো টলারেন্স' বা শূন্য সহনশীলতার নীতি নিয়ে চলবে। মানব পাচার রুখতেও কঠোর পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। রাজ্যপাল জানান, সরকারি জমির অবৈধ দখলদারি যেমন রোখা হবে, তেমনই বিগত দিনে চলা বালি পাচার ও খনিজ সম্পদ লুট রুখতেও বড়সড় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বাংলার সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের একগুচ্ছ জনকল্যাণমুখী প্রকল্প (যেমন আয়ুষ্মান ভারত বা পিএম আবাস) থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবে নতুন রাজ্য সরকার বাংলার প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের কাছে এই সমস্ত কেন্দ্রীয় সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাবে। শিল্প ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও নতুন রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গকে আবারও দেশের শিল্পের শীর্ষ ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিয়ে আসাই নতুন প্রশাসনের লক্ষ্য। এর জন্য বিগত সরকারের আমলে রাজ্যের যে সমস্ত জমি অধিগৃহীত হওয়ার পর অব্যবহৃত বা ফেলে রাখা হয়েছিল, সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করে সরাসরি নতুন নতুন শিল্পের কাজে লাগানো হবে। পাশাপাশি বাংলার দীর্ঘ উপকূলীয় পরিবহণ, অন্তঃদেশীয় জলপথ পরিবহণ এবং মৎস্য চাষের আধুনিকীকরণেও

● এরপর ৬ পাতায়...

আজ কলকাতায় 'রান ফর যোগা' ম্যারাথন!

৩ দিনের যোগ মহোৎসবের খুঁটিনাটি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ রাজ্যে সাড়ম্বরে উদযাপিত হতে চলেছে ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এবার বাংলায় নতুন সরকার গঠিত হওয়ায় কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে নজিরবিহীন প্রস্তুতির ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যজুড়ে তিন দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ১৯ জুন থেকে শুরু হয়ে এই উৎসব চলবে ২১ জুন পর্যন্ত, যার মূল আকর্ষণ হতে চলেছে ২১ জুন রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতি। তিন দিনের এই উৎসবের শুরু আগামিকাল, শুক্রবার। ১৯ জুন রাজ্যজুড়ে বিশেষ ম্যারাথন হবে, যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'রান ফর যোগা'। কলকাতায় এই ম্যারাথনের মূল কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরনিগম (কেএমসি) সংলগ্ন এলাকা। পুরনিগমের সামনে থেকে এই দৌড় শুরু হয়ে শেষ হবে মহাকরণে। মূল রুটটি ছাড়াও কলকাতার আরও ১১টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে এই ম্যারাথন হবে। আগামিকাল সকাল সাড়ে ৬টায় ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীরা সমবেত হবেন এবং ঠিক সকাল ৭টা থেকে মূল দৌড় শুরু হবে। ইতিধ্যেই বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ম্যারাথনে নাম নথিভুক্ত করেছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে উৎসবের মধ্যেও সকলকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২০ জুন, শনিবার আবার 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে গঙ্গাবক্ষে অভিনব ও প্রযুক্তি-নির্ভর অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। আগামী শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টায় গঙ্গায় বিশেষ

● এরপর ৬ পাতায়...

রেড রোডের যোগ দিবসে সবুজ সংকেত হাইকোর্টের!

অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে নারাজ আদালত, তবে পুলিশকে কড়া নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ আগামী ২১ জুন কলকাতার রেড রোডেই হবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। রাজপথে এই অনুষ্ঠানে আপাতত কোনও আইনি বাধা রইল না। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রেড রোড বন্ধ রাখার যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল, তাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় কোনও ধরনের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত রেড রোডের অনুষ্ঠানে সবুজ সংকেত দিলেও, সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ এড়াতে এবং জনস্বার্থ সুনিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসনকে কয়েকটি কড়া নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। যোগ দিবসের দিন যানজট এড়াতে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত মসৃণ রাখতে পুলিশকে আগেভাগেই বিকল্প রাস্তার (ডাইভারশন) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি রাখতে হবে। আগামী ২১ তারিখ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরপরই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রেড রোড সম্পূর্ণ খালি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে পুলিশকে, যাতে রাজপথে পুনরায় দ্রুত যান চলাচল স্বাভাবিক হতে পারে। রেড রোড বন্ধ করার সরকারি বিজ্ঞপ্তির যৌক্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল মামলাকারী পক্ষ। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। তবে আইনি লড়াই এখনই থামছে না। এই বিষয়ে বিস্তারিত খতিয়ে দেখতে আগামী দিনে মামলাকারী পক্ষ এবং রাজ্য সরকার- উভয় পক্ষকেই

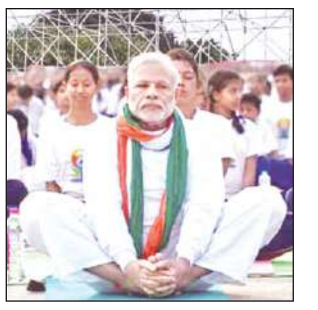

আদালতে নিজ নিজ বক্তব্য জানিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঐতিহাসিক রেড রোডের এই মূল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একসঙ্গে উপস্থিত থাকবেন। সুরক্ষার স্বার্থে রাজপথের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে টানা ৭ দিন রেড রোড বন্ধ রাখার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল রাজ্য সরকার। সরকারের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তবে বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে মামলাকারীর আবেদন খারিজ করে দিয়ে উচ্চ আদালত জানিয়ে দিল, রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনে আর কোনও আইনি বাধা নেই। ২১ জুনের মূল অনুষ্ঠানের আগের দিন, অর্থাৎ ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উপলক্ষে এক অন্যরকম উৎসবের সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতা। সেদিন সকালে ভাগীরথীর বুকে আয়োজিত হতে চলেছে যোগাভ্যাসের সুবিশাল কার্নিভাল। গঙ্গায় ভাসমান প্রায় ৫০০টি নৌকায় চড়ে একসঙ্গে যোগাভ্যাস করবেন আমন্ত্রিত ও যোগপ্রেমীরা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মিলেনিয়াম পার্ক, বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর প্রাঙ্গণ, বাবুঘাট এবং প্রিন্সেপ ঘাটের বিস্তীর্ণ গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে এই কার্নিভালের আসর বসবে। শুধু সকালের যোগাভ্যাসই নয়, ওই দিন বিকেলে গঙ্গার ঘাটগুলিতে চোখধাঁধানো ড্রোন শো এবং বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল ঘোষণা, পাশের হার ৯৭.৭৪%

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করে প্রথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম পাল। ২০২৬-এর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়েছে অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকেও ধন্যবাদ জানান। বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, এবছর রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন ১ লক্ষ ২০ হাজার ৮৫৬ জন, পরীক্ষা দিয়েছেন ৯৪ হাজার ৯০১। অর্থাৎ মোট রেজিস্ট্রেশনের প্রায় ৭৯ শতাংশ পরীক্ষা দিয়েছেন। এদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা ৬৭ হাজার ৩৭৮ জন এবং মেয়ে পরীক্ষার্থী রয়েছে ২৭ হাজার ৫২১ জন। তৃতীয় লিঙ্গের পরীক্ষার্থী ছিলেন ২ জন। এবছরের পরীক্ষায় মোট পাশ করেছেন ৯২ হাজার ৭৫৩ জন (৯৭.৭৪ শতাংশ)। এর মধ্যে ছেলে পরীক্ষার্থী রয়েছেন ৬৬ হাজার ৩৮৩ জন (৭১.৫৭ শতাংশ) এবং মেয়ে পরীক্ষার্থী হয়েছে ২৬ হাজার ৩৬৮ (২৮.৪৩ শতাংশ)। তৃতীয় লিঙ্গের দুই পরীক্ষার্থীই পাশ করেছেন।

এক নজরে প্রথম দশ

● প্রথম- শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায় (সল্টলেক), নালন্দা অ্যাকাডেমি ● দ্বিতীয়- সৌহৃদ্ধ মণ্ডল (বিষ্ণুপুর), বিবেকানন্দমিশন স্কুল, জোকা ● তৃতীয়- উমাং ভুট (রানিগঞ্জ), পূর্ব ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, দুর্গাপুর ● চতুর্থ- রাহুল কোনার (উত্তর ২৪ পরগনা, নিউটাউন), দিল্লি পাবলিক স্কুল ● পঞ্চম- সর্বান ভট্টাচার্য (বীজপুর, কাঁচরাপাড়া), গার্ডেন হাই স্কুল (নদিয়া) ● ষষ্ঠ- আরহা ভট্টাচার্য (পশ্চিম মেদিনীপুর), চন্দ্রকোণা জিরাট হাইস্কুল ● সপ্তম- সৃজন শুর (শিবপুর, হাওড়া), সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুল, বালিগঞ্জ ● অষ্টম- মণীশ সেনাপতি (পশ্চিম মেদিনীপুর), মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল ● নবম- সব্যসাচী লস্কর (সোনারপুর) বিডিএম ইন্টারন্যাশনাল, প্রতাপগড় ● দশম- দেবজিৎ পাল (গড়িয়াহাট), সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুল, বালিগঞ্জ।

বোর্ডের চেয়ারম্যান সাংবাদিক বৈঠকেই জানান, যত দ্রুত সম্ভব

● এরপর ৬ পাতায়...

বের করে দেওয়া হল মমতার বিশেষ নিরাপত্তারক্ষীকে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ বুধবারের সন্ধ্যার পর বৃহস্পতিবার সকালও। আরও ৬ জন পিএসও পদমর্যাদার আধিকারিককে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পাঠিয়েছিল লালবাজার। তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হল না ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাচ্ছে বর্তমানে দলেরই বেশ কয়েকজন যুবক। যাঁরা দলের অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং আস্থাভাজন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন দু-একজন পুলিশ। সকাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের ছবিটা অন্য। কেবল পিএসও পদমর্যাদার কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক সকাল থেকে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে ভেতরে ঢুকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হলেও ১০ মিনিটের মধ্যে তাঁকেও বের করে দেওয়া হয়। জানিয়ে দেওয়া হয়, ম্যাডাম অনুমতি দেননি আপনাদের প্রবেশের। ম্যাডামের সিদ্ধান্ত উনি পিএসও নেবেন না। ম্যাডাম সিদ্ধান্ত না বদলালে আমাদের পক্ষে আপনাদের ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতির দেওয়া সম্ভব নয়। সূত্রের খবর, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর কোনও পিএসও লাগবে না। বাইরে কলকাতা পুলিশের বিশেষ বাহিনীর জওয়ানরা বারবার টহল দিচ্ছেন। কিন্তু ভিতরে কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোট পাঁচজন পিএসও ছিলেন। যার মধ্যে তিনজন সবথেকে বিশ্বাসী এবং আস্থাভাজন। তাঁদেরকে নিজেদের পুরনো ইউনিটে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা

● এরপর ৬ পাতায়...

বিধানসভায় আলাদা ঘর ও সময় পাচ্ছে 'কালীঘাট তৃণমূল'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ বিধানসভায় 'কালীঘাট তৃণমূল' শিবিরের বিধায়কদের জন্য আলাদা বসার ঘর এবং অধিবেশন চলাকালীন নিজস্ব বক্তব্য পেশের জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ করা হচ্ছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করার পর ইতিবাচক অগ্রগতির কথা জানান প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কুণাল ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, তাঁরা নিজেদের কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ''উনি আমাদের যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন। আমাদের বসার জায়গা, আলাদা ঘর এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে।'' এদিনের অধিবেশন কক্ষের আসন বিন্যাসও ছিল নজরকাড়া। কুণাল ঘোষ জানান, প্রবীণতম বিধায়ক হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পূর্ণ সম্মান দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ''আজ আমরা লক্ষ করলাম, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর আসনে মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন। কিন্তু চিরাচরিতভাবে অধিবেশন কক্ষে বিরোধী দলনেতার জন্য যে আসনটি নির্দিষ্ট থাকে, সেটি বরাদ্দ করা হয়েছিল শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্য। আর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসার জায়গাটি রাখা হয়েছিল কিছুটা দূরে।'' নতুন এই ব্যবস্থায় স্বস্তি প্রকাশ করার পাশাপাশি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় বিঁধেছেন কুণাল ঘোষ। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ''আজ আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়নি, কিংবা ঘরের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। আমরা ওই 'চাটন ঋত'র (ঋতব্রত) কাছ থেকে কোনও সময় চাইব না। অনৈতিকভাবে যারা দলকে পিছন থেকে ছুরি মারে, তাদের আমরা নেতা বলে কোনও অবস্থাতেই মানি না।'' আলোচনা

● এরপর ৬ পাতায়...

মেসি-কাণ্ডে সাড়ে ৩ ঘণ্টা জেরা অরূপকে, থানা থেকে বেরিয়ে বললেন, 'সত্যের জয় হবেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ মেসি-কাণ্ডে অবশেষে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় সশরীরে হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার সকালে সাড়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন তিনি। তবে থানা থেকে বেরোনোর পর প্রাক্তন মন্ত্রী যেন বাড়ির পথই ভুলে গেলেন! গাড়ি চড়ে আলিপুর হয়ে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ চক্কর কাটতে দেখা যায় তাঁকে। এর মাঝেই গাড়ি থেকে দু'বার নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেসি-কাণ্ডে প্রথমবার মুখ খোলেন অরূপ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, ''তদন্তাধীন বিষয় নিয়ে আমি বাইরে কিছু বলব না। যা বলার তা আদালতেই বলব।'' সেই সঙ্গেই তাঁর প্রত্যয়ী দাবি, শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবেই। কলকাতার রাস্তায় ঘোরার ফাঁকেই তিনি আলিপুর আদালতে গিয়ে নিজের আইনজীবীদের সঙ্গেও দেখা করেন। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, মেসি-কাণ্ডের তদন্তে আগামী ২২ জুন ফের অরূপ বিশ্বাসকে তলব করা হয়েছে। আগামী সোমবার তিনি আবারও হাজিরা দেবেন বলে নিজেই সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। গত ডিসেম্বর মাস থেকেই লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি ও ক্রীড়ামহলে হইচই। রাজ্যে

সরকার বদলের পরপরই মেসির ভারত সফরের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। শতদ্রুর করা মূল অভিযোগগুলি হল, মেসি সফরের জন্য যুবভারতীতে মোট ৭০ হাজার টিকিট তৈরি করা হয়েছিল। অভিযোগ, তৎকালীন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস গা জোয়ারি করে একাই তার মধ্যে থেকে ২২ হাজার টিকিট নিয়ে নেন। শতদ্রুর দাবি, সেই ২২ হাজার টিকিট অন্যত্র চড়া দামে বিক্রিও করা হয়েছিল। শুধু টিকিট কেলেঙ্কারিই নয়, ফুটবল যুবরাজ লিওনেল মেসির জন্য নির্ধারিত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রোটোকলও তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী মানতে চাননি বলে অভিযোগ আনেন শতদ্রু। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিধাননগর পুলিশ এর আগে তিন-তিনবার নোটিস পাঠিয়েছিল অরূপ বিশ্বাসকে। কিন্তু বারবারই হাজিরা এড়িয়ে যান এই তৃণমূল নেতা। যদিও কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ইতিমধ্যেই এই মামলায় আইনি সুরক্ষাকবচ পেয়ে রেখেছেন তিনি। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। তবে তদন্তের স্বার্থে অরূপকে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়েছিল উচ্চ আদালত। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে নিজের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে ঠিক ৯টা ৫৫ মিনিটে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় পৌঁছন অরূপ বিশ্বাস। প্রাক্তন মন্ত্রী যে এদিন হাজিরা দিতে পারেন, সেই ইঙ্গিত অবশ্য বুধবার রাতেই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে রেখেছিলেন আয়োজক শতদ্রু দত্ত। সেই খবরের সূত্র ধরেই সকাল থেকে থানার সামনে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছিল পুলিশ প্রশাসন। সেই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপেই এদিন সাড়ে তিন ঘণ্টা গোয়েন্দাদের ম্যারাথন জেরার মুখে পড়েন অরূপ বিশ্বাস।

যোগাভ্যাস জীবনের সামগ্রিক ভারসাম্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ঃপুষ্কর ধামি

দেহরাদূন, ১৮ জুন ঃ আগামী একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। তার আগে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি নিজ সরকারি বাসভবনে আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে যোগব্যায়াম কর্মসূচিতে অংশ নেন। শরীর সুস্থ রাখতে যোগাভ্যাস করেন তিনি। অন্যদেরও যোগচর্চা করার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী ধামি।এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত প্রাচীন যোগ-পরম্পরাকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি এনে দিতে সফল হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যোগব্যায়াম কেবল শারীরিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার মাধ্যমই নয়, বরং এটি মানসিক প্রশান্তি, আত্ম-শৃঙ্খলা এবং জীবনের সামগ্রিক ভারসাম্যেরও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৫-দিনের মধ্যপ্রদেশ সফরে ইন্দোর পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি, যোগ দেন একাধিক অনুষ্ঠানে

ইন্দোর, ১৮ জুন ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার সকালে পাঁচ দিনের সফরে মধ্যপ্রদেশে পৌঁছেছেন। ইন্দোরের দেবী অহল্যাবাঈ হোলকার বিমানবন্দরে রাজ্যপাল মাঙ্গুবাই প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব প্রমুখ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। বেশ কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। রাষ্ট্রপতি মুর্মু মধ্যপ্রদেশের বেতুলে আধ্যাত্মিক জাগরণের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। শুক্রবার তিনি আন্তর্জাতিক সিকল সেল অ্যানিমিয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একটি কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন।

নিট পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একগুচ্ছ ব্যবস্থাপনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি (সংবাদ সংস্থা), ১৮ জুনঃ নিট পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একগুচ্ছ ব্যবস্থাপনার কথা জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। বৃহস্পতিবার এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানান, আগামী ২১ জুন নির্ধারিত নিট পরীক্ষার জন্য দিল্লি সরকার ৯৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রের সবকটিতেই অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের জন্য 'কুলিং জোন'-এর ব্যবস্থা করেছে, যেখানে বসার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শিকঞ্জি, ওআরএস, চা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এছাড়াও, ডিটিসি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয়। সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। পূর্ণ আত্মবিশ্বাস, একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পরীক্ষা দাও। তোমাদের সাফল্যই তোমাদের পরিবার, দিল্লি এবং দেশের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি হয়ে উঠবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশের একটা বড় অংশে বর্ষায় বিলম্ব, শিমলায় ভিড় পর্যটকদের

নয়াদিল্লি ও শিমলা, ১৮ জুনঃ চলতি মাসের ৪ তারিখ থেকে খাতায়-কলমে বর্ষার মরসুম শুরু হলেও, এখনও পর্যন্ত দেশের একটা বড় অংশে বৃষ্টির কালো মেঘের দেখা নেই। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পঞ্জাব, হরিয়ানা-সহ উত্তর ভারতের একটা বড় অংশে বৃষ্টির মেঘ অমিল। পরিবর্তে বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পূর্ব ভারত, নীরক্ষীয় অঞ্চল বরাবর ভারত মহাসাগরে বৃষ্টির মেঘ রয়েছে। এই দেরির কারণে বর্ষার প্রথমার্ধে প্রায় ৪০ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি হয়েছে। ফলে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষিকাজ নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ২৩ জুনের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, ঝা।খণ্ড ও বিহারের আরও কিছু অংশে এবং ছত্তিশগড়ের কিছু অংশে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, এখনও গরমে নাজেহাল অবস্থা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। ২১ জুন পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের কিছু মঞ্চে, ২০ জুন পর্যন্ত বিদর্ভে এবং ১৯ জুন পর্যন্ত তেলেঙ্গানায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আবার অনুকূল বৃহ-পরিসর আবহাওয়া পরিস্থিতির অভাবের কারণে মহারাষ্ট্রে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতি বিলম্বে চলছে। আইএমডি জানিয়েছে, গত ৮ জুন দক্ষিণ কোঙ্কন এবং দক্ষিণ মধ্য মহারাষ্ট্রের সংলগ্ন কিছু এলাকায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু অগ্রসর হয়েছিল। তবে, গত কয়েক দিন ধরে মহারাষ্ট্রের অবশিষ্ট অংশে বর্ষার অগ্রগতি থমকে আছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৪-২৫ জুনের মধ্যে কোঙ্কন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বা।তে পারে। আবহাওয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।দেশের বিভিন্ন রাজ্য জখম গরমে নাজেহাল, তখন গ্রীষ্মের ছুটির কারণে হিমাচল প্রদেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পর্যটকদের ভি। বাড়ছে। মাত্র ৪৫ দিনেই কেবল শিমলা শহরেই প্রবেশ করেছে ১৫ লক্ষের বেশি গাড়ি। এই ভিড় সামলাতে পুলিশ পাঁচ দফা কৌশল নিয়েছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত ২১০ জন কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে এবং দ্রুত সাড়ার জন্য ৩২টি মোটরসাইকেল ব্যবহার করা হচ্ছে। পুরো শহরটিকে ৫টি সেক্টরে ভাগ করে গেজেটেড অফিসারদের তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে হিমাচল প্রদেশজুড়ে।

অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের

নয়াদিল্লি (সংবাদ সংস্থা), ১৮ জুন ঃ ভারতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষা করেন। দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও জোরদার করার জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, দিল্লিতে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। নিরাপত্তা, বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদ ও মাদক পাচার রোধের ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, 'ভারত-যুক্তরাষ্ট্র' সামগ্রিক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব'কে এগিয়ে নিতে এবং এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সুফল যাতে উভয় দেশের জনগণ পায় তা নিশ্চিত করতে ভারত দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ষোড়শ অসম বিধানসভায় উপাধ্যক্ষ পদে বিজেপি-প্রার্থী ডা. হাবে তেরন, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১৮ জুন ঃ পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার অন্তর্গত তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত ১১২ নম্বর আমরি (হিলস)-র বিজেপি বিধায়ক ডা. হাবে তেরনকে ষোড়শ অসম বিধানসভায় উপাধ্যক্ষ পদে প্রার্থী করেছে দল, ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজ বৃহস্পতিবার তাঁর অফিশিয়াল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ' এক্স' এক পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই ঘোষণা করে বলেন, ডা. তেরনের প্রার্থিত্ব সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং রাজ্যের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনজাতীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার প্রতিফলন।চিকিৎসক ডা. হাবে তেরনকে নবগঠিত আমরি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর এই দায়িত্বে উন্নীত কার্বি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলার বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব আরও শক্তিশালী করবে।' মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, ' (এসটি) হিলসের সম্মানীয় বিধায়ক ডা. হাবে তেরনকে অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পদের জন্য আমাদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করতে পেরে আমি আনন্দিত।'তিনি আরও বলেন, ডা. তেরন জনজাতীয় সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেন। আশা ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর নিয়োগআইনসভায় তাঁদের কণ্ঠস্বর আরও শক্তিশালী করবে। ডা. তেরনকে তাঁর নতুন দায়িত্বের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

'জল জীবন মিশনে'র আওতায় দেশের ১৬ কোটি বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল

কলকাতা,১৮জুনঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার, 'জল জীবন মিশনে'র আওতায় দেশের ১৬ কোটি বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছে বলে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাটিল জানিয়েছেন। কলকাতায় ভারতে জল সংরক্ষণ সমস্যা ও সমাধান শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে আজ তিনি বলেন, ২০২৮ এর ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৩ কোটি বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া

পশ্চিমবঙ্গে যোগ দিবসের প্রস্তুতি তুঙ্গে, বিভিন্ন জেলায় চলছে যোগাভ্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৮ জুন ঃ আগামী একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এবার মূল অনুষ্ঠানটি হবে কলকাতার রেড রোডে। মূল অনুষ্ঠান থেকে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গজু।ে এখন চলছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তুতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ নানা স্থানে চলছে যোগচর্চা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের এবারের থিম ' সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ'। একুশের জুনের অপেক্ষা নয়, তার আগে থেকেই বিভিন্ন জেলায় জেলায় চলছে যোগাভ্যাস। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ২১ জুন দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকেই প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই দিনটি উদযাপন করেন।

শিগেলা সংক্রমণে সতর্কতা কেরলমে, বাড়ছে ডেঙ্গু ও লেপ্টোস্পাইরোসিসের প্রকোপ

তিরুবনন্তপুরম(সংবাদ সংস্থা), ১৮ জুনঃ শিগেলা সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কেরলমে স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে ডেঙ্গু ও লেপ্টোস্পাইরোসিস (ইঁদুর জ্বর)-এর সংক্রমণও ক্রমশ বাড়তে থাকায় জনস্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শিগেলা সংক্রমণে আরও এক প্রবীণ মহিলার মৃত্যুর পরই নতুন করে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার মালাপ্পুরম জেলার আলিপারাম্বার ৭৫ বছর বয়সী এক মহিলা এই সংক্রমণে মারা যান। একই দিনে আরও ১২ জনের শরীরে শিগেলা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিশূর জেলার আরিমপুর এলাকার এক প্রবীণ দম্পতি এবং কন্নুর জেলার ৬২ বছর বয়সী এক মহিলা।সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ১৭ দিনে কেরলমে মোট ৯১ জনের

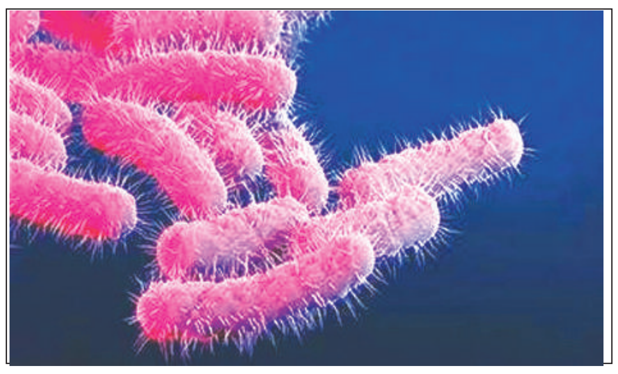

শরীরে শিগেলা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দাবি, চলতি বছরে একই সময়ের তুলনায় সংক্রমণের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।শুধু শিগেলাই নয়, রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপও দ্রুত বাড়ছে। বুধবার একদিনেই নতুন করে ১০৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। চলতি জুন মাসে এখনও পর্যন্ত মোট ১,০২৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে। অন্যদিকে , লেপ্টোস্পাইরোসিস বা ' ইঁদুর জ্বর'-এ নতুন করে ১৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। চলতি বছরে এই রোগে কেরলমে ইতিমধ্যেই ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জ্বর-সহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের উপসর্গ নিয়ে চিকিসার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ইতিমধ্যেই ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ চিকিসা নিয়েছেন।সংক্রামক রোগের বিস্তার রুখতে রাজ্যের সমস্ত স্থানীয় প্রশাসনকে তিন দিনের ' ড্রাই ডে' কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এই কর্মসূচির আওতায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো, জমে থাকা জল পরিষ্কার করা এবং মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, শিগেলা মূলত দূষিত খাবার ও পানীয় জলের মাধ্যমে ছড়ায়। তাই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করা এবং নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সংক্রমিত ব্যক্তিদের জনসমাগমে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অসুস্থতার উপসর্গ থাকলে শিশুদের স্কুলে না পাঠানোর আবেদনও জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।সরকারের পক্ষ থেকে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, জনসচেতনতা ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া এই পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্ভব নয় বলে স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, ব্যক্তিগত সতর্কতা, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই সংক্রামক রোগের বিস্তার অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

বৃষ্টি-গরমের দ্বৈরথে নাজেহাল তামিলনাড়ু, একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের সতর্কতা

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা),১৮জুনঃ তামিলনাড়ুতে প্রকৃতির যেন দুই বিপরীত রূপের একসঙ্গে দেখা মিলছে। একদিকে প্রবল গরম ও তাপপ্রবাহের দাপট, অন্যদিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। এই দ্বৈত আবহাওয়ার জেরে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনও এই পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। ফলে বাসিঃদাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।চেন্নাই আবহাওয়া কেন্দ্রের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার পশ্চিমঘাট সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় বজ্রবিদ্যু-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। নামাক্কল, সেলম, ধর্মপুরী, কৃষ্ণগিরি, তিরুপত্তুর, ভেল্লোর, রানিপেট, তিরুভন্নামালাই, তিরুচিরাপল্লি, পেরাম্বলুর এবং আরিয়ালুর জেলায় দমকা হাওয়া ও বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে নীলগিরি, ডিণ্ডিগুল, থেনি, মাদুরাই, শিবগঙ্গাই এবং রামনাথপুরম জেলায় ভারী বর্ষণের পাশাপাশি প্রবল বেগে হাওয়া বইতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।তবে বৃষ্টির এই পূর্বাভাস গরমের তীব্রতাকে খুব একটা কমাতে পারেনি। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের অন্তত এক ডজন জেলায় তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে পৌঁছে গিয়েছে। অনেক জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি কিংবা তারও বেশি রেকর্ড হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ধরা পড়েছে মাদুরাইয়ে, যেখানে পারদ উঠেছে ৪০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। রাজধানী চেন্নাইয়ের মীনামবাক্কমেও তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪০.৫ ডিগ্রিতে। তিরুত্তানিতে ৪০.২ ডিগ্রি, পালায়মকোট্টাইয়ে ৩৯.৮ ডিগ্রি, করুরে ৩৯ ডিগ্রি এবং কুড্ডালোরে ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় অনুভূত তাপমাত্রা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য কোনও হ্রাসের সম্ভাবনা নেই। বরং কিছু কিছু এলাকায় বর্তমানের তুলনায় আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে গরমের অস্বস্তি আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।রাজধানী চেন্নাই এবং সংলগ্ন শহরতলি এলাকাগুলিতেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। শহরের বিভিন্ন অংশে বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে বৃষ্টির মধ্যেও চেন্নাইয়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রাও খুব একটা কমবে না বলে মনে করা হচ্ছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ১৮ জুন নীলগিরি, থেনি, ডিণ্ডিগুল, মাদুরাই, ইরোড, নামাক্কল, করুর, তিরুচিরাপল্লি, পুদুকোট্টাই, শিবগঙ্গাই, আরিয়ালুর এবং পেরাম্বলুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই সব এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে নিচু এলাকা, পাহাড়ি অঞ্চল এবং নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে জল জমা ও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি নিয়ে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।১৯ জুন দক্ষিণ উপকূলবর্তী তামিলনাড়ুর বেশ কয়েকটি জেলায় মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে আসা আর্দ্র বায়ুর প্রভাবে এই বৃষ্টির প্রবণতা বজায় থাকতে পারে। একইসঙ্গে আগামী ২২ জুন পর্যন্ত কাবেরী বদ্বীপ অঞ্চল এবং উত্তর তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অংশে মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষার প্রভাবে একদিকে বৃষ্টিপাত বাড়লেও অন্যদিকে স্থলভাগের কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রয়েছে। এর ফলে রাজ্যে এক অদ্ভুত আবহাওয়াগত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে একই দিনে কোনও এলাকায় ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, আবার অন্য এলাকায় মানুষ তীব্র গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন।এই পরিস্থিতিতে আবহাওয়া দফতর নাগরিকদের নিয়মিত আবহাওয়ার আপডেটের দিকে নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ চলাকালীন খোলা জায়গায় না থাকা, প্রবল বৃষ্টির সময় অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়ানো এবং তীব্র গরমে পর্যাপ্ত জলপান ও সতর্কতা অবলম্বনের আবেদন জানানো হয়েছে। আবহাওয়ার এই অনিশ্চিত পরিস্থিতি আগামী কয়েক দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ফলে তামিলনাড়ুর বাসিন্দাদের এখন একসঙ্গে বৃষ্টি এবং তাপপ্রবাহ-দুইয়ের সঙ্গেই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

ধরিত্রীর অগ্রগতির জন্য ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্ব অপরিহার্যঃপ্রধানমন্ত্রী

প্যারিস, ১৮ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বুধবার রাতে ফ্রান্স সফরের শেষ পর্যায়ে প্যারিসে পৌঁছেছেন। প্যারিসে পৌঁছলে প্রবাসী ভারতীয়রা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জমকালো স্বাগত জানান। ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকেন প্রবাসী ভারতীয়রা। এই আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীও।তিনি এক্স মাধ্যমে জানান, প্যারিসে প্রবাসী ভারতীয়দের উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম। ভারত ও ফ্রান্সকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য আমি গর্বিত। আমাদের এই ধরিত্রীর অগ্রগতির জন্য ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমঝোতার পথে আমেরিকা-ইরান, শান্তিচুক্তিতে রয়েছে ১৪টি শর্ত

ওয়াশিংটন, ১৮ জুন ঃ সংঘাত শেষ করে এবার সমঝোতার পথে আমেরিকা ও ইরান। বুধবার সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্টট মাসুদ পেজেশকিয়ান। মার্কিন আধিকারিকেরা কনফারেন্স কলে সমঝোতাপত্রে থাকা শর্তগুলি প্রকাশ্যে এনেছেন। ইরানের তরফে অবশ্য সমঝোতাপত্রের শর্তের বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি। আমেরিকা ১৪টি শর্তের কথা প্রকাশ্যে এনেছে।ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে মউ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। ফ্রান্সের ভার্সাইয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর আয়োজিত নৈশভোজের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান বিষয়ক মউ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।আমেরিকার পক্ষ থেকে যে ১৪টি শর্ত প্রকাশ্যে আনা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে - লেবানন-সহ পশ্চিম এশিয়ার সব প্রান্তে দ্রুত পাকাপাকি ভাবে যুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে আমেরিকা, ইরান এবং তাদের সহযোগী রাষ্ট্রগুলি। আমেরিকা আর ইরান একে অপরের সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে সম্মান জানাবে। এছাড়াও চূড়ান্ত চুক্তিস্বাক্ষরের আগে আমেরিকা এবং ইরান ৬০ দিন ধরে আলোচনা করবে ইত্যাদি।

নেট দুনিয়ায় ভগবন্ত মানের ভাইরাল ভিডিও বিতর্কে নতুন মোড়, মুখ্যমন্ত্রী নন বলে দাবি পঞ্জাব সরকারের

চণ্ডীগড় (সংবাদ সংস্থা), ১৮ জুন ঃ পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে ঘিরে নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হওয়া বিতর্কিত ভিডিও নিয়ে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। একদিকে অকাল তখ্ৎ সাহিবের জাঠেদার ফরেনসিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ভিডিওটিকে সত্য বলে দাবি করেছেন, অন্যদিকে পঞ্জাব সরকারের পাল্টা দাবি, ওই ভিডিওতে ভগবন্ত মান নেই। বৃহস্পতিবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হরপাল চিমা দুটি স্বীকৃত পরীক্ষাগারের রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেন, ভিডিওটি ভুয়ো এবং মুখ্যমন্ত্রীকে বদনাম করার উদ্দেশ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছে।বিতর্কিত ভাইরাল ভিডিওতে অভিযোগ করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের মতো দেখতে এক ব্যক্তি শিখ গুরুদের প্রতিকৃতির সামনে মদ্যপান করছেন এবং সেই মদ গুরুদের প্রতিকৃতিতে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে অকাল তখ্ৎ তদন্তের ভিত্তিতে ভিডিওটিকে সত্য বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রীকে ' গুরুদোষী' এবং 'পন্থবিরোধী' বলে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের আগামী ২৯ জুন অকাল তখ্ সাহিবে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দাবি করা হয়। দলের মুখপাত্র বলতেজ পান্নু জানান, ভারত সরকারের স্বীকৃত দুটি স্বাধীন পরীক্ষাগারে ভিডিওটির ফরেনসিক বিশ্লেষণ করানো হয়েছে। তাঁর দাবি, মোট ১,১৯১টি পৃথক অ্যাঙ্গেল থেকে ভিডিওটি পরীক্ষা করা হয়েছে। মুখের গঠন, শারীরিক গড়ন, উচ্চতা, হাঁটার ভঙ্গি-সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে।পান্নুর দাবি, দুই পরীক্ষাগারের রিপোর্টেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ভাইরাল ভিডিওতে থাকা ব্যক্তি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান নন। বরং একজন অভিনেতাকে ব্যবহার করে ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে বলে তাঁদের সন্দেহ।তিনি জানান, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আম আদমি পার্টির একটি প্রতিনিধি দল পঞ্জাব পুলিশের ডিজিপির সঙ্গে দেখা করবে। গোটা ঘটনার পেছনে কারা রয়েছে, সেই ষড়যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হবে। প্রয়োজনে দেশের বাইরে বসে কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলেও তাঁদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হবে।রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হরপাল চিমা সরাসরি শিরোমণি আকালি দল এবং সুখবীর সিং বাদলকে নিশানা করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে রাজনৈতিকভাবে হেয় করতেই এই ভুয়ো ভিডিও ছড়ানো হযেছে। তাঁর অভিযোগ, আকালি দল এবং সুখবীর বাদলের নেতৃত্বে বিরোধীরা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে উৎসকে দিয়ে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।চিমার কথায়, এই ফরেনসিক রিপোর্টের মাধ্যমে মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে কীভাবে ভুয়ো ভিডিও তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, এই ধরনের অপপ্রচার করে পঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে।এদিকে অকাল তখ্ৎ সাহিবের তলবের পর গোটা ঘটনাকে ঘিরে পঞ্জাবের রাজনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। আগামী ২৯ জুন মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা অকাল তখ্রে সামনে হাজির হন কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে মুখ খুললেন জিনাত আমান

মুম্বই (সংবাদ সংস্থা), ১৮ জুনঃ বলিউড অভিনেত্রী জিনাত আমান সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখ খুলেছেন । একটি অনুষ্ঠানে কথোপকথনের সময় জিনাত তাঁর নামকরণ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন। তিনি জানান, তাঁর মা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'ললিতেশ্বরী', অন্যদিকে বাবার দেওয়া নাম ছিল জিনাত আমান।জিনাত আরও জানান, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে তিনি ব। হয়েছেন। তাঁর মা হিন্দু এবং বাবা মুসলিম ছিলেন। তিনি নিজে পড়াশোনা করেছেন একটি ক্যাথলিক স্কুলে এবং তাঁর সৎ বাবা ছিলেন একজন জার্মান। এই কারণেই তিনি নিজেকে কোনো

একটি নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। অভিনেত্রীর বিশ্বাস, সব ধর্মই আদতে মানবতা, প্রেম এবং শান্তির বার্তা দেয় এবং এই মূল্যবোধগুলোই তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি।১৯৭০ ও ৮০-র দশকে ধর্মেন্দ্র, শশী কাপুর এবং ঋষি কাপুরের মতো একাধিক কিংবদন্তি তারকাদের সঙ্গে কাজ করে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে এক অনন্য পরিচিতি তৈরি করেছেন এই অভিনেত্রী।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক। আপনি এনার্জেটিক আর মোটিভেটেড অনুভব করবেন। আপনার ভাবনা আর প্ল্যান পরিষ্কার থাকবে, যার জন্য আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আজ সামাজিক জীবনেও আপনি পজিটিভিটি পাবেন ।

বৃষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য ক্রিয়েটিভিটি আর পার্সোনাল গ্রোথের পক্ষে। বিবাহের যোগ হবে

মিথুনঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে।

কর্কট রাশি ঃআপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। শুভদিন

সিংহঃ আজ সিংহ রাশিদের জন্য দিনটা নতুন সম্ভাবনায় ভরা। আপনি যদি আপনার শক্তি পজিটিভ কাজে লাগান, তাহলে অনেক কিছু অর্জন করতে পারবেন। অর্থ ব্যয়।

কন্যাঃআজ আপনার জন্য দিনটা পজিটিভ এনার্জিতে ভরা থাকবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম আর ডেডিকেশনের ফল পেতে পারেন। কাজের জায়গায় সহকর্মী আর সিনিয়রদের সাপোর্ট আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সংসারে শান্তি।

তুলাঃ ধ্যান পরিত্রাণ আনবে। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। আপনার জ্ঞান এবং উত্তম রসবোধ আপনার চারপাশের মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারে। আপনি একজন বিশেষ কারোর চোখে ধরা পড়বেন- যদি আপনি আপনার দলের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায় কাজের সূচী ধকলসাধ্য হয়ে উঠবে।

বৃশ্চিকঃ চাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। প্রেম আসবে

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা আর উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগে ভরা থাকবে। আপনার অন্তর্দৃষ্টি আর নেতৃত্বের দক্ষতা কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। অর্থের উন্নতি।

মকরঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য অনেক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। আপনার কাজের ধরনে নতুন উদ্দীপনা দেখা যাবে, যা আপনার সহকর্মীদেরও অনুপ্রাণিত করবে। সংসারে শান্তি আসবে আজ

কুম্ভঃ র্ব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে। সম্পর্কগুলির সাথে সম্বন্ধ এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন।

মীনঃআপনি আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত দাবি দেখতে পাবেন- আপনি দেওয়ার চেয়ে বেশি অঙ্গীকার করবেন না- এবং শুধু অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে জোর করে ক্ষয় করবেন না। আজকের দিনটি বাকি দিনগুলির চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে আরও ভাল প্রমাণিত হবে

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের এখনই গরমের অস্বস্তি থেকে মুক্তির সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২০ জুন থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। যদিও অধিকাংশ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি। অর্থা বর্ষাকালেও বৃষ্টির দেখা নেই দক্ষিণবঙ্গে। অন্যদিকে, স্বস্তির বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে বর্ষা। কিন্তু, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দুর্বল, আর তাই বৃষ্টির দেখা নেই। মাঝেমধ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও, তাতে অস্বস্তি কমছে না। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৭ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহারে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে অস্বস্তিকর গরমের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভ্যাপসা গরমে অস্বস্তি কলকাতাতেও। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৫ শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ১২টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারে।

আর জি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের জেরার মুখে বিধায়ক নির্মল ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন মামলার তদন্তে ফের নতুন গতি এসেছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত এই মামলার একাধিক দিক নতুন করে খতিয়ে দেখা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবার নিউটাউনে সি বি আইয়ের দপ্তরে হাজিরা দিলেন পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ। তদন্তকারীরা তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বলে সূত্রের খবর। সিবিআই সূ ত্রে জানা গিয়েছে, তদন্ত এগোতে গিয়ে বারবার উঠে এসেছে নির্মল ঘোষের নাম। নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিবারের পক্ষ থেকেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিশেষ করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহ করার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই কারণেই তাঁকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর আগে বুধবার সকালে পানিহাটি শ্মশানে পৌঁছন সিবিআই আধিকারিকরা। সেখানে শ্মশানের ইনচার্জ ভোলানাথ পাত্রকে প্রায় কুড়ি মিনিটেরও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তকারীরা শ্মশানের বিভিন্ন নথি ও ঘটনার বিবরণও খতিয়ে দেখেন বলে জানা গিয়েছে। এরপর তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে যান। প্রসঙ্গত, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত এক তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা গোটা রাজ্য তথা দেশজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ঘটনার পর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ দ্রুত পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, তাঁদের মতামত বা আপত্তির যথাযথ গুরুত্ব না দিয়েই দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনকি মৃতদেহ দ্রুত দাহ করার জন্য পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। পরিবারের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন নির্মল ঘোষ। তাঁদের দাবি, মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে বের করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি শ্মশানেও পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। কেন তিনি সেই রাতে শ্মশানে গিয়েছিলেন, কার নির্দেশে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং মৃতদেহ দাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর কোনও ভূ মিকা ছিল কি না, সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থার একাংশের মতে, ঘটনার পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের পিছনে কারা ছিলেন এবং কীভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়েছিল, তা স্পষ্ট হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণেই নির্মল ঘোষকে ঘিরে একাধিক তথ্য ও অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, মৃতদেহ দ্রুত সৎকারের প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছিল, সেই বিষয়ে কোনও নির্দেশ বা চাপ ছিল কি না এবং সেই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূমিকা ঠিক কী ছিল। আর জি কর কাণ্ডের তদন্তে নতুন এই পর্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নির্মল ঘোষের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে আশা করছে সি বি আই। ফলে বহুচর্চিত এই মামলার তদন্ত আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই এখন নজর সংশ্লিষ্ট মহল ও সাধারণ মানুষের।

মমতার দেওয়া উপহার ফেরাতে কালীঘাটে কাকলিপুত্র, চিঠি-সামগ্রী গ্রহণ করলেন না উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ একসময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দীর্ঘ রাজনৈতিক সঙ্গ, আর এখন দূরত্বের আবহ। সেই টানাপোড়েনের মধ্যেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া উপহার ফেরত দিতে কালীঘাটে পৌঁছলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি মমতার বাড়িতে গিয়ে উপহার সামগ্রী এবং একটি চিঠি জমা দিতে চাইলেও তা গ্রহণ করা হয়নি বলে দাবি করেছেন তিনি। কয়েকদিন আগেই বৈদ্যনাথ জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া উপহার আর নিজের কাছে রাখতে চান না। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই তিনি কালীঘাটে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি সোনার হার এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী, যা অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি সম্পর্কের টানাপোড়েন ও ভুল বোঝাবুঝির অবসানের আবেদন জানিয়ে একটি চিঠিও নিয়ে গিয়েছিলেন বৈদ্যনাথ। কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। প্রায় চার দশকের বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক জীবনে কাকলি ছিলেন মমতার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একজন। তৃণমূলের উত্থানের সময়ও তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ মুখ ছিলেন। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর ধীরে ধীরে দু'পক্ষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়। প্রথমদিকে এই দূরত্ব নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও পরে পরিস্থিতি বদলায়। কাকলি ঘোষ দস্তিদার দলের বিরোধী অবস্থানে থাকা শিবিরে যোগ দেন বলে অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিভিন্ন সভায় নাম না করে দলত্যাগী এক সাংসদকে নিয়ে মন্তব্য করেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, এক সাংসদ নিজের পরিবারের সদস্যের জন্য টিকিট চেয়েছিলেন, তা না পাওয়ার পর অন্য রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করেন এবং পরবর্তীতে বিশেষ সুবিধাও পান। মমতার সেই মন্তব্য ঘিরেই অসন্তোষ তৈরি হয় বলে দাবি করেন বৈদ্যনাথ। এরপরই তিনি সামাজিক মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। সেখানে তিনি লেখেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়েতে আমার স্ত্রীকে একটা সোনার হার উপহার দিয়েছিলেন। কয়েকবার পুজোয় আমাকে কুর্তা-পায়জামা দিয়েছেন। আমরা তা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সৌজন্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগত কারণে এই উপহারগুলি ফিরিয়ে দেওয়াই সমীচীন বলে মনে করছি।' বৈদ্যনাথ আরও জানিয়েছিলেন, তআমি ঠিক করেছি কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে ওগুলো দিয়ে আসব। সোনার হার ২ বছর ছিল আমাদের কাছে। যদি তার সুদ দিতে হয়, তা দিতেও রাজি। কিন্তু ওনার মতো মানুষের থেকে কোনও উপহার আমার চাই না।দ এদিন কালীঘাটে পৌঁছে তিনি উপহার সামগ্রী ও চিঠি জমা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির নিরাপত্তাকর্মী এবং অফিসের কর্মীরা কোনও কিছুই গ্রহণ করেননি। বৈদ্যনাথের কথায়, তিনি চেয়েছিলেন ভুল বোঝাবুঝি দূর হোক এবং বিষয়টির একটি সৌজন্যমূলক সমাধান হোক। কিন্তু উপহার ও চিঠি গ্রহণ না করায় বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনা শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন নয়, বরং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলনও। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের জায়গায় তৈরি হওয়া এই দূরত্ব এখন কীভাবে এগোয়, সেদিকেই নজর রয়েছে।

গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় ফের হাই কোর্টে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর আইনজীবী। আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন বিচারপতি। এর আগে একবার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুমিত রায়ের আইনজীবী। তবে সেই সময় দ্রুত শুনানির আবেদন গ্রহণ করেননি বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এরপর ফের এদিন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বর্তমানে জমি দুর্নীতি এবং নির্বাচনে প্রার্থী করার নামে টাকা নেওয়ার মতো অভিযোগের তদন্তে সুমিত রায়ের নাম সামনে এসেছে। মেদিনীপুর জেলা পুলিশের তদন্তে উঠে আসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়কের নাম। অভিযোগ, শালবনি থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার তদন্তে পুলিশ তাঁর খোঁজ শুরু করে। কিন্তু তদন্তকারীরা তাঁর সন্ধান শুরু করলেই বেপাত্তা হয়ে যান তিনি। এরপর পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে মেদিনীপুর আদালত থেকে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পাশাপাশি জারি করা হয় লুক আউট নোটিসও। এই পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা থেকেই আগাম জামিনের আবেদন করেছেন সুমিত রায়। তাঁর আইনজীবীর দাবি, আইনি সুরক্ষার জন্যই আদালতের দ্বারস্থ সুমিত রায়। ঘটনার সূত্রপাত মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা বর্তমানে জেলবন্দি সুজয় হাজরাকে গ্রেপ্তারের পর। তদন্তে উঠে আসে, ২০২৬ সালের নির্বাচনে প্রার্থী করার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে সুমিতের নাম জড়িয়েছে। এছাড়াও শালবনির একটি জমি সংক্রান্ত মামলাতেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগের তদন্তে শালবনি থানার পুলিশ সুমিত রায়ের খোঁজে তৎপর হয়। তদন্তকারীরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতেও পৌঁছেছিলেন বলে জানা যায়। পুলিশ সূত্রে দাবি, মোবাইল টাওয়ারের অবস্থান খতিয়ে দেখেই ওই এলাকায় পৌঁছেছিলেন তদন্তকারীরা। তবে দীর্ঘ সময় তল্লাশি চালিয়েও সুমিত রায়ের সন্ধান মেলেনি বলে খবর। এরপর থেকেই তাঁকে ঘিরে জল্পনা আরও বেড়েছে। একদিকে পুলিশি তদন্ত এগোচ্ছে, অন্যদিকে গ্রেপ্তারি এড়াতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেকের আপ্তসহায়ক। শুক্রবারের শুনানিতে আদালত কী নির্দেশ দেয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

বর্ষার আগে হাওড়ার নালা-খাল পরিষ্কারে জোর, গাফিলতি হলে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৮ জুন ঃ বর্ষার মরশুম শুরুর আগেই হাওড়া শহরের নালা, ক্যানাল এবং জলনিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কারের উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি বর্ষাকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে। কাজে কোনও গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। বৃহস্পতিবার হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে স্বচ্ছতা অভিযান এবং যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই বার্তা দেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে যোগাসনেও অংশ নেন তিনি। অগ্নিমিত্রা পল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই, শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিং, হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপ প্রিয়া, হাওড়া পুরসভার কমিশনার তেজস্বী রানা-সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। এদিনের অনুষ্ঠানে হাওড়া পুরসভার সাফাই কর্মীরাও যোগাসনে অংশ নেন। পাশাপাশি কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারাও এই কর্মসূচিতে যোগ দেয়। স্বচ্ছতা অভিযানকে সামনে রেখে শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশাসনের তরফে বিশেষ পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়। অগ্নিমিত্রা পল জানান, বর্ষার আগে হাওড়ার সমস্ত ছোট ও বড় নালা, ক্যানাল পরিষ্কারের কাজ করা হবে। শহরের জল জমার সমস্যা কমাতে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে বর্ষার সময় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য লাইটপোস্ট এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উপর নজরদারি বাড়ানো হবে। মন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব পালনে কেউ ব্যর্থ হলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। বর্ষার সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং পরিষেবা স্বাভাবিক রাখাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য বলেও জানান তিনি। এর পাশাপাশি হাওড়া পুরসভা নির্বাচন নিয়েও মন্তব্য করেন অগ্নিমিত্রা পল। তিনি জানান, পুজোর পর থেকেই পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু হবে। প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রস্তুতিও শুরু হবে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, বর্ষার আগে তৃণমূলের মেয়র, পুরপ্রধান এবং কাউন্সিলররা পদ ছাড়ছেন। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীদের সমস্যায় ফেলতেই এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। তবে তাঁর দাবি, তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন এবং মানুষ তাঁদের পাশে রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে একদিকে যেমন বর্ষার প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনিক বার্তা দেওয়া হয়, অন্যদিকে রাজনৈতিক উত্তাপও তৈরি হয়। হাওড়ার নাগরিক পরিষেবা এবং পুরভোট;দুই বিষয়েই আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেদিকেই নজর থাকবে।

ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনে বড় সাফল্য, পুণেতে জ্যাবিলের নতুন প্রযুক্তি কেন্দ্র উদ্বোধন করলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পুণে, মহারাষ্ট্র, ১৮ জুন ঃ ভারতের ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে আরও একটি বড় মাইলফলক তৈরি হল। বুধবার, ১৭ জুন ২০২৬ মহারাষ্ট্রের পুণের রঞ্জনগাঁওয়ে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি সংস্থা জুবিলী আই এন সি-এর অত্যাধুনিক অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ফেসিলিটি-এর উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রীঅশ্বিনী বৈষ্ণব এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আগামী দিনের অর্থনীতি ও প্রযুক্তি ব্যবস্থায় এআই-এর গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। তাই এআই-ভিত্তিক পরিকাঠামো এবং তার সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উপাদানগুলির উৎপাদন দেশের মাটিতেই গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে এআই ডাটা সেন্টার এখন এক বিশাল বৃদ্ধির ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ভাবনার অন্যতম লক্ষ্য হল, এই ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি পরিকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক উপাদান দেশেই তৈরি করা। পুণের জ্যাবিলের এই নতুন অত্যাধুনিক কারখানায় এআই ডাটা সেন্টার-এর জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি উপাদান তৈরি করা হবে। মন্ত্রী জানান, এই আধুনিক উৎপাদন কেন্দ্র শুধু ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তিগত চাহিদা পূরণ করবে না, পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বড় আকারের উৎপাদন ক্ষমতার মাধ্যমে এই প্রকল্প ভারতকে বৈশ্বিক প্রযুক্তি সরবরাহ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার করে তুলবে। অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কয়েক বছর আগেও ভারতে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন এবং রপ্তানি নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখা কঠিন ছিল। কিন্তু সুসংগঠিত নীতি, বিনিয়োগ এবং শিল্পবান্ধব উদ্যোগের ফলে ভারত আজ বিশ্বস্ত ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে ভারতের ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের মূল্য প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। রপ্তানির ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনিক্স শিল্প দ্রুত অগ্রগতি করেছে। একসময় যে ক্ষেত্রটি দেশের শীর্ষ দশ রপ্তানি পণ্যের মধ্যে জায়গা পাওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছিল, তা এখন নবম স্থান থেকে সপ্তম, পঞ্চম এবং চতুর্থ স্থান পেরিয়ে ২০২৫ সালে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে। মন্ত্রী বলেন, এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত ইলেকট্রনিক্সকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি ক্ষেত্রে পরিণত করা। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, শিল্প সংস্থা, বিনিয়োগকারী এবং দেশের যুবসমাজকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। উৎপাদনের মান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। জ্যাবিলের নতুন কারখানাটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এখানে এআই সিস্টেম, এআই-চালিত ডাটা সেন্টার সরঞ্জাম, ৫জি প্রযুক্তি, উন্নত নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি, শিল্পক্ষেত্রের পাওয়ার সিস্টেম ইলেকট্রনিক্স এবং কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১১ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দেশীয় সরবরাহ ব্যবস্থা বা লোকাল সাপ্লাই চেইন আরও শক্তিশালী হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই)-গুলিকে এই প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করে বৈশ্বিক বাজারে পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনে শুধুমাত্র অ্যাসেম্বলি নয়, বরং সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও উৎপাদন কাঠামো গড়ে তোলা সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, প্রশিক্ষণ, নতুন প্রযুক্তির শিক্ষা এবং উচ্চ-নির্ভুল যন্ত্রাংশ উৎপাদনের বিশেষ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে সরকার বিনিয়োগ চালিয়ে যাবে। তিনি আরও জানান, উচ্চ-প্রযুক্তির মেকানিক্যাল কম্পোনেন্ট উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের সুযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে উচ্চ-নির্ভুল যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা রয়েছে। জ্যাবিলের এই নতুন অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ফেসিলিটি ভারতের প্রযুক্তি শিল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এআই, ৫জি এবং ভবিষ্যতের ডিজিটাল অর্থনীতির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উৎপাদনে ভারতকে বিশ্ব মঞ্চে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মমতার বাড়ির সামনে 'ভিউ কাটার' - প্রশ্ন উঠেছে এটাকি ডিম থেরাপি থেকে আত্মারক্ষার জন্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ অভিষেককে দিয়ে শুরু হয়েছে ডিম থেরাপি। তৃণমূলের নেতাদের বাইরে দেখলেই তার হয়ে ডিম ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। এই প্রতিবাদ জনরোষ না বিজেপি পরিকল্পনা করে করছে তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু এই কালচার মোটেই শুভ নয়। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সকালের দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির ভোলবদল। বাড়ির সামনে উঠোনে বসানো হয়েছে 'ভিউ কাটার'। প্রশ্ন উঠছে, ডিম হামলা থেকে বাঁচতে কি এই সিদ্ধান্ত? এদিকে, এদিন রাতেই মমতার বাড়ির সামনে থেকে ২০ জন নিরাপত্তারক্ষী লালবাজারের তরফে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে কালীঘাটে যে টানটান উত্তেজনা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন রাতে এক ভিডিও বার্তায় দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কালীঘাটের বাড়ি থেকে ২০ জন নিরাপত্তারক্ষীকে প্রত্যাহার করেছে লালবাজার। ৩ জনকে নিরাপত্তার দায়িত্বে পাঠানো হয়। তবে তাঁরা একেবারে অপরিচিত বলে, বাড়িতে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সুতরাং, বর্তমানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা করেছেন ডেরেক। বাংলায় 'প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি' করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁর। একসময় হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে মমতার বাড়ির সামনে নিরাপত্তারক্ষীর ভিড় থাকত। সেই বাড়িই আজ নিরাপত্তাবিহীন। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকেও নিরাপত্তা সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিরাপত্তা দিতে কালীঘাটের বাড়ির সামনে ভিড় জমিয়েছেন কর্মী-সমর্থকরা।

হস্তি শাবককে বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা পালের, শেষ রক্ষা হল না

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, নয়াগ্রাম, ১৮ জুন ঃ শুঁড় বারবার নেমে যাচ্ছে পাতকুয়োর গভীরে। কখনও উদ্বিগ্ন স্বরে ডেকে উঠছে, কখনও কুয়োর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা পাল। ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের বড়খাঁকড়ি অঞ্চলের বাছুরখোঁয়াড় গ্রামে একটি পাতকুয়োয় পড়ে মৃত্যু হল একটি হস্তি শাবকের। ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। প্রায় দুই থেকে তিন বছর বয়সি একটি হস্তি শাবক ইটভাটা চত্বরে থাকা একটি পাতকুয়োয় পড়ে যায়। কুয়োটিতে জল না থাকলেও সেটি ছিল যথেষ্ট গভীর। ভোর হতেই বিষয়টি সামনে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান, হাতির দলটি ওই এলাকা ছেড়ে যাচ্ছে না। একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী হাতি দীর্ঘক্ষণ ঘটনাস্থলে থেকে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন চাঁদাবিলা রেঞ্জের প্রতাপপুর বিটের বনকর্মীরা। শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। এরপর একটি জেসিবি এনে পাতকুয়োর একপাশের মাটি কেটে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। বন দফতরের আশা ছিল, দ্রুত উদ্ধার করা গেলে শাবকটিকে জীবিত অবস্থায় বের করে আনা সম্ভব হবে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বন দফতরের প্রাথমিক অনুমান, শাবকটিকে উদ্ধারের জন্য হাতির পাল দীর্ঘক্ষণ পাতকুয়োর চারপাশে ঘোরাফেরা করায় এবং পায়ের চাপে কুয়োর ধার থেকে মাটি ক্রমাগত ভিতরে ভেঙে পড়তে থাকে। ফলে কুয়োর নীচে আটকে থাকা শাবকটির শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা তৈরি হয়। দীর্ঘ সময় ধরে ওই অবস্থায় থাকার পর তার মৃত্যু হয়।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের প্রাক্কালে তারকেশ্বরে 'স্বচ্ছতা স্বাগত অভিযান', স্বচ্ছ ও মডেল হুগলি গড়ার শপথ

দুরন্তবার্তা, সৈকত দাস,তারকেশ্বর, ১৮ জুন ঃ আগামী ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার তারকেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ীর মাঠে অনুষ্ঠিত হল 'স্বচ্ছতা স্বাগত অভিযান'। হুগলি জেলাকে আরও পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত এবং মডেল জেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক, সরকারি কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী সুমনা সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী সন্তু পান, পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রী বিমান ঘোষ, আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী হেমন্ত বাগ, জাঙ্গিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী প্রসেনজিৎ বাগ, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) শ্রী অনুজ প্রতাপ সিং, জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক শ্রী পার্থ কর্মকার, চন্দননগর মহকুমার মহকুমাশাসক শ্রী আশুতোষ কুমার, তারকেশ্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমতী সীমা চন্দ সহ প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বিশিষ্ট আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত সকলকে নিয়ে হুগলি জেলাকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও মডেল জেলা হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার পাঠ করানো হয়। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা, প্লাস্টিক বর্জ্য কমানো, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি উন্নত সমাজ নির্মাণের বার্তা তুলে ধরা হয় এই অঙ্গীকার অনুষ্ঠানে। পরে 'স্বচ্ছতা স্বাগত অভিযান'-এর অংশ হিসেবে রাজবাড়ীর মাঠ ও সংলগ্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। হাতে ঝাঁটা, বর্জ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম ও সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড নিয়ে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রশাসনিক আধিকারিক, সরকারি কর্মচারী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষও এই কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, স্বচ্ছতা শুধুমাত্র একটি সরকারি কর্মসূচি নয়, এটি একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। পশ্চিমবঙ্গ দিবসের প্রাক্কালে এই উদ্যোগ রাজ্যের উন্নয়ন, জনসচেতনতা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে বলেও মত প্রকাশ করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই হুগলিকে একটি আদর্শ, পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব জেলায় পরিণত করার লক্ষ্য সফল হবে।

মমতা নিজের পরিবারের কাছে বিশেষ সুরক্ষিত নয় ঃ অগ্নিমিত্রা পাল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ আলোচনাটা শুরু হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে নিরাপত্তাকর্মী সরিয়ে নেওয়া নিয়ে। বুধবারই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোধ্যায়ের বাড়ি থেকে পুলিশি নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। রাতেই মমতার পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার বা পিএসও-দের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আপাতত, মমতার পুলিশ কিয়স্ক সম্পূর্ণ ফাঁকা। নিজের বাড়িতেই নিরাপদ নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? বাইরের লোক নয় বরং পরিবারের লোকের কাছেই বেশি ভয়!এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অগ্নিমিত্রা বলেন, তএটা তাঁর ব্যাপার যে তিনি রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা নেবেন নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা নেবেন। কিন্তু বাইরের লোকেদের থেকে তো পরিবারের লোকেদের কাছে তাঁর সবথেকে ভয়। কারণ এর আগেও আমরা এরকম অনেক ঘটনা শুনেছি। পরিবারের কাছেই তিনি নিরাপদ নন। সেখানে তাঁকে কে বাঁচাবে। রাজ্য সরকারের সুরক্ষা নেবেন কি না, সেটা তাঁর ব্যাপার।দ অগ্নিমিত্রার আরও অভিযোগ, গত ১৫ বছরে বাংলার মানুষকে খাদের ধারে ঠেলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, অমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৫ বছরে বাংলার মানুষকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। বিশাল কনভয়, বাড়ির সামনে পুলিশের ব্যারিকেড, কম তো অত্যাচার করেননি। আপনি এখন দেখাচ্ছেন সুরক্ষা চান না। এসব তো বাংলার মানুষ বিচার করবে। ১৫ বছর নিজেকে সুরক্ষিত করে বাংলার মানুষকে পাহাড়ের ধারে ঠেলে দিয়েছিলেন। ধাক্কা দেওয়াটা শুধু বাকি ছিল।দ বিগত প্রায় ২০ বছর ধরে যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার বা পিএসও হিসেবে কাজ করতেন, তাঁদের বুধবার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এবার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ মানস ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ অভিযোগ সত্য না মিথ্যা - তা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু তৃণমূলের একের পর এক প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠাই লজ্জার। জানা যাচ্ছে, চাকরির টোপে ৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ, কাঠগড়ায় প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এবং সবংয়ের দুই তৃণমূল নেতা। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলে সবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এলাকার এক বাসিন্দা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। গত কয়েকদিন আগেই তৃণমূল দল থেকে ইস্তফা দেন মানস ভুঁইয়া। এরপরেই তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের। তবে জানা যাচ্ছে, তৃণমূল ছাড়ার পর থেকেই কলকাতায় রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'এটা একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহা।' তবে সত্য সামনে আসবে বলেও মন্তব্য মানস ভুঁইয়ার। অভিযোগকারী বিকাশ কুমার টুং, সবং বিধানসভার বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। তাঁর দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর স্ত্রী মঞ্জু সাহু টুংকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অভিযোগ তৎকালীন মন্ত্রী ডা. মানস রঞ্জন ভুঁইয়ার মধ্যস্থতায় এবং তৃণমূল নেতা শেখ আবু কালাম বক্স ও ভোলানাথ দের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১ মার্চ ২০২৬ তারিখে 'CISB Services Private Limited'-এর অধীনে STEWARD পদে তেমাথানীর সেচ বাংলোয় কাজে যোগ দেন মঞ্জু সাহু টুং। তাঁর ওয়ার্কম্যান রেজিস্টার নম্বর ছিল CISB/WB-46। পরিবারের দাবি, চাকরিতে যোগদানের পর নিয়মিত কাজ করলেও মাত্র দু'মাসের মাথায় গত ৬ মে তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর চাকরি বাতিল করা হয়েছে। এমনকী চাকরি বাতিলের নির্দেশের কপিও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ।

অ্যালার্মেই ভেস্তে গেল এটিএম লুটের ছক, অভিযুক্তকে নিয়ে পুনর্নির্মাণে পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১৮ জুন ঃ ঝাড়গ্রাম সব কিছুই ছিল পরিকল্পনামাফিক। প্রথমে সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো করা। তারপর এটিএম ভেঙে টাকা লুটের চেষ্টা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটি বিকট শব্দ এবং অ্যালার্মের তীক্ষ্ণ আওয়াজে ভেস্তে গেল গোটা ছক। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মূ ল অভিযুক্ত-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে দুই নাবালকও। ধৃত দেবু বোসকে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করলেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার গভীর রাতে ঝাড়গ্রাম শহরের জামদা এলাকার কানাড়া ব্যাঙ্কের শাখার এটিএম কাউন্টারকে নিশানা করে তিন জনের একটি দল। অভিযোগ, এটিএম কাউন্টারে ঢোকার পর প্রথমেই নজরদারি ব্যবস্থাকে বিকল করার চেষ্টা করে তারা। সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল করে দেওয়ার পাশাপাশি দু'টি ক্যামেরা খুলে নিয়ে যাওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। অনুমান, পরিচয় গোপন রাখতেই এই কৌশল নিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এর পর শুরু হয় এটিএম মেশিন ভেঙে টাকা লুটের চেষ্টা।

AXIS BANK

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

অ্যাক্সিস ব্যাংকের বালুরঘাট শাখাটি ২০২৬ সালের ২৪ আগস্ট থেকে নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হবে।

বর্তমান ঠিকানা:

অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেড, বালুরঘাট শাখা,
রথতলা, চকভবানী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

নতুন ঠিকানা:

অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেড, বালুরঘাট শাখা,
নেলসন ম্যান্ডেলা সরণি, পিও: বালুরঘাট,
পিএস: দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন কোড - ৭৩৩১০১

আমরা আপনাকে স্বাগত জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৯৮ সংখ্যা, শুক্রবার , ৪ আষাঢ়, ১৪৩৩

অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম

শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এবং সমাজকর্মী অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করেন ১১ অক্টোবর, ১৯২১ সালে। তাঁর লেখা আমি বীরাঙ্গনা বলছি - এমন একটা প্রামান্য গ্রন্থ যেটা একাধারে কয়েক পৃষ্ঠার বেশী পড়ে যেতে পারাটা সবার জন্য বেদনাদায়ক ও কষ্টকর হয়ে ওঠে। ‘৭১ এ সেই মুক্তিযুদ্ধকালে রচিত হয় আমাদের নারীদের উপর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস নামধারী খুনীদের বর্বর নির্যাতনের ইতিহাস। এইসব পশুদের হাতে নির্যাতিত প্রতিটি নারীই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশের মা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়কালে এই নারীরা অনেকেই আমাদের রক্ষনশীল সমাজের কাছে নিগৃহীত হয়েছেন নানাভাবে। তবে ‘সৌভাগ্যবতী’ কেউ কেউ আবার নতুন করে ঘর সংসার করতে পেরেছেন। এঁদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ড নীলিমা ইব্রাহিম পরম মমতায় রচনা করেছিলেন তাঁর কালজয়ী প্রামান্য গ্রন্থ আমি বীরাঙ্গনা বলছি। যেখানে ফুটে উঠেছে বীরাঙ্গনাদের উপর ঘটে যাওয়া নারকীয় বর্বরতার বাস্তব কাহিনী। বইটির ভূমিকাতে তিনি লিখেছিলেন - চরিত্রগুলি ও তাঁদের মন-মানসিকতা, নিপীড়ন, নির্যাতন সবই বস্তুনিষ্ঠ। প্রাতঃস্মরণীয় বেগম রোকেয়ার আলোকিত পথের যাত্রী নীলিমা ইব্রাহিম শিক্ষার আলো জ্বেলেছেন নারী-পুরুষ সবার জন্য। বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া নারীদের শিক্ষিত ও স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। কর্মজীবনের শুরুতে নীলিমা ইব্রাহিম কলকাতার লরেটো হাউসে লেকচারার (১৯৪৩-৪৪) হিসেবে চাকরি করেন। তারপর দু'বছর (১৯৪৪-৪৫) তিনি ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের লেকচারার ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৭২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯৭৪-৭৫ সালে তিনি বাংলা একাডেমির অবৈতনিক মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি বিধ্বস্ত বাংলা বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সেই সঙ্গে রোকেয়া হলের প্রভোস্ট এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। আরও দুটি স্পর্শকাতর বিষয় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি পালন করেন। তাহল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের দালাল রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটি কর্তৃক অপহৃত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিতা হতভাগা অসংখ্য বাঙালি মা-বোন এবং ‘ওয়ার বেবিদের’ পুনর্বাসনের জটিল কাজে হাত দেন। নীলিমা লেখক হিসেবেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার লেখা, ভাষ্য এবং চিন্তা ঘিরে অনেক সময় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কিন্তু কখনই তিনি তার চিন্তার সঙ্গে আপস করেননি, প্রয়োজনে আদালতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আইনি লড়াইয়ে জিতে মাথা উঁচু করে আবারও বেরিয়ে এসেছেন খোলা আলো-হাওয়ায়। সাহিত্যের অনেক শাখায় বিচরণ ছিল তার। লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি। অনুবাদও করেছেন। তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে প্রবন্ধ- অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভস্মাচ্ছাদিত কন্যা আমি, বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, অতঃপর অমানিশার অন্ধকার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ, বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য; উপন্যাস- এক পথ দুই বাঁক, কেয়াবন সঞ্চারিণী, বিশ শতকের মেয়ে; গল্পগ্রন্থ- রমনা পার্কে, পারুল, বহ্নিবলয়; নাটক- দুয়ে দুয়ে চার, যে অরণ্যে আলো নেই, রোদ জ্বলা বিকেল; অনুবাদ- এলিনর রুজভেল্ট, কথাশিল্পী জেসম ফেমিনোর কুপার, বস্টনের পথে; ভ্রমণকাহিনি- শাহী এলাকার পথে পথে, আত্মজীবনী- বিন্দু বিসর্গ।

নবদ্বীপের ঐতিহ্য

ভাগীরথী ও জলঙ্গীর সঙ্গমে গড়ে ওঠা নবদ্বীপ ছিল প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ নদীবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। নবদ্বীপে গঙ্গার অবস্থান ও পরিবর্তন - নবদ্বীপ ভাগীরথীর গর্ভস্থ দ্বীপ। প্রাচীনকালে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী ইহার চতুদ্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া, এই পবিত্রভূমি নবদ্বীপকে অন্যান্য ভূমি হইতে পৃথক্ রাখিয়া- ছিলেন। অদ্যাপি বর্ষাকালে কলনাদিনী সুরধুনী ইহার চতুদিকে প্রবাহিত থাকিয়া ইহার দ্বীপ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া আসিতে- ছেন। এই দ্বীপ গঙ্গার অন্তরস্থ বলিয়া ইহার অন্য নাম অন্তদ্বীপ। ‘এই কতোদূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম। সুরধুনী-বেষ্টিত পরম রম্য স্থান।’ ভক্তিরত্নাকর। এখন যেখানে বাবলাড়ী, গঙ্গাপ্রসাদ, সহর নদীয়া, তেঘরী, চর গদখালি, মহীশুর এবং মোল্লাপাড়া আছে, সেই সমস্ত ভূভাগ নদীয়া বা নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত, এবং এই সমস্ত স্থানই অদ্যাপি নদীয়া পরগণা বলিয়া বিখ্যাত। মোল্লাপাড়া গ্রামটী এই দ্বীপ হইতে ভিন্ন হইয়া কিছু দূরে অবস্থিত হইয়াছে। এইরূপ বিপর্যয় গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর ভাঙ্গনেই ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকালে এই প্রকাণ্ড দ্বীপের গঙ্গার পশ্চিম শাখার পশ্চিম পারে- মাগাছি, জান্নগর, বিদ্যানগর, কুলিয়া, চম্পকহট্ট, সমুদ্রগড় প্রভৃতি। গ্রামগুলি, এবং পূর্ব্বদিকের শাখার গঙ্গার পরপারে বামুনপুকুরিয়া, সিমুলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা, ব্রহ্মনগর প্রভৃতি গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল। নদীর উভয় শাখা কখনই প্রবল থাকে না। কখন একটী প্রবল হইয়া পড়ে ও অপরটি মন্দীভূত হইয়া যায়। নবদ্বীপ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। কখন ইহার পূর্ব্বধারার স্রোতঃ মন্দীভূত হইয়া পূর্ব্বদিকে চর উৎপন্ন করিয়াছিল; কখনও বা পশ্চিমের স্রোতঃ প্রবল হইয়া এই দ্বীপের পশ্চিমাংশ গ্রাস করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিয়াছিল। প্রাকৃতিক পরিবর্তন বশতঃ ভূভাগের এইরূপ অবস্থান্তর চিরদিনই ঘটিয়া আসিতেছে। রামের বনগমন ও সীতা-নির্ব্বাসন এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই জনস্থানের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা ভবভূতি উত্তর-রামচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ‘পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুন। তত্র সরিতাং বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।’

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। শক্তিই হচ্ছে জীবন রক্ষা করার আসল অস্ত্র।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শুধু শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। মানব সেবা করতে হবে। জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ? মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে।

কলকাতা করপোরেশনের মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

নারায়ণ সরকার

বাঙালি জাতীয়তাবাদের দেশ নেতা - দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ভারত বর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এক অবিস্বরণীয় নাম। তাঁর রাজনৈতিক মেধা, দক্ষতা আর দেশের মানুষের প্রতি অপরিসীম দরদের কারণে তিনি জনসাধারণের কাছে ‘দেশবন্ধু’ নামে পরিচিত ছিলেন। দেশদরদী এই নেতা রাজনীতি করতে গিয়ে ব্রিটিশদের রোষানলে পড়ে বহুবার জেল খাটেন। তিনি নানা ষড়যন্ত্র

উপেক্ষা করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ রাজনীতির পক্ষে অবিচল থাকেন। চিত্তরঞ্জন দাশ জাত-বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি নারী মুক্তি সমর্থন করতেন এবং নারী-শিক্ষা ও বিধবাদের পুন র্বিবাহকে উৎসাহিত করতেন। তিনি যে অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে ছিলেন তার প্রমাণ মিলে তাঁর নিজ কন্যাদের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারে বিবাহ দানের ঘটনায়। চিত্তরঞ্জন দাশ সব সময় ব্রিটিশবিরোধী লড়াইকে জোরদার করতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। একসময় তিনি কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে স্বরাজ দল নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্বরাজ দলের প্রার্থী হিসেবেই ১৯২৪ সালে কলকাতা সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদির পক্ষে অনেক কাজ করেন। প্রগতিশীল এই রাজনীতি বিদের প্রয়াণ দিবস।

১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর পিতা ভুবনমোহন দাশ একজন আইন জীবী ছিলেন এবং মা নিস্তারিণী দেবী গৃহিনী। চিত্তরঞ্জন দাশের পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। শিক্ষিত পরিবার হিসেবে তাঁদের পরিবারের যথেষ্ঠ সুনাম ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ হওয়ার পূর্বে চিত্তরঞ্জন দাশ শৈশবে তাঁর বাবার সাথে কলকাতার ভবানীপুরে চলে আসেন। কারণ তখন তাঁর বাবা কলকাতার ভবানীপুরে বসবাস শুরু করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৭৯ সালে ভবানীপুর লন্ডন মিশানারি স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পাঠ্যবই পড়ার চেয়ে পাঠ্যতালিকার বাইরের বই পড়তে বেশী পছন্দ করতেন তিনি। যে কারণে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল খুব ভাল হতো না। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৮৬ সালে লন্ডন মিশানারি স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই কলেজে পড়ার সময় তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৮৯০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত যান। বিলেতে থাকার সময় রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসেন এবং আইন পেশা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয়। পেশা জীবনের শুরুতে তাঁর সামান্য আয় হত যা দিয়ে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ট্রামভাড়ার সামান্য পয়সা বাঁচানোর জন্য তিনি হাইকোর্ট থেকে ভবানীপুর হেঁটে যেতেন। আইন পেশার পাশাপাশি গোপনে গোপনে বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯০৩ সালে কলকাতায় প্রমথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে ‘অনুশীলন সমিতি‘ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি এই সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল।

ওকালতি করেও যে দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া যায়, তা দেখা যায় আইনজীবী চিত্তরঞ্জনের জীবন থেকে। রাজনৈতিক বন্দীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে আনীত মারাত্মক অভিযোগের হাত থেকে তিনি মুক্ত করে আনতেন তার অসাধারন মামলা পরিচালনার গুণে। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯০৬ সালে যোগদান করেন নাগপুর কংগ্রেসে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহন করার জন্য তিনি আইন ব্যবসা সম্পূর্নরূপে বন্ধ করেন। আইনজীবী হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশের জন্য ১৯০৭ সাল ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময় তিনি সিভিল ও ক্রিমিনাল উভয় কোর্টেই একজন সফল আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিস্থাপন করেন। এ সময় কলকাতা কোর্টে দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের যত মামলা এসেছে তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়েছেন। শুধু আইনের জগতে নয়, সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন সাহিত্য চর্চায় মগ্ন। রাজনীতির মধ্যে থেকেও তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। সে সময়ের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘নারায়ণ’ -এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন তিনি। ‘মালঞ্চ’, ‘সাগর সঙ্গীত’ ও ‘অন্তর্যামী’ গ্রন্থের জন্য তিনি কবি ও লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভা বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি নিজেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন করেন এবং গান্ধীজীর ডাকে ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত মিউনিশনস বোর্ড ঘটিত মামলায় প্রচলিত নজির উপেক্ষা করে সাহেব এডভোকেট জেনারেল অপেক্ষা অধিক পারি শ্রমিক দিয়ে তাঁকে সরকারি কৌসুলী নিযুক্ত করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি এ দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। এই অসামান্য ত্যাগের জন্য ভারতবর্ষের জনগণ কর্তৃক তিনি ‘দেশবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৩ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মতিলাল নেহেরুর সহযোগীতায় স্বরাজ দল গঠন করেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের জন্য তাঁর নেতৃত্বে স্বরাজদল মুসলিম নেতাদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করে।

১৯২৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে দার্জিলিং যাবার পথে ১৬ই জুন দেশবন্ধু মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর পৈতৃক বসতবাড়িটি জনসাধারণের জন্য দান করে যান। সেখানে ‘চিত্তরঞ্জন সেবাসদন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর অকালমৃত্যু বাংলা ও একই সাথে ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর আঘাত হানে। আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য করেছেন যে, ‘তিনি (দেশবন্ধু) অকালে মারা না গেলে দেশে নতুন অবস্থা সৃষ্টি করতেন’। তিনি আরও বলেন,‘পরিতাপের বিষয় এ যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কিছুসংখ্যক অনুসারী তাঁর অবস্থানকে জর্জরিত করে এবং তাঁর ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যায় এবং (ভারত) বিভক্তির প্রথম বীজ বপন করা হয়’। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।’ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ দাশ তাঁর স্মরণে ‘দেশবন্ধুর প্রয়াণে’ নামক একটি কবিতা রচনা করেন, যা বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পরবর্তীতে ১৯২৭ সালে জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালকে প্রকাশিত হয়।

ব্রিটিশ আমলে তৎকালীন বিক্রমপুরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ও স্বদেশী কর্মীদের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। বিক্রমপুরের সন্তান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একমাত্র বাঙালি যিনি বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে সর্বভারতীয় নেতার সম্মান লাভে সক্ষম হন। নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশা পাশি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমের ইংরেজদের কবল থেকে দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য তৎকালীন বিক্রমপুরের যুবকরা দলে দলে যোদ দিয়েছিলেন যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতিতে, চিত্তরঞ্জন তাদের অন্যতম। আমৃত্যু তিনি দেশের মানুষের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর সময়ে তিনি একজন প্রখ্যাত আইনজীবী হয়েও নিজের উপার্জিত অর্থ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে অকাতরে বিলিয়ে দেন। চিত্তরঞ্জন দাশ রাজনীতির ক্ষেত্রে জীবনের খুব একটা দীর্ঘ সময় ব্যয় না করেও সকল স্তরের বাঙ্গালীর তিনি ছিলেন বন্ধু। উদার মতবাদ ও দেশের প্রতি দরদের কারণে তিনি হিন্দু মুসলমান সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন এবং তার এই উদার মতবাদের জন্য জনগণ তাকে দেশবন্ধু খেতাবে ভূষিত করেন।

বিশ্ব সাহিত্যে চারজন সেরা ঔপন্যাসিকের দর্শন দিক

ড. রঞ্জন সরকার

গত দুশো বছরের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের চারজন প্রধান ঔপন্যাসিক আমার মতে লেভ তলস্তয়, ফিওদর দস্তয়েভস্কি, ফ্রানৎস্ কাফকা এবং আলবেয়ার কাম্যু। এ আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আপনারা একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু এই চারজন লেখকই মানুষের অস্তিত্বের গভীরতম সংকট, আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা এবং জীবনের অসারতাকে বারবার স্পর্শ করে . ছেন। এঁদের মধ্যে যদি একজনকে

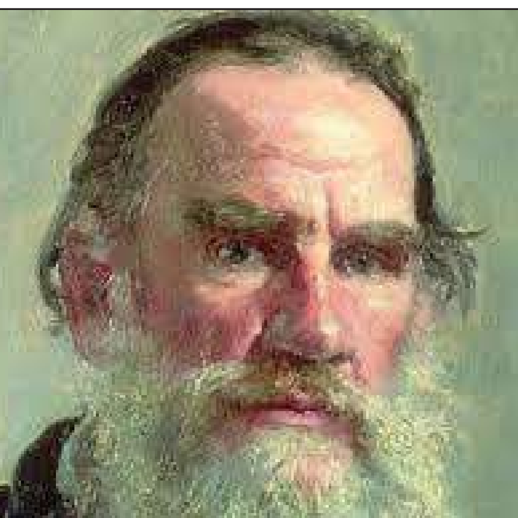

বেছে নিতে হয়, কাকে নেবেন? আমি ব্যক্তিগতভাবে বেছে নেবো লেভ তলস্তয়কে। আমি নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করি জীবনের অসারতার সঙ্গে যুদ্ধ করে জিততে হলে তলস্তয় ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু যখন প্রশ্ন ওঠে অসারতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের মুক্তির হদিস দেওয়ার ক্ষেত্রে তলস্তয় কেন মহত্তম, তখন এই চারজনের এক তুলনামূলক আলোচনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। নিচে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করলাম কেন আমার জীবনে তলস্তয়ের স্থান সবার ওপরে।

ফ্রানৎস কাফকার জগতে অসারতা বা এক অন্তহীন গোলকধাঁধা এবং নিষ্ঠুর ফাঁদ (যেমন ‘দ্য ট্রায়াল’ বা ‘মেটামরফোসিস’)। তাঁর চরিত্ররা জানেই না তাদের অপরাধ কী, কেন তারা শাস্তি পাচ্ছে। এখানে কোনো আশার আলো নেই, মুক্তির কোনো পথ নেই। মানুষ এখানে চরম অসহায়। সে এক ব্যবস্থার শিকার। কাফকা আমাদের সংকটকে দেখিয়েছেন, কিন্তু কোনো সমাধান দিয়েছেন? দেননি। আলবেয়ার কাম্যু কাফকার এই অসার অন্ধকার থেকে এক কদম এগিয়ে আমাদের লড়াইয়ের সাহস দেন। তিনি বলেন জগত অর্থহীন এবং ঈশ্বর নেই এটা জেনেই সিসিফাসের মতো হাসিমুখে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কামুর এই বিদ্রোহ বড্ড বেশি তাত্ত্বিক, নিঃসঙ্গ এবং ট্র্যাজিক। তাঁর মানুষ নিজের অহংকারে একলা লড়াকু, যেখানে শান্তি নেই, কেবল ক্লান্তি হীন এক নিঃসঙ্গ সংগ্রাম আছে। ফিওদর দস্তয়েভস্কি মানুষের মনের অন্ধকার পাতাল, পাপ এবং ঈশ্বরের অনুপস্থিতির সংকটকে তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু সেই অসারতার গর্ত থেকে বাঁচতে তিনি শেষ পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে অলৌকিক খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস এবং পরকালের ধারণায় আশ্রয় নিয়েছেন। কাম্যুর ভাষায় যা ‘দার্শনিক আত্মহত্যা’। তিনি বাস্তব জগত থেকে চোখ ফিরিয়ে অলৌকি কতায় মুক্তি খুঁজেছেন। আর লেভ তলস্তয়? তিনি দস্তয়ে ভস্কির মতো খ্রিস্টীয় অলৌকিকতার আশ্রয় নেননি। আবার কাফকার মতো নিরীশ্বর হতাশায় তলিয়েও যাননি, কিংবা কামুর মতো একাকী ট্র্যাজিক বীরত্বে থেমে যাননি। তিনি অসারতার সমাধান খুঁজেছেন এই মাটির পৃথিবীতে, মানুষের প্রাত্য হিক যাপনে, অহংকারহীন সরলতায় এবং নিঃশর্ত মানবিক সংযোগে। কেন তলস্তয় মহত্তম? অসারতার মোকাবিলা করার এবং মানব জীবনকে এক পূর্ণাঙ্গ দিশা দেখানোর ক্ষেত্রে তলস্তয় বাকি তিনজনের চেয়ে অনেক এগিয়ে এবং মহত্তম বলে আমি মনে করি। কামুর ‘বিদ্রোহ’ বা দস্তয়েভস্কির ‘মেটাফি জিক্যাল যাতনা’ সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের জন্য বড্ড বেশি ভারী এ বং জটিল। কিন্তু তলস্তয় ‘ডেথ অফ ইভান ইলিচ’-এ দেখিয়েছেন যে, জীবনের অসারতা কাটাতে কোনো মস্ত বড় দার্শনিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। একজন অতি সাধারণ চাকর যেভাবে কোনো স্বার্থ ছাড়া।

২০২৬ বিশ্বকাপ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ থামিয়ে দিল

রবীন্দ্রকুমার শীল

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল এসে উপস্থিত হতেই জনগণ হাফ ছেড়ে বাঁচল। বিশুদ্ধ অক্সিজেন পেল। ধরে প্রাণ এলো বলা যেতে পারে। যুদ্ধ থমকে গেল। মধ্য প্রাচ্যে ইসরায়েল, আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে উত্তপ্ত করে রেখে দিয়েছিল। হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার ফলে পেট্রো পণ্যের দাম বৃদ্ধি অবস্থা। বিশ্ব ব্যবসা বাণিজ্য বলতে গেলে স্তব্ধ অবস্থায়। আর্থিক লেনদেন থমকে থাকার পথ ধরছে। বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। ইউরোপের বহু দেশ এ ব্যাপারে বিরক্ত প্রকাশ করেছে। সারা বিশ্বের জনগণ যখন মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগছে তখন সেখানে বেশ খানিকটা শান্তি এবং স্বস্তির বারি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল।

গত কয়েক বছর ধরে মধ্য প্রাচ্যে যেভাবে ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তাতে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে প্যালে স্টাইন, তুরস্ক, ইরাক সহ বেশ কয়েকটি ইসলামি দেশ। তবে ইরানকে সব দিক দিয়ে শায়েস্তা করতে আমেরিকা এবং ইসরায়েল তৎপর হয়ে উঠেছে। ইরানের ধর্মগুরু খোমেনি নিহত হয়েছে ইসরায়েলী ক্ষেপনাস্ত্রে। ফলে ইরানের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। ইরানি মহিলারা তাদের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া আন্দোলনে ইরান সরকার বিপাকে। পাশাপাশি ইরানি পরমাণু কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আমেরিকা ইসরা য়েলের যৌথ আক্রমণ। এই রকম পরিস্থিতিতে ইরান কিন্তু ফিফা বিশ্বকাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করে শত্রু দেশ আমেরিকাতে উপস্থিত হল। মনে হল এবারে যে ফিফা বিশ্বকাপ হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সময়ের মতো বন্ধ হয়ে যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ফলে ১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা বন্ধ ছিল। সেই রকম যাতে পরিস্থিতি তৈরি না হতে পারে তার জন্য ফিফা আগে থেকেই চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। কাতারে বিশ্বকাপ করে ফিফা দেখিয়ে দিয়েছিল যে কীভাবে ফুটবলকে পেশাদারির সঙ্গে অপেশাদারিত্ব মিশিয়ে টুর্নামেন্টের জৌলুস আনতে হয়। এবারে ফিফা আমেরিকা, মেকসিকো এবং

কানাড়ায় তিনটি দেশে টুর্নামেন্ট খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্ব থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রায় বন্ধ করে দিল। এদিকে ফিফা বিশ্বকাপ থেকে রাশিয়া প্রায় বলতে গেলে ছিটকে গিয়েছে। রাশিয়ার সেই অতীতের ফুটবল গরিমা কী আবার ফিরে আসতে পারে তা নিয়ে চলছে রীতিমতো গবেষণা। যেভাবে রাশিয়া এবং ইউক্রেন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার শিল্প সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া জগতের ওপরে কুপ্রভাব পড়তে শুরু করে দিয়েছে তার হাত থেকে রাশিয়াকে রেহাই পেতে গেলে অস্ত্র ত্যাগ ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। রাশিয়াকে আবার পুনর্গঠন করতে হবে। এর জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি যদি এ ব্যাপারে সক্রিয় হন তাহলে রাশিয়া আবার বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। যুদ্ধ থামিয়ে সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া জগতের উন্নতির দিকে নজর দিতে হবে। তবেই রাশিয়া তাদের পুনর্জীবন ফিরে পেতে পারে। যুদ্ধে সঙ্গে জড়িয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত ইরান ফুটবল খেলাকে জীবিত রেখে দিয়েছে এবং ইরানি দল আমেরিকাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে বিশ্বকাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে।

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম খেলায় ইরান নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ২-২ করলেও তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে যুদ্ধ মানসিকতা নিয়ে বিশ্বকাপে অংশ গ্রহণ করতে আসেনি। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নিয়ে আমেরিকাতে তারা খেলতে এসেছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে ১৯৭৯ সলের ফিফা নিষিদ্ধ ইরানি পতাকা ‘সিংহ ও সূর্য’ নিয়ে বহু ইরানি সমর্থকেরা মাঠে উপস্থিত ছিল। ইরানের সমর্থকেরা দাবি করে যে তারা বিশ্বকাপ ফুটবলকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চান। ইরানের অধিনায়ক তারেমি বলেছেন যে তারা বিশ্বের সব জায়গায় থাকা ইরানিদের জন্য খেলেন। মানুষের মত আলাদা হতে পারে, কিন্তু তারা সবাইকে একত্রিত করতে চায়।

এবারের বিশ্বকাপে মেসি তাঁর বিজয় কেতন আকাশে মেলে ধরলেও ৪১ বছরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো সেই রকম করিশম্যা দেখাতে পারলেন না। দর্শেকেরা আশা করেছিল যে রোনাল্ডোর ঝড়ে উড়ে যাবে ডিআর কঙ্গো। কিন্তু রোনাল্ডো সমর্থকদের হতাশ করলেন স্বয়ং খেলোয়াড়। দুটো শট ছাড়া সারা মাঠে তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। ডিআর কঙ্গোর ফুটবল কৌশল ছিল স্পষ্ট। সব সময়ে আঠার মতো রোনাল্ডোর সঙ্গে লেগে থাকতে দেখা গিয়েছিল কঙ্গোর দুইজন ডিফেন্ডারকে। রোনাল্ডোর ওপরে ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছিল পর্তুগালের খেলোয়াড়েরা। সঠিক সময়ে কিন্তু তারা রানাল্ডোকে পাশে পায়নি। গোল মুখে সঠিক পাশ না পাওয়ায় পর্তুগাল কোনও সাড়া ফেলতে পারলো না ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

১৯৩৮ সালে ফ্রান্সে বিশ্বকাপের তৃতীয় আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং সেই সময়ে ইউরোপ ছিল যুদ্ধের ছায়ায় ও যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। অ্যাডলফ হিটলারের নাৎসি বাহিনী যখন তাদের সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল রাজনৈতিক বার্তা, ক্ষমতার লড়াই এবং নাৎসি শ্রেষ্ঠত্বের বিভ্রম তৈরির মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। নাৎসিদের দ্বারা অস্ট্রিয়া দখল। ১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ এক যুগান্তকারী মুহূর্ত আসে, যখন নাৎসি জার্মানি আনশ্লুস কার্যকর করে; অর্থাৎ অস্ট্রিয়াকে থার্ড রাইখের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। রাতা রাতি, বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী জাতীয় দল; অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত ভান্ডারটিম;একটি স্বাধীন দল হিসেবে তার অস্তিত্ব হারায়। মাসের শেষে, অস্ট্রিয়ান ফুটবল অ্যাসোসি য়েশন ফিফাকে জানায় যে তারা নিজেদের বিলুপ্ত করে দিয়েছে। অস্ট্রিয়ার ওয়ান্ডারটিমকে বিশ্বের অন্যতম সেরা দল এবং শিরোপা জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তিকরণের ফলে এর খেলোয়াড়রা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জার্মান জাতীয় দলের হয়ে খেলতে বাধ্য হয়েছিল। জার্মানির বিশ্বকাপ দলে নয়জন অস্ট্রিয়ান। ৪ঠা জুন যখন বিশ্বকাপ শুরু হয়, জার্মানি দলে অস্ট্রেয়ার নয় জন খেলোয়াড় ছিলেন ওয়াকারের ফরোয়ার্ড হানেমান, র‍্যাপিড ভিয়েনার গোলরক্ষক রুডলফ রাফটল এবং অস্ট্রিয়ার প্রাক্তন সতীর্থ হান্স মক;যাকে অধিনায়কের আর্মব্যান্ড দেওয়া হয়েছিল।

‘আত্মঘাতী বাঙালি’ থাকবে

শঙ্করলাল কর্মকার

আত্মঘাতী বাঙালি। নীরোদ সি চৌধুরী বলেন, অজ্ঞতা হল মহাপাপ আর হিন্দু জাতি গত বারোশো বছর ধরে এই পাপ করে চলেছে আর এই বারোশো বছর ধরে এই পাপ করেও এখনও সেই অজ্ঞতা কাটে নি। সেই অজ্ঞতার নাম ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা। হিন্দুরা কোনোদিন ভালো করে কোরানটাই পড়ে নি। তাই নির্বোধের মত সব ধর্ম সমান এই উন্মাদ বাণী আউরে গেছে আর

নিজেদের সংখ্যা শুধু হারিয়ে গেছে।

তুমি যদি হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাওড়ার ব্রিজ দেখতে দেখতে যাও তবে তোমার রাস্তায় দুর্ঘটনা তো হবেই। গাড়ীকে দোষ দিয়ে লাভ কি? ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ বিশ্ব জুড়ে বহু যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। তবু গর্দভ হিন্দু বিজ্ঞের মত (আসলে চূড়ান্ত অজ্ঞ) বলে সন্ত্রাসবাদীর কোন ধর্ম হয় না। মুসলমান যখন মন্দির ভাঙ্গে, বিগ্রহ ভাঙ্গে হিন্দুদের কচু কাটা করে হত্যা করে, হিন্দু নারী ধর্ষণ করে তখন এই গর্দভরা বলে এগুলো দুষ্কৃতির কাজ। কোন ধর্ম এমন কাজ করতে বলে না। এই সীমাহীন অচেতনতা সেই মহাপাপেরই ফল। মুসলমানদের একটা বড় গুণ আছে। এরা অকপট। এরা কোরানের নির্দেশে চলে। এরা দিনে পাঁচবার করে মাইকে চীৎকার করে বলে,আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তবু হিন্দু বলবে আল্লাহ ভগবান এক। কোন মুসলমান একথা বলে না। তবুও হিন্দু এই মিথ্যেটা বলেই আনন্দ পায়। তাহলে এখানে মুসলমানের দোষ কোথায়? এরা তো আল্লাহর কোন প্রতিশব্দও মানতে রাজী নয়। ঐ একটা আল্লাহ শব্দেই তাদের অটল আস্থা। কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী যারা মূর্তি পুজো করে অর্থাৎ আল্লাহর অংশী করে তারা অবিশ্বাসি কাফের এবং কাফেররা যদি ইসলাম কবুল না করে তাদের হত্যা করা আল্লাহর নির্দেশ। বিগ্রহ মূর্তি সব ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে। এটাই কোরানের নির্দেশ। স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ মক্কা দখল করার সময় কাবায় অবস্থিত তিনশো যাটটা দেবদেবীর মূর্তি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছিলেন। তাহলে এখন মুসলমানরা মূর্তি ভাঙলে আমরা চমকে উঠি কেন? এটাই হিন্দুর অজ্ঞতার মহাপাপ। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অন্যায় কাজ করে না। যা করে তা আল্লাহর প্রতি ইমান রেখেই করে। আল্লাহর প্রতি ষোলো আনা ইমান।

টাকা তছরূপের দায়ে গ্রেফতার পুরপ্রধান

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ জুন ঃ রাজ্যে পালা বদলের পর একাধিক পুরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর গ্রেপ্তার হলেও এই প্রথমবার মুর্শিদাবাদের কোনও পুরসভার চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের শতাব্দি প্রাচীন জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত ঘোষকে পুরসভার ভেতর থেকেই গ্রেপ্তার করে জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে উঠেছে। দেশ জোড়া জিয়াগঞ্জের শহরের খ্যাতি বিখ্যাত গায়ক অরিজিত সিং - এর বাসস্থান হিসেবে। আরিজিতকে একঝলক দেখার জন্য প্রতিবছর একদিকে যেমন তাঁর অসংখ্য গুনমুগ্ধ এই শহরে আসেন, তেমনই আমির খান থেকে শুরু করে একাধিক বলিউড এবং টলিউডের 'সেলিব্রিটি'কে দেখেছে এই শহর। বিশ্ববিখ্যাত গায়ক এড শিরানও জিয়াগঞ্জে এসে অরিজিতের সঙ্গে গানের শুটিং করে গেছেন। সেই শহরের পুরসভার চেয়ারম্যানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একাধিক দুর্নীতি ও পুরসভার আর্থিক অনিয়ম-সহ বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে এসেছে প্রসেনজিত ঘোষের। তাঁর বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির একাধিক অভিযোগও রয়েছে। সেই তদন্তেই বুধবার রাতে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন। আজই পুরসভার চেয়ারম্যানকে আদালতে পেশ করবে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে তাঁর পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হবে পুলিশের তরফে। এরপর তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে। পুরপ্রধানের গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ যখন প্রসেনজিত ঘোষকে গাড়িতে তুলছিল, তখন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ 'চোর চোর' স্লোগান দেন। কেউ কেউ পচা ডিমও ছোড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। অনেক স্থানীয় বাসিন্দা গ্রেপ্তারের ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভায় মোট ১৭টি ওয়ার্ড রয়েছে। গত পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ১৫টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করে। বাকি দু'টি ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী জয়ী হলেও পরবর্তীকালে তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। ফলে শতাব্দী প্রাচীন এই পুরসভার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে রয়েছে। প্রসেনজিত ঘোষ এই পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং বর্তমান চেয়ারম্যান হন। এর আগে একাধিক তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হলেও পুরসভার চেয়ারম্যান পর্যায়ের কাউকে গ্রেপ্তারের ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলায় এই প্রথম। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। গ্রেপ্তার হওয়া জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত ঘোষের বিরুদ্ধে কয়েকশো কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শুভেন্দু দাস। তিনি বলেন, পুরসভা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। পুরসভায় চলা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলির প্রত্যেকটি থেকেই তিনি কাটমানি নিয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেতে এলাকার বাসিন্দাদের ৬০ -৭০ হাজার টাকা করে কাটমানি দিতে হতো পুরপ্রধানকে। এছাড়া স্বচ্ছ ভারত মিশনে পুর এলাকায় নির্মিত সমস্ত শৌচালয়ের টেন্ডার একজনই পেয়েছেন। তিনি হলেন পুরপ্রধানের ঘনিষ্ঠ অপূর্ব মুখার্জি। শুভেন্দু দাস আরও বলেন, পুরসভার যে কোনও সরকারি কাজের টেন্ডার কোনওরকম বিজ্ঞাপন ছাড়াই পাস হয়ে যেত। এমনকি অমৃত যোজনার টাকা যাতে এলাকার মা- বোনেরা না পান, তার ব্যবস্থাও করেছিলেন পুরপ্রধান। কয়েক হাজার জমা দেওয়া ফর্ম এখনও পুরসভার ঘরে পড়ে রয়েছে, কোনও কাজ হয়নি। এছাড়া প্রাচীন শহর জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে। শুভেন্দু দাসের অভিযোগ, পুরপ্রধান ও তাঁর সহযোগীরা জাল দলিল তৈরি করে সেই সব দেবোত্তর সম্পত্তি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছেন। সবমিলিয়ে প্রসেনজিত ঘোষের বিরুদ্ধে কয়েকশো কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করেন বিজেপি যুব মোর্চার নেতা।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দ্বাদশ বর্ষে দেশব্যাপী উদ্‌যাপনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত পূর্ব রেল

কলকাতা, ১৮ জুন ঃ যোগ শুধুমাত্র একটি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য নয় এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য ভারতমাতার এক চিরন্তন উপহার, যা মন, শরীর এবং আত্মাকে নিখুঁত সামঞ্জস্যে একসূত্রে বেঁধে দেয়। আগামী ২১ জুনের কাউন্টডাউন শুরু হতেই, এই ঐতিহাসিক দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের জন্য দেশজুড়ে জোরদার প্রস্তুতি চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সুদূরপ্রসারী ভাবনার হাত ধরে-যিনি এই দেশব্যাপী শুভ সূচনায় নিজে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করবেন-যোগ আজ স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতার একটি বৈশ্বিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে। জাতীয় স্তরে আয়ুষ মন্ত্রকের নেতৃত্বে, এই বছরের গণ যোগ্যাভ্যাস অধিবেশনগুলি কমন যোগ প্রোটোকল -এর সুসংগত নির্দেশিকাগুলির ওপর ভিত্তি করে সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হবে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুস্থতার একক ছন্দে একত্রিত করবে। এই জাতীয় চেতনার সাথে সুর মিলিয়ে, পূর্ব রেল তার সমগ্র জোন জুড়ে এক অভূতপূর্ব ও মহা-আড়ম্বরপূর্ণভাবে এই দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মূল কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি পূর্ব রেলের সদর দফতরে আয়োজিত হবে, যেখানে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর অত্যন্ত মর্যাদার সাথে অংশগ্রহণ করবেন। এটিকে একটি বিশাল সফলতায় রূপ দিতে কোনো খামতি না রেখে, শিয়ালদহ, হাওড়া, মালদা এবং আসানসোল-এই চারটি প্রধান ডিভিশনের পাশাপাশি লিলুয়া, কাঁচরাপাড়া এবং জামালপুরের তিনটি প্রধান ওয়ার্কশপ হাব জুড়েও একযোগে এই মহা উদ্‌যাপন ছড়িয়ে পড়বে। সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররা পূর্ণ উৎসাহের সাথে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং

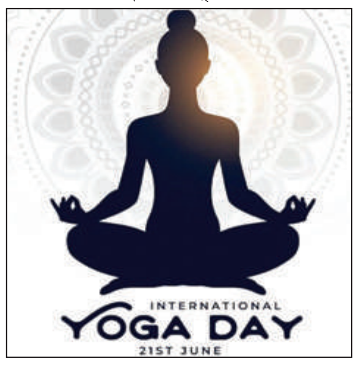

এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিকে নিয়োজিত করেছেন। এই ইভেন্টের পরিধি সত্যিই অতুলনীয়, যেখানে ৩,০০০-এরও বেশি উৎসাহী পূর্ব রেলের কর্মচারী এই মেগা-ড্রিলগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। জোনের সমস্ত প্রধান রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে জাঁকজমকপূর্ণ লাইভ যোগ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হবে। সর্বোচ্চ স্তরের নির্ভুলতা এবং খাঁটি অনুশীলন নিশ্চিত করতে, এই সর্বজনীন প্রদর্শনীগুলি যোগ শংসাপত্র বোর্ড দ্বারা প্রত্যয়িত পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত হবে, যা যাত্রী এবং কর্মী উভয়কেই এই জীবন পরিবর্তনকারী অনুশীলনটি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, যোগ হলো নিজের মাধ্যমে, নিজের অন্তরে, নিজের কাছে পৌঁছানোর এক পরম যাত্রা। আমাদের রেল পরিবার এবং সম্মানিত যাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য, সচেতনতা এবং নিবেদিত সেবার এক গভীর সংস্কৃতি গড়ে তুলে, আমাদের জোনের প্রতিটি কোণায় এই মহা উদ্‌যাপনের আয়োজন করতে পেরে পূর্ব রেল অত্যন্ত গর্বিত।

বিজ্ঞপ্তি

আমি রাজকুমার মালিক, পিতা- পরিতোষ মালিক, নিবাস - মহিষনালা, ডোমজুড়, হাওড়া- ৭১১৪০৫ । I-050407173/2022 (ADSR - ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল দ্বারা মহিষনালা মৌজায় J.L NO - 04, L.R -330 নং দাগের এবং ৬৫ ও ৫৬৮ নং খতিয়ানে ৪৪.৫৫ শতক সম্পত্তি বস্তু বিল্লু পাত্র (পিতা- বিল্লু পাত্র) এর পক্ষে আমমোক্তার (পাওয়ার নং ০৫০৪০৭০৫৮/২০২২, ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) শান্তি পাত্র (স্বামী - নীলমাধব পাত্র) এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছি। উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য B.L& L.R.O ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি। তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমি রমা সাঁতরা, স্বামী - নবকুমার সাঁতরা, নিবাস- ডোমজুড়, হাওড়া -৭১১৪০৫ । I-050404838/2025 (ADSR - ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল দ্বারা দক্ষিণপুর মৌজায় J.L NO-38, L.R-4321 নং দাগে এবং ২১১৬ নং খতিয়ানে ৩.১১৮৯ শতক সম্পত্তি স্বপন বাগ (পিতা - দেবেন্দ্রনাথ বাগ) এর পক্ষে আমমোক্তার (পাওয়ার নং ০৫০৪০৫১১৬/২০২১, ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) অন্তরা শাসমল (পিতা- বিশ্বনাথ শাসমল) এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছি। উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য B.L& L.R.O ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি। তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।

ভোট পরবর্তী হিংসায় গ্রেফতার রামপুরহাট পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ১৮ জুন ঃ ভোট পরবর্তী হিংসায় এবার গ্রেফতার হলেন রামপুরহাট পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর অষ্টম মণ্ডল। বুধবার রাত্রে বীরভূমের রামপুরহাট থানার পুলিশ তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা বিচারক পুলিশের আবেদনে চারদিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেয়েছে, ২০২২ সালে বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় রামপুরহাট পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন নির্মল কুমার মাল নামে এক কর্মী। তাঁর অভিযোগ, সে সময় অভিযুক্ত অষ্টম মণ্ডল ও তার লোকজন তাঁকে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিতে থাকে। নির্মল বলেন, প্রাণ বাঁচাতে আমি ভোটের আগে বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করেছিলাম। ভোটের দিন বাড়ি ফিরলেও আমাকে বুথের ধারে কাছে যেতে দেয়নি অষ্টম মণ্ডল ও তার লোকজন। এমনকি আমাকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারাল অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে মাটিতে ফেলে মারধর করে ছাপ্পা মেরে জয়ী হয়। দিন চারেক আগে ফের অষ্টম মণ্ডল লোকজন নিয়ে আমাকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে তাড়া করে। আমার চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে দুস্কৃতীরা পালিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার পুলিশ তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশ হেফাজতে চেয়ে আবেদন করে। তার বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ধারা ছাড়াও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ১০৯(১) ধারায় খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করা হয়েছে। সরকারি আইনজীবী সৌকত হাতি বলেন, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এবং বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেফাজত দিয়েছেন।

ডাকাত সন্দেহে গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১৮ জুন ঃ ভোটের পর থেকে রাজ্য জুড়ে ধারাবাহিকভাবে পুলিশের বিশেষ তৎপরতা বজায় রয়েছে। আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের টিমের তৎ পরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া এলাকা থেকে তিন যুবককে ডাকাতির আগেই গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতদের নাম- মইনুদ্দিন মন্ডল (৩৬), বাড়ি জয়নগর থানার ঢোসা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকায়। সফিকুল গাজি (২২) ও সাকাত গাজি (৩১), বাড়ি ক্যানিং থানার ভোলেয়া এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে ডাকাতির একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদেরকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ডিব্রুগড়ে টয়লেটের আধুনিকীকরণ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-০৯-২০২৬-২৭; তারিখ: ১৫-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** ডিবিডব্লিউএস -এ ১৫০টি এলএইচবি নন-এসি কোচের টয়লেটের আধুনিকীকরণ (আরএসপি পি.বি নম্বর ৩৬৯/২০২৫-২৬)। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৩,৯০,৬৩,৯৫৮/- টাকা @১৮% জিএসটি সহ; **বায়না মূল্য:** ২৭,৮১,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০৮-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং খোলার সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **০৮-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেয়ার এন্ড ইকুইপমেন্ট পক্ষে পার্টনারগন নিতীশ কুমার দে ও অন্যান্য চকপাড়া মৌজার হাল খতিয়ান- ১১০৭৫, ১১০৭৬, ১০৯৯০, ১১০৭৭, ১১০৭৮ হাল দাগ- ২৬২৫, ২৬২৬ দাগে ০৫ কাঠা ২৪ বর্গফুট জমি তানিয়া দাস, তিসা দাস, রীতব্রত দাস, সন্দীপ দাস, সুচিত্রা দাস, প্রসূন দাস, সন্ধ্যা দাস এর পক্ষে আমোক্তার রতন কুমার মুদি এর নিকট হইতে I - 050101613, I - 050101614 তাং 25.3.2026 D.S.R Howrah উক্ত আমোক্তারনামা দলিলে কারো কোন আপত্তি থাকলে B.L& L.R.O বালি জগাছা ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন।

বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের ১২২তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৮ জুন ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখা, বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের ১২২তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ১৭ জুন উদয় চাঁদ লাইব্রেরির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রবীণ ও নবীন ২১ জন সদস্যকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ড. রমেন সর। প্রধান অতিথি ছিলেন পৌরপতি ও শিক্ষাবিদ পরেশ চন্দ্র সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল এবং আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন কবি ও নাট্যকার ড. দেবেশ ঠাকুর। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক কাশীনাথ গাঙ্গুলী। বক্তারা সাহিত্য পরিষদের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং সাহিত্যচর্চার প্রসারে সংগঠনের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সম্পাদক কাশীনাথ গাঙ্গুলী ও কার্যকরী সভাপতিকে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। সাংস্কৃতিক পর্বে সমবেত ও একক সংগীতে অংশ নেন সাহিত্য পরিষদের শিল্পীরা। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলা এই অনুষ্ঠান শেষে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। দুই দিনের জন্মদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সাহিত্যপ্রেমীদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.Q.No.: UKM/PWD/001(e)/2026-27
Dated: 18.06.2026

1. Operation and Maintenance Regular Cleaning of Bhadrakali Shibtala 2 nos Electrical Crematorium through deployment of 3 Nos of Operators and 3 NosDoms. within Uttarpara-Kotrung Municipality for a period of 2 year. Bid Submission Closing Date: **06.07.2026.** For Details: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
Uttarpara-Kotrung Municipality

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of " Temporary Electrical Installation hiring of silent Diesel Generating sets, hanger light, fans, air conditioning machines etc at hanger for Governor, Chief Minister State minister and Central ministers of the VVIP venue at Baidyapur Ground of Tarakeswar, Hooghly for proposed Visit of Honorable VVIP."

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-68 of 2026-27
Bid submission closing date: 19/06/2026 upto 04.30 P.M.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Amta Hwy Sub-Div, P.W.(R).D invites online tenders for Pre-monsoon Patch repairing work of two different roads per work schedule vide- **WB/PWRD/AE/AHSD/NIT03/2026-27.** Tender ID : **2026_WBPWD_5015699_1/2.** Bid Submission Start Date (Online) : 20.06.2026 from11:15 Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 29.06.2026 up to 13:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/- AE/AMTAHSD/PWRD. ICA- T10556(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
Date Corrigendum to e-NIT NO. WBIW/EE-II/LDID/e-NIT-01/2026-27, Sl-02 and Sl-13

Please read: Last Date & time of Bid Submission is 25.06.2026up to 14:00 Hrs. **In Place of**: Last Date & time of Bid Submission was 17.06.2026 up to 10:00 AM Hrs. to 2:00 P.M. for Sl-02 & Sl-13. All other terms and condition of the said e-N.I.T. will remain unchanged. Sd/- Executive Engineer-II, Lower Damodar Irrigation Division ICA- T10490(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE

Name of work : "Electrical Installation work including SITC of AC Machine in the office of DMO, AYUSH in the premises of Bijoygarh S.G.Hospital, Jadavpur, Kolkata". Vide Tender ref. no.- WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-04/26-27 and Tender ID : 2026_WBPWD_5014948_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates : Last date of submission will be on 29/06/2026 up to 12:00 P.M. Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. ICA- T10555(1)/2026

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary Installation of CCTV Surveillance System with Live Feed Connectivity to the Special Control Room at Approach Roads, Parking Areas and Other Strategic Locations in connection with the visit of Hon'ble Prime Minister of India on 20.06.2026 at Baidyapur, Tarakeswar, District – Hooghly. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-15 of 2026-27**. Last date of submission of Quotation: **19.06.2026 up to 09:00 AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in).**

Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

GENERAL POWER OF ATTORNEY

We, Smt. Mithu Mukherjee W/o Tapash Mukherjee (2) Smt. Mitali Chatterjee W/o Subal Chatterjee, appointed as Attorney Goutam Banerjee s/o Late Sushil Banerjee for sold of Land 1 Katha 08 Chattak, at Mouja Chakpara, J.L.No.-111, R.S. Plot No.-1038, un Khatian No.-174, P.S-Liluah, District-Howrah, on 21/05/2002, Book No.-IV, Deed No.-283, registered before the A.D.S. R. Howrah, if there in any objection contact to BL&LRO at Bally Jagacha, Howrah, within 30 days from date of this Advertisement.

তিনসুকিয়া মণ্ডলে প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ

টেণ্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/২৯ অফ ২০২৬ তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** তিনসুকিয়া মণ্ডলেঃ এবিএসএস যোজনার সঙ্গে সম্পর্কিত তিনসুকিয়া প্রান্তের দিশায় দুলীয়াজানে ১২৫ মিটারেরে দ্বারা প্ল্যাটফর্ম-১, ভজো প্রান্তের দিশায় নাহরকটিয়ায় ৭৮ মিটারের দ্বারা প্ল্যাটফর্ম-২ এবং ভজো প্রান্তের দিশায় নামরূপে ১৩৫ মিটারের দ্বারা প্ল্যাটফর্ম- ১ এর সম্প্রসারণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪,৭২,৭৯,৬৬২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৯,৪৫,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০৭-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৬.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ০৮-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

E-Tender Notice

Online Bids are invited for the year 2025-26 from the bonafide contractors for Listed Work under **15th FC Fund** in respect of **NIT no. 234/SUSU/2026, Dated- 07/05/2026 and 252/SUSU/2026, 253/SUSU/2026, Dated-16.06.2026**. Last date of Paper Submission on **25/06/2026** for details information contact to the undersigned.

Sd/- Prodhan
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Corrigendum for Time Extension against eNIQ No. **WBPWD/SSKM(H,)ESD/NIQ-01 of 2026-27** vide this office memo no. 803 Dt. 04.06.2026; ID No. 2026_WBPWD_5014982_1. Last date of Submission-29.06.2026 upto 02:00 P.M. Sd/- A. Bera, Assistant Engineer, PWDte., SSKM(H.) Electrical Sub-Division. ICA- T10563(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/Ulu Hwy Sub-Div, P.W.R.D invites 1 No. of online tender for various works as per work schedule vide **e-NIT No.02 of 2026-2027/AE/ULHSD.** Tender ID : 2026_WBPWD_5015697_1 & 2026_WBPWD_5015697_2. Bid Submission Start Date (Online) : 19.06.2026 from 10:00 Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 29.06.2026 up to 15:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in **www.wbpwd.gov.in** Sd/- AE/ULHSD/PWRD. ICA- T10544(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION

Urgent Supply & Laying of Electrical cable from SubStation to Kitchen of Teesta Hostel' Building & allied wiring at N.S.A.T.I. for installation of electric cooking equipments. Tender No: WBPWD/AE/BESD-I/e-NIQ-08/26-27 & e-Tender ID No. **2026_WBPWD_5015678_1.** Document Download Closing Date-24.06.2026 upto 12:00 p.m. Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Sub-Division-I. ICA- T10547(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD QUOTATION NOTICE

A.E., Rampurhat Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Dte, Rampurhat, Birbhum invites online Quotation for the work of-NIEQ- 02 (Sl No. 01). Tender ID- Sl No 1) 2026_WBPWD_5015653_1. e N.I.Q. No. 02 (Sl No- 01) of 2026-27. Bid Submission start date (online) : 18.06.2026 from 2:00 p.m. Bid Submission closing date (online) : 29.06.2026 upto 2:00 p.m. Corrigendum if any will be published in the website only. Details of N.I.Q and Tender Documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Rampurhat Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Dte. ICA- T10546(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : NIQ No. **WBPWD/AE-HCESD/NIT-04/2026-27**; Tender ID : **2026_WBPWD_5015694_1.** Name of Work : **Supply and Delivery of different type of Fans for different purpose and places to be installed in the Campus of Hon'ble High Court at Kolkata.** Bid Submission End Date: 30/06/2026 upto 14-00 hrs. Website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn. ICA- T10545(1)/2026

পাবলিক নোটিশ

আমরা **মেসার্স কেএনডি ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিস লিমিটেড** (CIN No. U74210WB1982PLC034947)-যাদের নিবন্ধিত কার্যালয় ৭এ, হসপিটাল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত-তাদের মালিকানাধীন সেই সম্পত্তির স্বত্ব বা অধিকার যাচাই করছি, যা নিচে লিখিত 'প্রথম তফসিল'-এ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্বারা এমন সকল ব্যক্তিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে,'প্রথম তফসিল'-এ বর্ণিত সম্পত্তি বা তার কোনো অংশের (যার মধ্যে 'দ্বিতীয় তফসিল'-এ বর্ণিত শেয়ারসমূহও অন্তর্ভুক্ত) বিষয়ে যদি কারও কোনো অধিকার, স্বত্ব, দাবি, স্বার্থ বা চাহিদা থাকে-তা উত্তরাধিকার, উইল, বন্ধক, শেয়ার, বিক্রয়, হস্তান্তর, ইজারা, লিয়েন,চার্জ, ট্রাস্ট, ভরণপোষণ, ইজমেন্ট, দান, বিনিময়, দখল, ভা।।টিয়া-স্বত্ব, উপ-ইজারা, লাইসেন্স, ভোগ-দখলের অধিকার, অ্যাসাইনমেন্ট, উন্নয়ন-অধিকার, উন্নয়ন-অধিকার হস্তান্তর, উত্তরাধিকার-ক্রম, বিচারাধীন মামলা, ঋণ, অগ্রিম অর্থ, কোনো আদালত / ট্রাইব্যুনাল/ কর বা রাজস্ব বা বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ/ রায়/ ডিক্রি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, সমঝোতা বা অন্য কোনো উপায়ে উদ্ভূত হোক না কেন-তবে তা যেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **১৪ দিনের** মধ্যে আমাদের কার্যালয়ে (ঠিকানাঃ ৮, হামাম স্ট্রিট, ফোর্ট, মুম্বাই ৪০০ ০০১) প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ লিখিতভাবে জানানো হয়। অন্যথায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো দাবি থাকলে তা পরিত্যাগ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং তা আমাদের মক্কেলের ওপর কোনোভাবেই বাধ্যতামূলক বা প্রযোজ্য হবে না এবং এটি ধরে নেওয়া ও মেনে নেওয়া হবে যে, নিচে বর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বা শেয়ারের বিষয়ে এ ধরনের কোনো দাবি বা স্বার্থের অস্তিত্ব নেই।

মেসার্স কেএনডি ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিস লিমিটেড এতদ্বারা ঘোষণা ও বিবৃতি প্রদান করছে যে, নিচে বর্ণিত 'প্রথম তফসিল'-এ উল্লিখিত সম্পত্তির বিষয়ে বাচু সোলি দুবাশ এবং কে.এন. দাদিনা (ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ার্স)-এর মধ্যে ২৩ নভেম্বর ১৯৮৪ তারিখে সম্পাদিত মূল চুক্তিপত্রটি হারিয়ে বা স্থানচ্যুত হয়ে গেছে এবং যথাযথ ও নিবিড় অনুসন্ধান সত্ত্বেও তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আরও ঘোষণা করা হচ্ছে যে, উক্ত চুক্তিপত্রটি এমনভাবে জমা রাখা বা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করা হয়নি যার ফলে 'প্রথম তফসিল'-এ উল্লিখিত সম্পত্তির ওপর কোনো বন্ধক, দাবি বা অধিকারের দাবি, দায়ভার বা অন্য কোনো স্বত্ব কোনো ব্যক্তির অনুকূলে সৃষ্টি হতে পারে। ২৩ নভেম্বর ১৯৮৪ তারিখের উক্ত মূল চুক্তিপত্রটি যদি কারও কাছে থেকে থাকে, তবে তাকে আমাদের উল্লিখিত ঠিকানায় তা ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উপরে উল্লিখিত
প্রথম তফসিল

মুম্বাইয়ের ফোর্ট এলাকার ২২এ-২৬এ, কে. দুবাশ মার্গ (পূর্বনাম র‍্যাম্পার্ট রোড)-এ অবস্থিত 'র‍্যাম্পার্ট প্রিমিসেস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'-এর মালিকানাধীন 'র‍্যাম্পার্ট হাউস' ভবনের ষষ্ঠ তলায় অবস্থিত ৬এ নম্বর প্রাঙ্গণ, যার আয়তন (বিল্ট-আপ এরিয়া) প্রায় ৯১০ বর্গফুট এবং যা ফোর্ট ডিভিশনের ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে নং ১৩৭ (আংশিক)-এর অন্তর্ভুক্ত।

১৯ জুন, ২০২৬।

মানেকশা অ্যান্ড শেঠনা
অ্যাডভোকেটস অ্যান্ড সলিসিটরস,
৮, হামাম স্ট্রিট, ফোর্ট,
মুম্বাই ৪০০ ০০১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, B.M.C. Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites online e-Tender for the work of "Electrical Installation Work for 02(Two) Nos. Lift at Newly Constructed (G+7) Building Under the Main Campus of BMC&H,Purba Bardhaman." eNIQ/eNIT No.: WBPWD/AE/BMCESD/NIeT-14/25-26 (2nd Call) Tender ID: 2026_WBPWD_5015628_1. Bid submission start date(online): 16.06.2026 from 05:00 P.M. onwards Bid submission closing date (online): 30.06.2026 up to 11:00 A.M Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeQ/NIeT and Tender documents may be downloaded from: http://wbpwd.gov.in and https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte. B.M.C. Electrical Sub-Division. ICA- T10535(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION & WATERWAYS DIRECTORATE
Notice Inviting Tender No. WBIW/EE/SDD/
e-NIT-03/2026-27

On behalf of the Governor of West Bengal, tender is invited by the undersigned for Sub-soil investigation for proposed R.C.C Bridge over Kantakhali Main Khal (Ch. 324.00) at GP-Bhataria, P.S-Falta, Block-Falta, Dist-South 24 Pgs. under Suburban Drainage Sub-Division No.-III of Suburban Drainage Division amounting to **Rs.1,32,575.00.** Last date of application online is **29.06.2026 at 14:00 hrs.** Other details may be seen in the websites https://iwd.wb.gov.in/, wbtenders.gov.in and in the notice board of the office of the undersigned.

Sd/- Executive Engineer
Suburban Drainage Division ICA- T10488(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from Resourceful Bonafide Contractors by the Assistant Engineer, PWD, Burdwan Sub Division for the N.I.eT No. **05/ of 2026-2027, for five number works. Tender ID :** 2026_WBPWD_5015624_1, 2026_WBPWD_5015624_2, 2026_WBPWD_5015624_3, 2026_WBPWD_5015624_4 & 2026_WBPWD_5015624_5. Bid Submission Start Date (Online) : 16.06.2026 from 5:30 P.M. Bid Submission Closing Date (Online) : 25.06.2026 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the website: **www.tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Burdwan Sub-Division. ICA- T10567(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD/eNIT01/26-27
(Tender ID : 2026_WBPWD_5015119_1)

Last dates of Document download and Bid submission are extended due to insufficient number of bids submitted, by the Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division for the following works : Name of Work :- Modification & Alteration of X-Ray rooms at Joynagar-Kultali RH, Kultali block in the district of South 24 Parganas Electrical Works. Bid Submission end : 27.06.2026 up to 12:00 P.M. Bid opening Date: 29.06.2026 after 12:00 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division, Govt. of West Bengal. ICA- T10552(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/Ulu Hwy Sub-Div, P.W.R.D invites 1 No. of online tender for various works as per work schedule vide **e-NIT No.01 of 2026-2027/AE/ULHSD.** Tender ID : **2026_WBPWD_5015642_1 & 2026_WBPWD_5015642_2 & 2026_WBPWD_5015642_3 & 2026_WBPWD_5015642_4 & 2026_WBPWD_5015642_5.** Bid Submission Start Date (Online) : 18.06.2026 from 10:00 Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 29.06.2026 up to 15:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in **www.wbpwd.gov.in** Sd/- AE/ULHSD/PWRD. ICA- T10565(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-NIT No. 02 (Sl 1) of 2026-27 of EE/NHD-I, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for- 1) Tender ID-2026_WBPWD_5014620_1. Bid submission start date (online)-28/05/2026 from 9:00 A.M. Bid submission closing date (online)-25/06/2026 upto 1:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- EE/Nadia Hway Div.-I. ICA- T10570(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

1st Corrigendum against NIeT No. 01 of 2026-27 of SE, SWC, SS, PWDte. Tender Reference No. WBPWD/SS/SE/SWC/NIT_01/2026_27, Tender ID - 2026_WBPWD_5014399_1. Name of the Work: Urgent Repair and Replacement of false ceiling and others related Works of Rabindra Bhawan, Bankura in the District of Bankura (Civil Part). Due to administrative reason following changes has been made, the last date of downloading and submission of tender documents for the above mentioned work is hereby changed to 14:00 Hrs. on 23-06-2026 in place of 14:00 Hrs. on 16-06-2026 and Technical Bid Opening date is changed to 14:30 Hrs. on 25-06-2026 in place of 14:30 Hrs. on 18-06-2026. Other terms & condition of the said NIeT will remain unchanged. Sd/- Sr. Superintending Engineer, South Western Circle, Social Sector, P.W.Dte. ICA- T10537(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
CORRIGENDUM

All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 30/06/26 upto 12:00 Noon instead of 17/06/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 02/07/26 at 12:00 Noon instead of 19/06/26 at 12:00 Noon for "AMC of Fire Detection System installed at dift. Bldgs. in the campus of Chittaranjan Seva Sadan College of Obstetrics Gynecology & Child Health, Kolkata under SKHESD-II, P.W.Dte." vide Tender ID-2026_**WBPWD_5015061_1** invited by the E.E.-II, KSHED, PW Dte. All documents can be seen/obtained from the websites-**tenders.wb.gov.in** and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte. ICA- T10574(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER

Assistant Engineer, PWD, Berhampore Sub-Division No. I invites e-Tender No. eNIT 08 of 2026-2027 of AE/BSD-I/PWD for the work "Cleaning of road side drain in different stretches at BKS road under Berhampore Division No.I P.W.D During the year 2026-27". All documents can be seen/obtained from the websites **http://tenders.wb.gov.in** and **http://wbpwd.gov.in** Bid submission start date is 23.06.2026 and Bid submission end date is 30.06.2026. Tender ID : 2026_WBPWD_5015652_1. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Berhampore Sub-Division No.-I. ICA- T10553(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
N.I.T. NO. WBPWD/AE/BSD-II/SS/NIT_02e/2026-2027

A.E., Social Sector, P.W.Dte., Burdwan Sub-Division-II, invites e-tender for the works published in the website https://tenders.wb.gov.in Ref:- e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015440_1 to 2026_WBPWD_5015440_5. Document download/sale start date (online) 18.06.2026, 03:30 P.M. Bid submission end date 03.07.2026, 11:30 A.M. Sd/- Assistant Engineer, Burdwan Sub-Division-II, Social Sector, P.W.Dte. ICA- T10583(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Rakesh Mitra,** Father's Name - **Kusanta Mitra**, of Vill - Netaji Nagar, PO - Gangasagar, PS- Madhyamgram, Dist - North 24 Pgs, who has been missing Since 07.06.2026, at about 12.00hrs, Residence under Madhyamgram PS, Description of this missing person is: **Age -** 9 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** -3 Feet 6 Inch, **Wearing** - Blue T Shirt and Jeans Pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120

ICA- D922(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

শিশুটির বিবরণ

নাম: বিশ্বজিত দাস, **জন্ম:** ১৮.০৯.২০১৫, **লিঙ্গ:**পুরুষ, **প্রাপ্তির দিন:** ২৫.০৫.২০২৬, **বর্তমান অবস্থান:** আশীর্বাদ বয়েজ হোম, হোপ কলকাতা ফাউন্ডেশন, ৫৩, উদয় শঙ্কর সরণি, কলকাতা-৭০০০৩৩, **উচ্চতা:** ১৩৭.৫ সে.মি. ; **গায়ের রং:** বাদামী, **পরনের পোশাক:** নীল হাফ হাতা জামার সাথে কালো প্যান্ট, **থানা ও তারিখ সহ জি.ডি.ই. নম্বর: থানা:** নেতাজি নগর ; **জি.ডি.ই. নম্বর:** ১৫৬২ ; **তারিখ:** ২৫.০৫.২০২৬। **যোগাযোগের বিশদ বিবরণ:** ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশান ইউনিট, কলকাতা, **ঠিকানা:** শুভান্ন বিল্ডিং (সপ্তম তল), ডি. এফ.-৯, সেক্টর -১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪

আইসিএ-ডি ৯১৮ (৩)/২০২৬

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 25.05.2026, at about 07.45 hrs, Lying at PF No. 07 at KM 39/22A-39/22, Description of this dead body is: **Age-** 50 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 4 Inch (Approx), **Build**- Medium, **Hair**-Black & White, **Wearing**- Black and white printed full shirt ash full pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D925(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of missing person **Mukesh Sharma, Son of Ram Parvesh Sharma** of 3, Canal West Road, PS- Narkeldanga, Kolkata - 700015, who has been missing since **27.05.2026** from his residence. **Description of this missing person is: Age** – 26 Years, **Height** – 5'4", **Complexion** – Fair, **Built** – Medium, **Wearing** – Sky Colour T-Shirt and Cream Colour Half Pant, **Identification Mark** – A Cut Mark on Face, **Peculiarity if any** – Mental Problem, please inform whereabouts of the missing person, contact to the O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata - 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710). ICA- D926(3)/2026

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia.

E-auction of Nabadwip-Swarupganj, Nabadwip-Hulorghat & Hulorghat-Swarupganj Ferry Ghat (3rd Call) are invited vide memo no. 1195/NZP, dated. 16/06/2026 by the undersigned. The details of the scheduled are as follows :

Sl No	Events	Dates	Time
1	Publishing date & time	16.06.2026	04:30 PM
2	Documents submission / Payment start date & time	16.06.2026	05:00 PM
3	Documents submission/Payments end date	15.07.2026	04:00 PM
4	Documents / Payment approval start date	16.07.2026	11:00 AM
5	Documents / Payment approval end date	21.07.2026	05:00 PM
6	Auction start date & time	22.07.2026	11:30 AM
7	Auction end date & time	22.07.2026	03:00 PM

Please see the website: **www.nadiazillaparishad.in** or contact to this office.

Sd/-
Secretary
Nadia Zilla Parishad.

Memo. No. 136(2)/DICO/N/Advt.26

KUSHMORE-II GRAM PANCHAYAT
Under Murarai-II Development Block
Paikar Birbhum

NIT- WBBIR/MRR-II/01/K-IIGP/2026-27, (2nd Call) Date-16/06/2026 Scheme Name: Construction of Cause Way (1400 mm dia hume pipe) at Karamjee Kandor with hume pipe under Kushmore-II GP For further Instruction Visit to website: https://wbtenders.gov.in

Prodhan
Kushmore-II GP
Kushmore, Birbhum

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Statutory Body under Micro Small Medium Enterprises & Textile Department
12, Binoy-Badal-Dinesh (B.B.D.) Bagh, Kolkata – 700 001
Website : wbkvib.org.in /Web Portal : banglarkhadi.in
e-mail : ceowbkvib@gmail.com
Notice Inviting e-Tender

Tender Reference No. eNIT-012_ENG-78_2026-27. Name of Work : Emergent Roof Treatment Work by APP in District Office cum Production Center of Murshidabad District with Allied Work under WBKVIB during the year 2026-27. **Estimated Value :** ₹ 4,77,325.00. Including All Taxes & LWS. **Bid Submission Start Date :** Tuesday, 16 June 2026 From 18:00 hrs. **Bid Submission Close Date :** Tuesday, 30 June 2026 Up to 11:00 hrs. For all details and online tender submission visit = Website : **wbkvib.org.in** Sd/- Chief Executive Officer W.B. Khadi & V.I. Board. ICA- T10459(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
O/O The SeniorSuperintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani,Midnapur-721101
NOTICE INVITING E-QUOTATION

Notice Inviting e-Quotation No.- WBPWD/SSE/SWEC/NIQ14/2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5015679_1, Last date of submission of bid:- 27.06.2026 upto 03:55 P.M. Name Of Work :- Special EI work at Labour Department at New Administrative Building (4th floor), Jhargram & Notice Inviting e-Quotation No.- WBPWD/SSE/SWEC/NIQ15/2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5015681_1, Last date of submission of bid:- 27.06.2026 up to 03:55 P.M. Name Of Work :- Installation of new service connection of power supply at ADF, Jhargram and CEO, FFDA, Jhargram. Further details can be seen in the above-mentioned office during working hours or in Official Website: www.pwdwb.gov.in For all details and online tender submission visit **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- S.K.Biswas, Sr. SE, SWEC, PWDte. ICA- T10549(1)/2026

অফবিট

আইফোনের ব্যবহারেই বিশ্বজুড়ে জন্মহার তলানিতে! চিন্তা বাড়াচ্ছে আধুনিক যুগের এই ‘বার্থ কন্ট্রোল’

পি. ঘোষ

ইতিহাস বলে, কোনও দেশ বা সমাজের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত হয়, সেখানে জন্মহার তত কমে - এটা চেনা সামাজিক নিয়ম। কিন্তু গত দুই দশকে বিশ্বজুড়ে এমন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে, যা দেখে চোখ কপালে উঠেছে গবেষকদের। ২০০৭ সালের পর থেকে দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রান্তেই জন্মহার একই গতিতে থিতিয়ে পড়ছে। কিন্তু কেন? কোনও বিশ্বজোড়া মহামারি বা যুদ্ধ ছাড়াই কীভাবে এমনটা সম্ভব? সাম্প্রতিক দুটি চাঞ্চল্যকর গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কেউ নয়, আপনার হাতের ওই ‘আইফোন’! গবেষকদের মতে, স্মার্টফোন যেন অজান্তেই এক মস্ত ব। জন্মনিরোধক বা বার্থ কন্ট্রোল ডিভাইস হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়টা ঠিক কী? কী বলছে গবেষণা? আমেরিকার ‘ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইকোনমিক রিসার্চ’-এর প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে দেখা গেছে, ১৯৮০ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় সাধারণ জন্মহার মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। প্রতি ১,০০০ জন মহিলার থেকে জন্ম হত ৬৫ থেকে ৭০টি শিশুর। কিন্তু ২০০৭ সালের পর থেকেই এই গ্রাফে আচমকা ধস নামে। ২০২৪ সালের মধ্যে এই হার নেমে এসেছে মাত্র ৫৪-তে! অর্থাৎ, মাত্র ১৭ বছরে জন্মহার কমেছে প্রায় ২২ শতাংশ। অবশ্য, জন্মহার কমার পেছনে আইফোনের ঠিক কতটা ভূমিকা রয়েছে, তা মেপে দেখাটা বেশ জটিল। কারণ এই সময়ের মধ্যে ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মতো বড় ঘটনাও ঘটেছিল। তবে গবেষকরা ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ের মার্কিন ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন কারণ, সেই সময়ে আমেরিকায় আইফোন একচেটিয়াভাবে কেবল মাত্র ‘AT&T’ মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই পাওয়া যেত। আর এই সুযোগটিই গবেষণার মূল হাতিয়ার।

• যেখানে আইফোনের নেটওয়ার্ক বেশি, সেখানেই কমছে জন্মহার!

২০০৭ সালের জুন মাসে বাজারে আসার পর থেকে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আইফোন ছিল পুরোপুরি ‘AT&T’ নেটওয়ার্ক নির্ভর। এর অর্থ, আমেরিকার কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় আইফোনের চল কতটা থাকবে, তা নির্ভর করত সেখানে AT&T-র ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক কতটা শক্তিশালী, তার ওপর। গবেষকরা এটিকে একটি ‘প্রাকৃতিক’ পরীক্ষা’ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। তাঁরা এমন কিছু কাউন্টি বা এলাকাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করেন, যেখানে AT&T-র নেটওয়ার্ক সর্বত্র ছিল, বনাম এমন এলাকা যেখানে এই নেটওয়ার্ক প্রায় ছিলই না। ফলাফল

যা এল, তা চমকে দেওয়ার মতো!

• কিছু পরিসংখ্যান দিলে এ তথ্য বোঝা একটু সহজ হতে পারে

দেখা গেল, যেসব এলাকায় আইফোনের অবাধ অ্যাক্সেস ছিল, সেখানে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে মা হওয়ার হার ৪.৫ থেকে ৮ শতাংশ কমে গেছে। অন্যদিকে, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি মহিলাদের ক্ষেত্রে এই জন্মহার কমেছে ৩.২ থেকে ৬.৬ শতাংশ। সব মিলিয়ে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সি মার্কিন মহিলাদের সামগ্রিক জন্মহার হ্রাসের পেছনে ৩৩ থেকে ৫২ শতাংশ দায় ছিল শুধু আইফোনেরই! পরিসংখ্যান আরও বলছে, ২০০৭ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সিদের মধ্যে জন্মহার কমেছে রেকর্ড ৭০ শতাংশ এবং ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সিদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ। অথচ, ৩০ থেকে ৩৪ বছর বয়সিদের মধ্যে এই পতন ছিল মাত্র ৭ শতাংশ। উল্টে ৩৫ থেকে ৩৯ বছর বয়সি মহিলাদের ক্ষেত্রে সন্তান জন্ম দেওয়ার হার ১৪ শতাংশ বেড়েছে। নেটওয়ার্কের প্রভাব কতটা স্পষ্ট, তা এই তথ্য থেকেই পরিষ্কার যে, কাউন্টিতে AT&T-র কোনও কভারেজ ছিল না, সেখানে কিশোরীদের মা হওয়ার হার কমেছে ১৩.৮ শতাংশ। যেখানে আংশিক কভারেজ ছিল, সেখানে কমেছে ১৮.৯ শতাংশ। আর যেখানে নেটওয়ার্ক ছিল সবচেয়ে জোরালো, সেখানে কিশোরীদের সন্তান প্রসবের হার এক ধাক্কায় ২৬ শতাংশ কমে গেছে!

• কিন্তু আইফোন কীভাবে জন্মহারে থাবা বসাল?

গবেষকদের মতে, আইফোন হয়তো একমাত্র কারণ নয়, তবে এটিই সবচেয়ে ব। অনুঘটক। এর পেছনে কিছু মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণ রয়েছেঃ

বাস্তব জীবনের দূরত্ব ও শারীরিক সম্পর্কের অভাব। আইফোন এবং অন্যান্য আধুনিক স্মার্টফোন যত জনপ্রিয় হয়েছে, মানুষ বাস্তব জগতে বন্ধুদের সঙ্গে সশরীরে সময় কাটানো তত কমিয়ে দিয়েছে। ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শারীরিক বা যৌন মিলনের প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে।

পর্নোগ্রাফির জোয়ার। মানুষ এখন বাস্তবের চেয়ে ভার্চুয়াল দুনিয়ায় বেশি বুঁদ। গবেষণায় পর্নোগ্রাফির অতিরিক্ত ব্যবহারকে যৌন মিলনের ‘বিকল্প’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা গেছে, এই গবেষণা চলাকালীন গুগলে ‘পর্ন’ লিখে সার্চের প্রবণতা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জেনারেল সোশ্যাল সার্ভে’ অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ২৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের মধ্যে গত এক বছরে নীল ছবি বা প্রাপ্তবয়স্ক সিনেমা দেখার হার প্রতিটা বয়সভিত্তিক গ্রুপেই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি। আইফোনের সৌজন্যে তরুণ প্রজন্মের কাছে গর্ভধারণ এড়ানোর নানা উপায়, যেমন - গর্ভনিরোধক ওষুধ বা গর্ভপাত সংক্রান্ত তথ্য অনেক সহজে পৌঁছে গেছে। ফলে অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ রুখে দেওয়া সহজ হয়েছে।

• শুধু আমেরিকা নয়, এটি একটি বিশ্বব্যাপী ‘টেকনোলজি শক’

একই লাইনে দাঁড়িয়ে ‘ইউনিভার্সিটি অফ সিনসিনাটি’-র অর্থনীতিবিদরা বিশ্বব্যাংকের তথ্য ব্যবহার করে বিশ্বের ১২৮টি দেশের স্মার্টফোন ব্যবহার এবং কিশোরীদের জন্মহারের ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। সেখানে দেখা গেছে, যেসব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সরকারি কল্যাণমূলক নীতি, গর্ভপাত আইন, ধর্মীয় ঐতিহ্য, আর্থিক মন্দা বা জনসংখ্যার ট্রেন্ড সম্পূর্ণ আলাদা - তারাও ঠিক একই সময়ে এসে এই একই ধরনের জন্মহার হ্রাসের মুখোমুখি হয়েছে। গবেষকরা লিখেছেন, ‘‘যে কারণেই এটি ঘটুক না কেন, তা ছিল সম্পূর্ণ বিশ্বজনীন। এমন কিছু, যা প্রায় একই সময়ে, একই রূপে বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে এসে হাজির হয়েছিল।’’ বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত, এটি আসলে একটি ‘কমন গ্লোবাল টেকনোলজি শক’ বা প্রযুক্তির বিশ্বব্যাপী মস্ত বড় ধাক্কা। ইরান, কোস্টা রিকা, গুয়াতেমালা, চিলি, মেক্সিকো এবং তুরস্কের মতো দেশে যখনই স্মার্টফোন আমজনতার হাতে হাতে পৌঁছে গেছে, তখনই কিশোরীদের মা হওয়ার হার দ্রুত কমতে শুরু করেছে। এই তত্ত্বটি পরীক্ষা করতে গবেষকরা আমেরিকার তারযুক্ত ব্রডব্যান্ড এবং ৪জি মোবাইল নেটওয়ার্কের ডেটাও খতিয়ে দেখেন। সেখানেও দেখা গেছে, যেসব কাউন্টিতে হাই-স্পিড ইন্টারনেটের সুবিধা যত ভাল ছিল, সেখানে কিশোরীদের গর্ভধারণের হার তত দ্রুত গতিতে কমেছে। এই গবেষণায় আরও একটি মারাত্মক তথ্য উঠে এসেছে। ২০০৩ সালে মানুষ দিনে গড়ে যেখানে ৬৮ মিনিট বন্ধুদের সঙ্গে সামনাসামনি আড্ডা বা যোগাযোগে কাটাত, ২০১৯ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৮ মিনিটে, অর্থাৎ বাস্তব সামাজিকতায় প্রায় ৪৪ শতাংশ পতন! উল্টোদিকে, কম্পিউটারের পর্দায় মানুষের কাটানো সময় দিনে ২২ মিনিট থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৬ মিনিট, যা প্রায় ৩৩৬ শতাংশের এক অবিশ্বাস্য লাফ!

• বিশ্বজুড়ে কমছে জনসংখ্যা, ঘুম উড়ছে রাষ্ট্রনেতাদের

দুই গবেষণাই মেনে নিয়েছে যে, জন্মহার কমার পেছনে শুধু আইফোনকে দায়ী করলে ভুল হবে, আরও অনেক সামাজিক অনীহাও জড়িয়ে রয়েছে। তবে এই রিপোর্ট এমন এক সময়ে এল, যখন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় সব দেশই জনসংখ্যা সঙ্কটে ভুগছে। আমেরিকার জন্মহার এখন সর্বকালের সর্বনিম্ন। অন্যদিকে ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কানাডায় প্রতি মহিলার বিপরীতে সন্তান জন্ম দেওয়ার হার নেমে এসেছে ১.২৫-এ, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ১.৩০ থ্রেশহোল্ড বা সীমার নিচে। একই সংকটে ধুঁকছে জাপান, স্পেন বা সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলো। এশিয়ার প্রথম সারির অর্থনীতিগুলো এখন জনসংখ্যা সংকুচিত হওয়ার ভয়ে কাঁপছে। চীন ২০১৬ সালেই তাদের বহু পুরনো ‘এক সন্তান নীতি’ তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া দম্পতিদের সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে বিপুল টাকা বা ভর্তুকি ঘোষণা করেও কোনও সুফল পাচ্ছে না। সাব-সাহারান আফ্রিকার মতো কিছু অত্যন্ত দরিদ্র দেশে এখনও জন্মহার চড়া হলেও, ভারত বা ব্রাজিলের মতো মধ্যম আয়ের দেশগুলিতেও এখন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কমছে ফার্টিলিটি রেট। এই সব কিছুর পেছনেই নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে হাতের ওই স্মার্টফোন, যা মানুষের জীবনের সবটুকু মনোযোগ কেড়ে নিয়ে কোণঠাসা করে দিচ্ছে বাস্তব জীবনের সম্পর্ককে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটি’র সভা আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ ১৭ই জুন, ২০২৬ তারিখে কলকাতায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার জৈনের সভাপতিত্বে জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটি-র ১০৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জেআরইউসিসি সভায় মাননীয় সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারেঙ্গি, সাংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো এবং অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে জেআরইউসিসি-এর ২৪ জন সদস্য সভায় অংশ নেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার জৈন সদস্যদের কাছে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সাম্প্রতিক সাফল্য ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি যাত্রী-সুবিধা বৃদ্ধি, নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ‘অমৃত স্টেশন প্রকল্প’-এর আওতায় স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণ বা উন্নয়নের মতো বিভিন্ন উদ্যোগের

কথা উল্লেখ করেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের গৃহীত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলির প্রশংসা করার পাশাপাশি, সদস্যরা ট্রেন পরিষেবা, যাত্রী-সুবিধা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতির জন্য তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। সদস্যদের পরামর্শ ও দাবির মধ্যে ছিল ট্রেন পরিষেবায় সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা, ট্রেনের যাত্রাপথ সম্প্রসারণ, অতিরিক্ত স্টপেজ বা যাত্রাবিরতির ব্যবস্থা করা, ট্রেনের সংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি এবং নতুন হল্ট স্টেশন নির্মাণ ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁরা স্টেশনগুলিতে লিফট, এসকেলেটর, শৌচাগার, প্ল্যাটফর্ম শেড এবং যাত্রীদের জন্য র‍্যাম্পের মতো আরও বেশি যাত্রী-সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন তাঁর বক্তব্যে জানান যে, মাননীয় সদস্যদের পরামর্শ ও দাবিগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। রেলওয়ের প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তিনি আলোচনা করেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও তাঁরা তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত প্রধান বিভাগীয় আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সামনে একটা ট্রাক, পিছনে একটা ট্রাক, গাড়িতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারা হল বিজেপি নেতাকে!

সংবাদ সংস্থা, রায়পুর, ১৮ জুনঃ ভয়ঙ্কর। দীর্ঘদিনের ঝামেলায় ভয়ঙ্কর পরিণতি হল বিজেপি নেতার। দুটি ট্রাকের মাঝে আটকে দেওয়া হয়েছিল গাড়ি, তারপর সেই গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। গাড়ির ভিতরেই পুড়ে মৃত্যু হল বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট ভরত সিংয়ের। তাঁর সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন আরও দুইজন। তাঁদের মৃত্যু হয়েছে গাড়ির ভিতরে আগুনে পুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তীসগঢ়ের কোরিয়া জেলায়। বুধবার রাতে ওই বিজেপি নেতাকে ডাকা হয়েছিল বালি উত্তোলন নিয়ে ঝামেলা মেটাতে। তবে পরিবারের দাবি, আসলে সেটা ফাঁদ ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই সোনহাত, কৈলাশপুর. তেলিমুড়া, বেলিয়া ও চিনগুড়ায় বালি তোলা নিয়ে ঝামেলা ছিল। বিগত কয়েক মাস ধরে ভরত সিংয়ের গোষ্ঠী ও আরেক বিজেপি নেতা মনোজ ত্রিপাঠীর গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছিল। সূত্রের খবর, ত্রিপাঠীর পরিবারের অনেকগুলি ট্রাক আছে, যেগুলি বালি নিয়ে যেত। বালি খাদানে কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং টাকার ভাগ কে, কত পাবে, তা নিয়েই বিরোধ চলছিল। বুধবার রাতে ভরত সিংকে যখন ঝামেলা মেটানোর জন্য টাকা হয়েছিল, তিনি ফরচুনার গাড়ি নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছতেই তাঁর গাড়ির সামনে ও পিছনে ট্রাক দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে গাড়ি ভিতরে থাকা বিজেপি নেতা ও তাঁর দুই সঙ্গী পুড়ে মারা যান। ময়ঙ্ক সিং নামক আরও একজন গুরুতর আহত। তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। পুলিশ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আক্ষত ত্রিপাঠী, বিশাল ত্রিপাঠী, সত্য প্রকাশ ত্রিপাঠী ও মন্নু ত্রিপাঠীকে গ্রেফতার করেছে। নয়জনের বিরুদ্ধে খুন ও খুনের চেষ্টার মামলা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভরত সিং আগে কংগ্রেস করতেন। ভূপেশ বাঘেল সরকারের আমলে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। যথেষ্ট প্রভাবশালী নেতা ছিলেন তিনি। নীল বাতির গাড়ি নিয়ে ঘুরতেন। মৃতের পরিবার সিবিআই তদন্তের দাবি করেছে।

বিধানসভায় আলাদা ঘর

...১ পাতার পর

চলাকালীনই মুখ্যমন্ত্রী পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষকে ডেকে নেন। ‘কালীঘাট তৃণমূল’ শিবিরের বিধায়কদের জন্য অবিলম্বে একটি আলাদা বসার ঘরের বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেন তিনি। একই সঙ্গে পরিষদীয় মন্ত্রীকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অধিবেশন চলাকালীন এই বিধায়কদের জন্য যেন আলাদা সময় বরাদ্দ করা হয়। সব মিলিয়ে এদিনের আলোচনা যে অত্যন্ত সদর্থক হয়েছে, তা দুই নেতাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। রাজ্যে সদ্য তৈরি হওয়া নতুন সরকারকে কাজ করার জন্য কিছুটা সময় দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তবে এই মুহূর্তের অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা ‘হকার উচ্ছেদ’ নিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁরা সরব হয়েছেন এবং বিষয়টি খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেও জানিয়েছেন। কুণাল ঘোষের বক্তব্য, ‘‘একটা সরকারকে একটু সময় দেওয়া উচিত। তবে হকার ইস্যুতে আমরা আলোচনা করব। মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানিয়েছি। তিনি বলেছেন, রাজ্য সরকার আর বুলডোজার চালাবে না। এই বিষয়ে রেলের সঙ্গে সরকার কমিউনিকেট করবে।’’

রাজ্য জয়েন্ট

...১ পাতার পর

কাউন্সেলিং শুরু করার চেষ্টা চলছে। অবশ্যই কিছু প্রক্রিয়া থাকে, সেগুলি মেনেই কাজ হবে। তবে সব ঠিক থাকলে চলতি মাসের ২৯ তারিখ থেকেই কাউন্সেলিং শুরু হতে পারে। চলতি বছর পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়েছিল ২৪ মে। পরীক্ষাটি দু’টি পর্বে নেওয়া হয়। প্রথম পর্বে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ১০০ নম্বরের গণিত পরীক্ষা। এরপর দ্বিতীয় পর্বে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পরীক্ষা নেওয়া হয়, যেখানে এই দুই বিষয়ে মোট ১০০ নম্বর বরাদ্দ ছিল।

কল্যাণকে জিজ্ঞাসাবাদ

...১ পাতার পর

পরিচয় দিয়ে ফোন করেন। ওই তদন্তের স্বার্থে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য অনুমতি চান! তৃণমূল সাংসদের প্রশ্ন, একজন সিনিয়র আইনজীবী যিনি আদালতে একটি ফৌজদারি মামলার পক্ষে সওয়াল করছেন, পুলিশ কীভাবে তাঁকে সেই মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সাহস পায়? এই সই জাল কাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যে তৃণমূলের একাধিক বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি। শুধু তাই নয়, সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। কারণ তাঁর সই করা চিঠিই গেছিল বিধানসভার স্পিকারের কাছে যেখানে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছিল। তবে পরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহার অভিযোগে থানায় এফআইআর দায়ের হয় সই জাল ইস্যুতে।

বের করে দেওয়া হল মমতার বিশেষ নিরাপত্তারক্ষীকে!

...১ পাতার পর

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পর কুণাল নিজে থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন মমতাপন্থী পাঁচ বিধায়ক। মধ্যস্থতা করেন কুণাল। তিনি আবেদন জানান, যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো পিএসও-দের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কুণালের আবেদন, পুলিশ প্রশাসন যাই করুক, মুখ্যমন্ত্রী যেন সৌজন্যমূলকভাবে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেন। মোটামুটি ইতিবাচক সাড়া আসে। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীদের সরিয়ে দেওয়া এবং তাঁর কালীঘাটের বাড়ির সামনে থেকে পুলিশি প্রহরা তুলে নেওয়ার

অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন এই পদক্ষেপকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ বলে অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ পুরোপুরি খারিজ করে দেওয়া জেড প্লাস নিরাপত্তা বহাল রয়েছে এবং রুটিন প্রশাসনিক রদবদলের অংশ হিসেবে নতুন নিরাপত্তা কর্মীদের পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই নতুন রক্ষীদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

নারী সুরক্ষা থেকে শিল্প

...১ পাতার পর

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিগত আমলের নিয়োগ দুর্নীতিকে পরোক্ষে কটাক্ষ করে রাজ্যপাল কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়েছেন। জানান, এবার এ রাজ্যেও সম্পূর্ণভাবে লাগু হতে চলেছে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি’। আর পুরনো সরকারের দুর্নীতি এড়াতে বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছ শূন্যপদের তালিকা তৈরি করে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে। স্পষ্ট করে দেন, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এবার থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে টেট পরীক্ষা নেওয়া হবে। বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকের সঠিক অনুপাত বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হবে এবং গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরিগুলিকে আধুনিক পরিকাঠামোয় আনা হবে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিকাশের জন্য সেখানে একটি নতুন আইআইটি গড়ে তোলার বড় ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল। যুব সমাজের প্রতি তাঁর বার্তা, বাংলার মেধাবী যুবসমাজ যাতে চাকরির খোঁজে ভিনরাজ্যে বা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে যেতে বাধ্য না হয়, তার জন্য রাজ্যে বিশাল ‘স্টার্টআপ হাব’ গড়ে তোলা হবে, যা বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর হতে প্রভূত সাহায্য করবে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বন্ধ হয়ে থাকা চা বাগানগুলিকেও নতুন করে খোলার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে, প্রথম দিনের বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপালের এই দীর্ঘ ভাষণ রাজ্যবাসীকে এই বার্তাই দিল যে - বাংলায় আর ভয়ের পরিবেশ নেই, বরং এক নতুন ডবল ইঞ্জিন সরকারের ভরসার হাত রয়েছে তাঁদের মাথার ওপর।

‘রান ফর যোগা’ ম্যারাথন!

...১ পাতার পর যোগাভ্যাসের কার্নিভাল হবে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘বন্দে যোগম’। আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে গঙ্গার দুই কূল জুড়ে এক অপার্থিব ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। আগামী রবিবার, ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল মঞ্চ তৈরি হচ্ছে কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোডে। এই অনুষ্ঠানে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত থেকে যোগ-ব্যাম করবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। রবিবার সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে রেড রোডে শুরু হবে সাধারণ মানুষের জমায়েত। তার ঠিক আধ ঘণ্টা পর, অর্থাৎ সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে মূল যোগাভ্যাসের কর্মসূচি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শহরবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বচ্ছ ভারতের অন্তর্গত সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব আবহের মাধ্যমে আমরা এই ঐতিহাসিক তিলোত্তমায় স্বাগত জানাতে চাই। তাই আমার আন্তরিক অনুরোধ, যোগ দিবসের আগে আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগে শামিল হোন।’’

ঋতব্রতই বিরোধী দলনেতা

...১ পাতার পর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। শুনানিতে সই জালিয়াতির অভিযোগ, দলীয় বৈঠকের রেজিলিউশন এবং বহিষ্কার সংক্রান্ত নানা বিষয় উঠে আসে। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, শুধুমাত্র অভিযোগ দায়ের হলেই জালিয়াতি প্রমাণিত হয় না। এই সব নিয়ে বিস্তর জলঘোলার মধ্যেই ঋতব্রত বিরোধী দলনেতা কি না, সেনিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আদালত। এদিকে ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীদের খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তাঁরাই আসলে প্রকৃত ‘তৃণমূল কংগ্রেস পরিষদীয় দল’ এবং প্রায় ৯৮ শতাংশ বিধায়ক এই মুহূর্তে তাঁদের পক্ষেই রয়েছেন। কার্যত চ্যালেঞ্জের সুরে এও বলেছেন, ক্ষমতা থাকলে ফ্লোর টেস্ট বা আস্থা ভোট করিয়ে নেওয়া হোক, তাহলেই ‘দুধ কা দুধ, পানি কা পানি’ হয়ে যাবে। কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তৃণমূল থেকে শিক্ষা! বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে উদ্ধবের শিবসেনা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৮ জুনঃ শিবসেনা ভেঙেছে একবার। আরও একবার ভাঙনের মুখে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা। ছয়জন বিদ্রোহী সাংসদরা তৈরি করতে চলেছেন আলাদা ফ্রন্ট। এমনটাই সূত্রের খবর। দলের তরফে নয়জন সাংসদকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল, কিন্তু মাত্র তিনজনই উপস্থিত হন। এবার বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে শিবসেনা (ইউবিটি)। উদ্ধব ঠাকরের নির্দেশে চিফ হুইপ অনিল দেশাইয়ের ডাকা সংসদীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না শিবসেনা (ইউবিটি)-র ছয়জন সাংসদ। তাদের ইতিমধ্যেই দলের তরফে শোকজ নোটিস দেওয়া হয়েছে। শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, বিদ্রোহী নেতাদের আগামী সাতদিনের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে হবে। যদি তারা জবাব না দেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও তিনি জানান। গতকালই রাজ্যসভার শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয়

রাউত জানিয়েছিলেন যে চিফ হুইপের নির্দেশ অমান্য করে আইন ভঙ্গ করেছেন বিদ্রোহী সাংসদরা। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিং শুরু হয়েছে। এই বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে দলের তরফে সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলেও হুঙ্কার দেন সঞ্জয় রাউত। বিদ্রোহী সাংসদরা ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ করেন। একইসঙ্গে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধেও সুর চড়ান। শিবসেনার ভাঙন ও একনাথ শিন্ডের শিবিরকে আসল শিবসেনার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন যে মহারাষ্ট্রে গণতন্ত্র নিয়ে যে মজা হয়েছে, তার সবথেকে বড় দায় সুপ্রিম কোর্টের। যদি সুপ্রিম কোর্ট যথাসময়ে পদক্ষেপ করত, তাহলে রাজ্যে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা থামানো যেত। সূত্রের খবর, আজ বিধান পরিষদে ভোটিংয়ের পর শিবসেনা (ইউবিটি)-র ছয় সাংসদ নিজেদের আলাদা একটি ফ্রন্ট তৈরি করবে। সাংসদ সঞ্জয় বান্দু যাদব এই নতুন ফ্রন্টের নেতা হবেন। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের আগে পশ্চিমবঙ্গেও একইভাবে ভাঙন ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেসে। সেখানে তৃণমূলের বিদ্রোহী ২০ জন সাংসদও আলাদা ফ্রন্ট গঠন করার পরিকল্পনা করেছিলেন কাকলী ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে। তবে দলত্যাগ বিরোধী আইনে ফেঁসে যাওয়ার ভয়েই এনসিপিআই-তে মিশে যান। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদরা আলাদা ফ্রন্ট গড়বেন নাকি একনাথ শিন্ডের শিবসেনার সঙ্গে মিশে যাবেন, তাই-ই দেখার।

CHANGE OF NAME

I, Tufaj Sardar (Old Name) S/O–Yarali. Sardar resident of Mrigi, Guptapara, Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741165 do hereby declared that I have changed my name from Tufaj Sardar to Tufazel Sardar and henceforth I shall be known as Tufazel Sardar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/06/2026. My name Tufazel Sardar & Tufaj Sardar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shailen Sarkar (Old Name) S/O– Nirmal Sarkar resident of Vill- Sahapur , Po-Chhatina, Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741160 do hereby declared that I have changed my name from Shailen Sarkar to Saillen Sarkar and henceforth I shall be known as Saillen Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/06/2026. My name Saillen Sarkar & Shailen Sarkar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MEHRUN NESSA W/o Ainul Hoda Residing at 10 S, Tiljala Shibtala Lane, Tiljala, Kolkata-700039 WB do hereby solemnly affirm and declare my actual name MEHRUN NESSA instead of MAHRUN NESSA, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah, South 24 Pgs on 17.02.26. That MEHRUN NESSA and MAHRUN NESSA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, AINUL HODA S/o Late Abdul Baqi Residing at 10 S, Tiljala Shibtala Lane, Tiljala, Kolkata-700039 WB do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name ABDUL BAQI instead of ABDUL BAGI, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah, South 24 Pgs on 17.02.26. That ABDUL BAQI and ABDUL BAGI both are same and one identical person.

সিআরএস দ্বারা কাটিহার-কুরেথা এবং কাটিহার-সোনাইলি ডাবল লাইন সেকশনের পরিদর্শন

মালিগাঁও, ১৮ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত কাটিহার

(১.৩৮০ কিমি)-কুরেথা (১২.৪৪০ কিমি) এবং কাটিহার (১.৩২৭ কিমি)-সোনাইলি (১৭.৫৪২ কিমি) সেকশনে নবনির্মিত ব্রড গেজ (বিজি) ডাবল লাইনের বিধিগত পরিদর্শন করছেন কলকাতার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সার্কেলের, কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) সুমিত সিংঘল। পরিদর্শন কার্যসূচি ১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে শুরু হয়েছে এবং ১৯ জুন, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চলবে। এই দুটি সেকশনে কাটিহার-কুমেদপুর এবং কাটিহার-মুকুরিয়া নতুন ডাবল লাইন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। মোট ৬৪.১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কাটিহার-কুমেদপুর এবং কাটিহার-মুকুরিয়া নতুন ডাবল লাইন প্রজেক্টটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়ন পদক্ষেপ, যার লক্ষ্য হলো এই অঞ্চলে রেলেওয়ের সক্ষমতা ও পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্পে ২টি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ, ২৭টি মেজর ব্রিজ ও ২৩টি মাইনর ব্রিজের পাশাপাশি বিস্তৃত রেললাইন এবং সংশ্লিষ্ট রেল পরিকাঠামো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, এই ডাবল-লাইন করিডোরটি ১৬টি রেলওয়ে স্টেশনের পরিষেবা প্রদান করবে এর ফলে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশন জুড়ে ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি, লাইনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, যানজট হ্রাস এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতা নিশ্চিত হবে। কাটিহার-কুরেথা এবং কাটিহার-সোনাইলি সেকশনে সিআরএস পরিদর্শন প্রজেক্টটির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চলমান পরিদর্শন কর্মসূচির সময়, সুমিত সিংঘল নবনির্মিত সেকশনগুলির স্টেশন পরিকাঠামো, ট্র্যাক জ্যামিতি, ব্রিজ, সিগন্যালিং এবং টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে সম্পদ পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনের অধীনে যাত্রাপথে অবস্থিত স্টেশন ও ফিল্ড ইনস্টলেশ্যান স্থাপনাগুলোর বিস্তারিত পরীক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিধিগত পরিদর্শনের অংশ হিসেবে, নবনির্মিত ডাবল লাইন সেকশনের পরিচালনগত সুরক্ষা, স্থিতিশীলতা এবং কমিসনিঙের প্রস্তুতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গতিবেগ পরীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। চলমান সিআরএসের বিধিগত পরিদর্শন এই নতুন ডাবল লাইন সেকশনগুলো কমিসনিঙের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কাটিহার-কুরেথা এবং কাটিহার- সোনাইলি ডাবল লাইন সেকশনের কাজ সম্পন্ন হওয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে, যা সমগ্র অঞ্চলজুড়ে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা ও আরও সুগম ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

নাবালককে যৌন নির্যাতন, অপরাধীর ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ জুন ঃ নাবালক শিশুকে যৌন হেনস্থা ও নৃশংস অত্যাচারের ঘটনায় অপরাধীর ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ২ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে হাওড়া পকসো আদালত। এর পাশাপাশি নির্যাতিতকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের একটি মামলার চূড়ান্ত শুনানিতে এই গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক মধুছন্দা বসু। সরকারি পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন বিশেষ সরকারি আইনজীবী (স্পেশাল পিপি) রীনা বাঁদুড়ী। এই রায়ের ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিচার পেল বলে মনে করছে নির্যাতিত শিশুর পরিবার। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সূত্রপাত, ২০২০ সালের ২২শে জানুয়ারি। ওইদিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা নাগাদ কেবল লাইনের মাসিক টাকা নেওয়ার জন্য অভিযোগকারিণীর বাড়িতে যায় আমিনুর রহমান এবং অপর এক ব্যক্তি মহিদুল মল্লিক। আমিনুর রহমান টাকা নিয়ে চলে যাবার কিছুক্ষণ পর অভিযোগকারিণী বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। বাইরে এসে দেখেন তাঁর নয় বৎসরের নাবালক পুত্র কান্নাকাটি করছে আর আসামী মহিদুল মল্লিক পালিয়ে যাচ্ছে। তিনি তখন তাঁর নাবালক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে আসামী মহিদুল মল্লিক তাঁর নাবালক ছেলের উপর যৌন নির্যাতন করেছে যার ফলে ছেলে চিৎকার করে কাঁদছিল। শিশুটির আর্তনাদ ও চিৎকারে ছুটে আসেন এলাকার মানুষও। এই ঘটনার পর ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি অভিযোগকারিণী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া, সাক্ষ্যগ্রহণ এবং উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে অবশেষে আদালত ওই মামলার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। বিশেষ সরকারি আইনজীবী রীনা বাঁদুড়ী আদালতের সামনে নির্যাতিত শিশুর পক্ষে জোরালো সওয়াল পেশ করেন। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ও নথিপত্র খতিয়ে দেখে বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক মধুছন্দা বসু অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আদালতের এই কঠোর অবস্থান সমাজে শিশু সুরক্ষা ও পকসো আইনের কার্যকারিতাকে আরও একবার সুদৃঢ় করলো বলে মনে করা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১৮ জুন ঃ এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক যুবক জয়নগরে। নাবালিকার পরিবারের তরফে জয়নগর থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়েরের পরে তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের হাসানপুর থেকে মনজুর আলম মিস্ত্রী (২৩) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে বুধবার রাতে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

মাঝ নদীতে বিরল দৃশ্য, জোড়া টর্নেডো আছড়ে পড়লো হুগলি নদীতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর, ১৮ জুন ঃ মাঝ নদীতে বিরল দৃশ্য, জোড়া টর্নেডো আছড়ে পড়ল হুগলি নদীতে, সঙ্গে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হুগলি নদীতে এমনই জোড়া টর্নেডো দেখা যায়। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার হুগলি নদীর উপর যে দৃশ্য দেখা গেল, তাতে চমকে গেলেন মৎস্যজীবী থেকে স্থানীয় মানুষজন। আকাশে মেঘের ঘনঘটা নতুন নয়, তাই বলে এই মেঘ যেন গিলতে আসছে। মাঝ নদীতে এমন দৃশ্য হয়ত তাঁরা দেখেননি কখন ও। ফলত হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তাঁদের মধ্যে। চোখে-মুখে আতঙ্ক। যেন জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলছে আস্ত দানব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল জলস্তম্ভের ঘূর্ণি। শুধুমাত্র একটি জায়গাতে নয়, নদীর দুই জায়গায় বৃহস্পতিবার সকালে এমন ছবি রীতিমতো অবাক করে দেয় স্থানীয়দের। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় জোড়া ওই টর্নেডো। এমন ঘটনা হুগলি নদীর উপর একেবারেই বিরল। আর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগরের মহিষামারি এলাকায় হুগলি নদীর উপরে। স্থানীয়দের দাবি, নদীর উপর থেকে ঘূর্ণায়মান জলরাশি তীব্র গতিতে উপরের দিকে উঠে যেতে দেখা যায়। একটা জায়গায় নয়, হুগলি নদীর দুটি জায়গাতে এমন ছবি দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বিশেষ করে নদীতে থাকা মৎস্যজীবী, নৌকা চালক দের মধ্যে নিরাপদে চলে যেতে একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যদিও এহেন ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। এমনকী ক্ষয়ক্ষতির খবরও সামনে আসেনি। তবে জোড়া টর্নেডোর পরেই রাতারাতি বদলে যায় পরিবেশ। কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। শুরু হয় প্রবল ঝড়- বৃষ্টি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় জোড়া ওই টর্নেডো। এমন ঘটনা হুগলি নদীর উপর একেবারেই বিরল। একেবারে নদীর মাঝখান থেকে জল ঘুরপাক খেতে শুরু করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তীব্র ঘূর্ণন জলস্তম্ভের রূপ নেয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশে আরও একটি ঘূর্ণায়মান জলস্তম্ভ তৈরি হয়। বিরল এই দৃশ্য দেখে অনেকেই ক্যামেরাবন্দি করতে শুরু করতে শুরু করে দেন। তবে এর মধ্যে কেউ কেউ রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে থাকেন। তবে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় প্রশাসনের আধিকারিকরা। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়।

একসঙ্গে ইস্তফা মুর্শিদাবাদের দু'টি হাইপ্রোফাইল পুরসভার চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৮ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে হঠাই পদত্যাগ করলেন নাড়ুগোপাল মুখার্জি। বৃহস্পতিবার দুপুরে সকলকে চমকে দিয়ে কাউন্সিলরদের বৈঠকের পর নাড়ুগোপাল মুখার্জি নিজের পদত্যাগ পত্র মহকুমা শাসক সমীরণ বারিককে জমা দেন। সূত্রের খবর, নাড়ুগোপাল মুখার্জি চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে যাওয়ায় এবার বহরমপুর পুরসভার প্রশাসক হিসেবে সমীরণ বারিক বসতে চলেছেন। ২৮ শাসন বিধিতে বহরমপুর পুরসভায় গত নির্বাচনে নাড়ুগোপাল মুখার্জি ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়েছিলেন। বর্তমানে বহরমপুর পুরসভায় তৃণমূলের ২৩ জন কাউন্সিলর এবং কংগ্রেসের ৪ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। কংগ্রেসের ১ কাউন্সিলরের মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত জিয়াগঞ্জ- আজিমগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ঘোষের গ্রেপ্তারির কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রাজ্যের অন্যতম 'হাই প্রোফাইল' বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জির পদত্যাগে শোরগোল পড়ে গেছে রাজ্য রাজনীতি তথা জেলার রাজনৈতিক মহলে। ২০২১ এবং ২০২৬- এ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নাড়ুগোপাল মুখার্জি বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেছিলেন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র জয়ী হয়েছেন। নাড়ুগোপাল মুখার্জি তৃতীয় স্থানে ছিলেন। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী ক্রমাগত নাড়ুগোপাল মুখার্জিকে আক্রমণ করে চলেছিলেন। নাড়ুগোপাল মুখার্জি চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীন পুরসভায় কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে অথচ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলছে না। অধীরবাবুর আরও অভিযোগ,

চেয়ারম্যান পদে থাকার সুযোগ নিয়ে নাড়ুগোপাল মুখার্জি নিজের আত্মীয় পরিজনদেরকে বিভিন্ন 'কন্ট্রাক্ট' দিয়েছেন এবং নিজে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আরও অভিযোগ, নাড়ুগোপাল মুখার্জি নিজের পদের অপব্যবহার করে যে টাকা তুলেছেন তা তিনি দুবাইতে পাচার করে দিয়েছেন। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বহরমপুর পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছিলেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। তিনি চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর নাড়ুগোপাল মুখার্জি বলেন, পুরসভাতে কাজ করতে পারছিলাম না। তাই পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যেই আমি নিজের পদত্যাগ পত্র মহকুমা শাসকের কাছে জমা দিয়েছি। অন্যদিকে তৃণমূলের একটি সূত্রের খবর, নাড়ুগোপাল মুখার্জিকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য বিজেপির তরফে থেকে কয়েকদিনের সময় দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়সীমা পার হওয়ার আগেই নাড়ুগোপাল মুখার্জি পদত্যাগ করলেন। তিনি যদি তাঁর পদ থেকে না সরে দাঁড়াতেন তাহলে তাঁকেও দুর্নীতির অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করতো। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বেলডাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান অনুরাধা হাজরাও পদত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে নাড়ুগোপাল মুখার্জির পদত্যাগের কিছুক্ষণের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মুর্শিদাবাদ পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিত ধরও নিজের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পদত্যাগ পত্রের চিঠি তিনি লালবাগের মহকুমা শাসককে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইন্দ্রজিতবাবু বলেন, শারীরিক কারণে আমি চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। মহকুমা শাসক, প্রশাসক হিসেবে পুরসভার দায়িত্বগ্রহণ করবেন। তবে আগামী দিন আমি একজন সাধারণ কাউন্সিলর হিসেবে নাগরিকদেরকে পুর পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। জেলা রাজনৈতিক মহলের অনুমান, নাড়ুগোপাল মুখার্জি ও ইন্দ্রজিত ধরের দেখানো পথ অনুসরণ করে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার বাকি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যানরা পদত্যাগ করতে চলেছেন।

২১ জুন বর্ধমানে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস নিয়ে জেলাশাসকের সাংবাদিক সম্মেলন

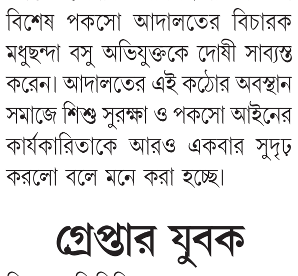

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ২১ জুন পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের মাঠে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে দিনটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও যোগব্যায়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, কর্মী এবং পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি যোগচর্চার উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সমবেত যোগাভ্যাসের আয়োজন থাকবে বলে জানা গেছে। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্রেতা আগরওয়াল জানান, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত সরকারি নির্দেশিকা ও নিয়ম মেনে কর্মসূচি পালন করা হবে। যোগব্যায়াম মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই বার্তা আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আশা, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যোগচর্চার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং সুস্থ জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরও বেশি মানুষ উৎসাহিত হবেন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন মহলেও উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী মজুত ও বিক্রয় করার অভিযোগে গ্রেফতার ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১৮ জুন ঃ মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার সামগ্রী মজুত ও বিক্রয় করার অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যবসায়ী জয়নগরে।জয়নগর থানার নারায়নীতলা পঞ্চায়েতের কাঁটাপুকুরিয়া এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে মুদিখানার সাথে স্টেশনারী সহ একাধিক সামগ্রী বিক্রয় করে আসছে মনোরঞ্জন নস্কর নামে স্থানীয় এলাকার এক বাসিন্দা। সম্প্রতি ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় জয়নগর থানায়।আর তার পরে জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের টিম বুধবার রাতে ওই ব্যক্তির দোকানে অভিযান চালায়। আর দোকান থেকে উদ্ধার হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ একাধিক খাবার সামগ্রী যেমন - কোল্ডডিংক্স, চিপস, বিস্কুট, চকলেট, দুধ সহ ছোটদের একাধিক খাবার। আর পুলিশ মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবারের সামগ্রিগুলি বাজেয়াপ্ত করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে এবং মনোরঞ্জন নস্কর নামে ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি জয়নগর থানার নারায়নিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাপুকুরিয়া এলাকায়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার তদন্ত কারি পুলিশ আধিকারিক। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৬৪, তারিখঃ ১৭.০৬.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৫২৬-আর। কাজের বিবরণ ঃ** ৪টি এনজিটি মনোনীত স্টেশনে অর্থাৎ কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলি-তে ২ বছরের জন্য ৪০ কেএলডি ক্ষমতার স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (এসটিপি) কাম রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট স্থাপন ও কার্যনিয়োগ এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১১,৯৫,৭৪২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)** ঃ ২৩,৯০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৫৫৭। কাজের বিবরণ** ঃ ডানকুনি-তে প্ল্যাটফর্মের উপরিতল, টিটিই রেস্টরুম ইত্যাদির মানোন্নয়ন সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল (সাধারণ) কাজ এবং প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যবর্তী সেন্ট্রাল ড্রেন নির্মাণ ও মেরামতি তথা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১২,৯৩,৮৪২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)** ঃ ২৫,৯০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩.০০টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-164/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

SNIT No - WBIW/EE/KMD/SNIT-01/2026-27

On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura invites tender for the Electrical Works:- 1) Amount Put to Tender Rs: 95,512.00(Mechanical) 2) Amount Put to Tender Rs: 1,01,930.00(Mechanical). Last date of application of tender 23.06.2026 to 16.30 Hrs. Details information are available from the office of the undersigned and departmental website www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in.

Sd/- M. Kundu
Executive Engineer,
Kangsabati Mechanical Division,
Khatra, Bankura.

General power of Attorney Notice

I Sri BOMBAY METAL COMPANY A, Concern Of M/s. Agarwal Metal Company, had appointed, Sri Samir Sital Kumar Agarwal and Mrs. Manju Sital Kumar Agarwal as power of Attorney to Sell out 8 Katha 15 Chattak land Over the LR Plot No. 138 also having LR Khation No. 2201 in Mouza Ghusuri JL No. 18 vide Registered Deed No. 8000003 Volume No. 1630-18th July 2025. Book No. 1 Date 18/7/2025 at Joint Sub-registerar Mumbai No. 3. If there is any objection Kindly Contract to (the BL&LRO) Bally-Jagacha Howrah Belur 711202. Within 30 days from the Date of Advertisement.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_০১_২০২৬-২৭_আর২, তারিখ ঃ ১৬.০৬.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য কারিগরি ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছে থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম** ঃ পূর্ব রেলওয়ে হসপিটাল, লিলুয়া-তে নবনির্মিত ওপিডি-তে সম্পূর্ণ অটোম্যাটিক ২০ জন যাত্রী তথা বেড লিফ্‌ট-এর ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪১,৫৮,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য** ঃ ৮৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের বিবরণ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in।** (MISC-78/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ [অকশন পরিচালনকারী আধিকারিক] শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নম্বরঃ** পার্ক-জুন-২৬-০৩। **অকশন শুরুঃ** ২২.০৬.২০২৬ (বেলা ১টা)। **ক্রমিক নং; এসইকিউ নং; আইআরইপিএস লট নং ও পার্কিং লটের অবস্থান** নিম্নরূপঃ (১); এএ/১; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-১২১-২৬-১** ও কল্যাণী। (২); এএ/২; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-২৫১-২৬-২** ও কল্যাণী। (৩); এএ/৩; **পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু-৩১৮-২৬-১** ও আগরপাড়া। (৪); এএ/৪; **পার্কিং-এসডিএএইচ-জিবিজি-টিডব্লু-৭১-২৬-১** ও গোবরডাঙ্গা। (৫); এএ/৫; **পার্কিং-এসডিএএইচ-এইচবি-টিডব্লু-৭৪-২৬-১** ও হাবরা।

অকশন ক্যাটালগ নম্বরঃ পার্ক-জুন-২৬-০৪। **অকশন শুরুঃ** ২৯.০৬.২০২৬ (বেলা ১টা)। **ক্রমিক নং; এসইকিউ নং; আইআরইপিএস লট নং ও পার্কিং লটের অবস্থান** নিম্নরূপঃ (১); এএ/১; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএসএইচটি-টিডব্লু-৪৬-২৬-১** ও বসিরহাট। (২); এএ/২; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটি-টিডব্লু-৪৮-২৬-১** ও বারাসাত। (৩); এএ/৩; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিআরজে-টিডব্লু-৩২৭-২৬-১** ও ব্রেসব্রীজ। (৪); এএ/৪; **পার্কিং-এসডিএএইচ-বিআইজে-টিডব্লু-৩৫৯-২৬-১** ও বীরনগর। (৫); এএ/৫; **পার্কিং-এসডিএএইচ-এমবিবি-টিডব্লু-৩৭৩-২৬-১** ও মুর্শিদাবাদ। (৬); এএ/৬; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-৩৮৫-২৬-২** ও কল্যাণী। (৭); এএ/৭; **পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-২৮১-২৩-২** ও ইছাপুর। (৮); এএ/৮; **পার্কিং-এসডিএএইচ-এমএমজি-টিডব্লু-৩৭৪-২৬-১** ও মধ্যমগ্রাম। (৯); এবি/১; **পার্কিং-এসডিএএইচ-ডিএকেই-এমএক্স-৩৭১-২৬-১** ও দক্ষিণেশ্বর। (১০); এসি/১; **পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওএএ-পিসিসিভি-৩৯২-২৬-১** ও কলকাতা। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (SDAH-87/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441

Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal; **Corporate Office.:** A-301, Hetal Arch, Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064; **Phone No.:** 022-6894-8500/08/09; **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

NOTICE is hereby given to the shareholders of the Company that pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company has re-opened special window from for a period of one year **from February 05, 2026, to February 04, 2027** for re-lodgment of transfer request.

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for Transfer before 1st April, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (it is fresh relodgement)	Yes	Yes
	Yes (it was rejected/ returned earlier)	Yes	Yes
	Yes	No	No
	No	No	No

Cases not covered under this window:

- Cases involving disputes between transferor and transferee
- Securities which has been transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Note: During this special window, all the transfer requests shall be processed only in dematerialized form.

Eligible investors are requested to submit/ re-submit their transfer requests along with complete and valid documents within the aforesaid period to the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company i.e., Bigshare Services Private Limited, Email ID: investor@bigshareonline.com.

The aforesaid SEBI Circulars is also available on Company's website www.comfortfincap.com.

Relevant shareholders are encouraged to avail themselves of this one-time opportunity within the stipulated window.

For Comfort Fincap Limited
Sd/-
Nirmala Kanjar
Director
DIN: 11457740

Date: June 19, 2026
Place: Mumbai

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসি-র নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি-র হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস, পদ্মপুকুরে ৩টি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট ও রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং যোগ্যতার প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।
দরপত্র জমা (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ১৫.০৬.২০২৬, সন্ধ্যা ৬:০০টা থেকে। দরপত্র জমার (অনলাইন) শেষ তারিখ ০৬.০৭.২০২৬, সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত। NIT No.: HMC/HWW/P-02/2026-27, Dated: 15.06.2026, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুনঃ https://wbtenders.gov.in

২৪(৩)/২৬-২৭ **এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার**
১৮.০৬.২৬ **হাওড়া পৌরনিগম**

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** টিএসকে-পার্কিং-০৮, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের **১১.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের **১১.৩০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-টিএসকে-ডিবিওয়াই-এমএক্স-২৭-২৬-২ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান ডিগবৈ রেলওয়ে স্টেশনে দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ১৬-০৬-২০২৬ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ইয়েলো লাইনের জয় হিন্দ-তে ইয়ার্ড লাইন সহ নোয়াপাড়া (সহ) থেকে জয় হিন্দ (সহ) পর্যন্ত এবং ব্লু লাইনের নোয়াপাড়া কার ডিপো সহ দক্ষিণেশ্বর (সহ) থেকে সেন্ট্রাল (সহ) পর্যন্ত পিট লাইন এবং ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক সহ আপ ও ডাউন উভয় ট্র্যাকে সিমেন্টিসিয়াস গ্রাউট সহ এবং নন-শ্রিংকেবল ওয়াটার প্রুফিং কম্পাউন্ড সহ অ্যাডমিক্সড্ সিমেন্ট সহ গ্রাউটিং দ্বারা আরটিএস বক্সের এক্সপানশন/ কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট/ এলিভেটেড স্ট্রাকচার/স্টেশন/ভেন্টিলেশন শাফ্‌ট, বক্স ওয়াল, ফ্লোর, মেজেনাইন ও সিলিং-এর ট্রিটমেন্ট, ট্র্যাক বেডের সিপেজ প্রতিরোধের জন্য জোনাল চুক্তি। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৪৭,৭০,৪৭৫.২৫ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ২,৯৫,৪০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** চব্বিশ (২৪) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে। **সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৮৭-২০২৬ (ওপেন)**

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
St. George's Gate Road, Kolkata - 700021

Abridged N.I.eT No : **HRBC/JPM(QC)/SC/NIT/1/26-27**

Online bids are invited by J.P.M(QC), HRBC for Three number works related to Cleaning , Sweeping of Carriageways including cleaning of rain water gully pits of AJC Bose Road Flyover, **SL No (1)** For East Bound (Tender Id No: 2026_HRBC_1028675_1), **SL No (2)** For West Bound (Tender ID No: 2026_HRBC_1028675_2) and **SL No (3)** for Beck Bagan carriageway (Tender ID No: 2026_HRBC_1028675_3). Bid Submission starting time will be on and from **19.06.2026 at 10:00 a.m.** . Last date of submission of bids (Online) will **be on** 29.06.2026 at 10:00 a.m. **Other details may be viewed from** the websites http:/etender.wb.nic.in & www.hrbc.org.in

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no- 174/CGP** dt 17.06.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1028643_1 Publish Date-18.06.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of new tubewell near Mantu Polen House at Sansad XVI ; Estimated Amount- Rs. 46949.00 **SL. NO 2:-NIT no- 175/CGP** dt 17.06.2026 Tenderid-2026_ZPHD_1028644_1 Publish Date-18.06.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of Concrete Road from Kashinath Ghosh house to Umapada Ghosh house at Sansad III ; Estimated Amount- Rs. 199221.00 **Completion Time- 30 days Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- 25.06.2026, 11.00 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **29.06.2026 11.30 AM** For details **visit website https://wbtenders.gov.in**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online item rate in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/BDPS/MMPS/P4/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing, servicing with replacing worn out components of C.I Penstock Gate No.-1 at Momompur DPS under BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 days**. Last date and time of submission of Bid: **27.06.2026 upto 3 pm.** The bid forms and other details are available on and from **19.06.2026; 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/DG_PS/WAT_JET/S/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Operation & maintenance of One (01) nos. of Pump fitted Vehicle WB15A-1099 converted from jet cum suction vehicle for South Kolkata.** Estimated Cost: **Quotation invited**. Earnest Money: **Initially ₹ 9,500.00 (online)**. Period of Completion: **12 months (365 days)**. Last date and time of submission of Bid: **27.06.2026 – 1 pm.** Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **30.06.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **20.06.2026–10 a.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. Ch. Engineer. (M)/EWS, KMC** invites e-Tender online two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EWS/ELEC/RA/02/2026-27
Name of the Work: **Periodic maintenance and cleaning of water purifiers cum coolers at EWS.** Estimated cost: **Open Quotation**. Earnest Money: **2% of quoted rate**. Period of Completion: **180 days**. Last date and time of submission of Bid (online): **02.07.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.06.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work:
NIT No.: EE/GRWW/WTP-I/09/2026-27
Name of Work: **Supply, delivery and fitting fixing of new Syphon line for 8 Nos. Filter Beds at A-side with other allied works at WTP-I under GRWW.** Estimated Amount : ₹ **2,91,689.00**. Earnest Money: ₹ **5,900.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of receipt of tender (Online): **04.07.2026 at 2 p.m.** Last date and time of opening of tender (Online): **06.07.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (M)/Water Supply/ARSM Sq. BPS, KMC** invites e-Tender online in two-bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/ARSM/02/2026-27
Name of Work: **Refilling with fitting fixing of fire extinguishers at office building, pump house, S.R.A.C. Cell including replacement of 18 Nos. damaged Fire extinguishers for HT Panel Room & CESC Room by new ones at RSM Sq. BPS.** Estimated Amount : ₹ **2,64,542.00**. Earnest Money: ₹ **5,300.00.** Period of Completion: **10 days.**
(2) NIT No.: KMC/WS/ARSM/07/2026-27
Name of Work: **Maintenance, Testing & Commissioning of 415V, 800A ACB including repairing of other LT panels at RSM Sq. BPS.** Estimated Amount : ₹ **1,68,436.00**. Earnest Money: ₹ **3,400.00.** Period of Completion: **07 days.** Last date and time of submission of Bid: **30.06.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **02.07.2026 after 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **20.06.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**(For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C)/Roads, KMC** invites e-Tender online percentage rate two-bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/64 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of damaged road (in patches) at Ustad Amir Khan Sarani and surrounding area in Ward No.-122 under Br.-XIII.** Estimated Amount (Incl. GST & Cess) : ₹ **2,79,420.45** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/63(1st Call)
Name of Work: **Repairing of Banerjeepara road near Post Office (in patches) in Ward No.-115 under Br.-XIII.** Estimated Amount (Incl. GST & Cess) : ₹ **2,85,285.61** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **150 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **07.07.2026 at 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **25.06.2026 at 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders. gov.in** (For Sl. No. 1 & 2). **(132/26-27)**

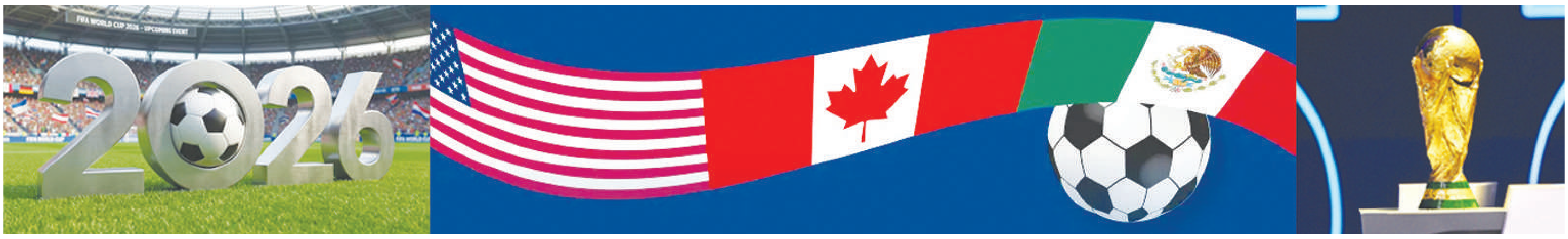

কেনের রেকর্ড, ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে ইংল্যান্ডের দারুণ শুরু

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ১৮ জুনঃ ডালাসে বুধবার 'এল' গ্রুপের ম্যাচটি ৪-২ গোলে জিতেছে ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ জয়ীরা। কেন ইংল্যান্ডকে এগিয়ে নেওয়ার পর, প্রথমবার সমতা ফেরান মার্তিন বাতুরিনা। কেনের দ্বিতীয় গোলের পর, প্রথমার্ধেই স্কোরলাইন ২-২ করেন পেতার মুসা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লিড পুনরুদ্ধার করেন জুড বেলিংহ্যাম। বদলি নেমে শেষ দিকে ব্যবধান বাড়ান মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। এই দুটি গোলে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে গ্যারি লিনেকারের পাশে বসলেন কেন, দুজনেরই ১০টি করে। ম্যাচে প্রায় ৫২ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ২২টি শট নিয়ে ১১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে ইংল্যান্ড। ২০১৮ বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট ক্রোয়েশিয়ার ১০ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল। ঘটনাবহুল এক পেনাল্টিতে দ্বাদশ মিনিটে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। বক্সে ননি মাদুয়েকেকে ক্রোয়েশিয়া অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। প্রথম দফায় কেনের স্পট-কিক ঠেকিয়ে দেন দমিনিক লিভাকোভিচ। কিন্তু শট নেওয়ার আগেই তিনি লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসায় ভিএআরের সাহায্যে পুনরায় শট নিতে দেন রেফারি। এবার আর ভুল করেননি ইংল্যান্ডের সফলতম গোলস্কোরার। দ্বিতীয় ইংলিশ খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের তিন ভিন্ন আসরে (২০১৮, ২০২২, ২০২৬) গোল করার কীর্তি গড়লেন কেন। প্রথম জন ডেভিড বেকহ্যাম (১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬)। বল দখলে আধিপত্য করে বারবার আক্রমণে উঠছিল ইংল্যান্ড। যদিও প্রতিপক্ষের রক্ষণে

গিয়ে সুবিধা করতে পারছিল না তারা। এর মাঝেই ৩৬তম মিনিটে লক্ষ্যে নিজেদের প্রথম শটেই সমতা টানে ক্রোয়েশিয়া। বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে গোলটি করেন বিশ্বকাপে অভিষিক্ত মার্তিন বাতুরিনা। যদিও ক্রোয়াটদের ওই স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকেনি। পাঁচ মিনিট পরই ডেক্লান রাইসের কর্নারে হেডে আবার দলকে এগিয়ে নেন কেন। ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দারুণ একটি মরসুম কাটিয়ে আসা কেনের জাতীয় দলের জার্সিতে গোল হলো ৮১টি। তবে ইংল্যান্ডের আনন্দ আবার মাটি হয়ে যায় প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে। মারিওর ক্রসে বক্সে ইভান পেরিসিচের হেড পাসে কাছ থেকে লক্ষ্যভেদ করেন পেতার মুসা। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে ম্যাচে তৃতীয়বারের মতো এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ডান দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠেন জুড বেলিংহ্যাম। সঙ্গে লেগে থাকা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে সুযোগ না দিয়ে বক্সে ঢুকে নিচু শট নেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা, বল দূরের পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। তিন মিনিট পর ব্যবধান বাড়তে পারত। ২০ গজ দূর থেকে বেলিংহ্যামের শট ব্লকড হয়ে কর্নার পায় ইংল্যান্ড। রাইসের কর্নারে নিকো ও'রাইলির প্রচেষ্টা লক্ষ্যে থাকেনি। ৫৫তম মিনিটে ডাবল সেভে ব্যবধান বাড়তে দেননি লিভাকোভিচ। কাছ থেকে ও'রাইলির পর অ্যান্থনি গর্ডনের হেড ফিরিয়ে দেন তিনি। একটু পর কেনের শটও আটকে দেন ৩১ বছর বয়সী গোলরক্ষক। ৭৬তম মিনিটে মারিওর শট ফিরিয়ে দলকে এগিয়ে রাখেন ইংল্যান্ড গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ক্রোয়েশিয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর শেষ আশাটুকুও প্রায় শেষ করে দেন র‍্যাশফোর্ড। ৭২তম মিনিটে বদলি নামা এই ফরোয়ার্ড বক্সের বাইরে ফাঁকায় পাস পেয়ে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে গোলটি করেন। ২০২৪ ইউরোর ইংল্যান্ড স্কোয়াডে জায়গা পাননি তিনি। এবার বিশ্বকাপে দলের প্রথম ম্যাচেই করলেন গোল। বিশ্ব মঞ্চে তার চতুর্থ গোল এটি।

বিশ্বকাপে আর দেখা যাবে সুইপার কিপার?

■ রানা সেনগুপ্ত

সেই গোলরক্ষকদের সুইপার কিপার বলা হয়, গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। উঠতে উঠতে হাজির হন ডিফেন্ডার বা মিডফিল্ডাররা যেখানে দাঁড়ান। বিপক্ষের আগুয়ান আক্রমণকারীদের ট্যাকেল করে কেড়ে নেন বল। তারপর আক্রমণভাগের ফুটবলারের মত বল পাস করেন নিজের সতীর্থদের। সেই পাস ধরে তাঁর দলের স্ট্রাইকার মিডফিল্ডাররা এগিয়ে চলেন বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সের দিকে। এই রকমের সুপার কিপারদের গোল করবার নজিরও ভুরি ভুরি রয়েছে। কিন্তু তাঁদের এই পেনাল্টি বক্স ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনা দলের জন্য বিপদও ডেকে আনে। তাঁর পরিনতিতে সংশ্লিষ্ট সুইপার কিপারের দল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকেও যায়! এমন গোলকিপারদের তালিকায় সর্বকালের সেরা দশজনের নাম জ্বলজ্বল করছে। সবার ওপরে জার্মানির ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। ক্লাব বা বিশ্ব পর্যায়ের ম্যাচে পেনাল্টি বক্স ছেড়ে দূর থেকে দূরে এগিয়ে চলেন তিনি। বিপক্ষের রক্ষণভাগ থেকে ছিটকে আসা বল ধরে আগুয়ান আক্রমণকারীদের প্রতিহত করেন। দু-একটি ড্রিবলিংয়ের পর বল এগিয়ে দেন নিজের আক্রমণভাগকে। সুইপার কিপার তাই যেন অতিরিক্ত স্টপার বা ডিফেন্ডার। ন্যুয়েরের পরেই রয়েছেন রাশিয়ার লেভ ইয়াসিন। এই সুইপার কিপারের ভূমিকা তিনিই প্রথম পালন করেন। জীবনে দেড়শো পেনাল্টি কিক বাঁচিয়েছেন তিনি। আছেন হাঙ্গেরির গ্যাউলা গ্রোসিক্স। বিশ্বের ফুটবল ইতিহাসে তিনিই প্রথম সুইপার কিপার। আছেন ডেনমার্কের পিটার স্কেমেইচেইল। দলের বিপদে গোল ছেড়ে ছুটে বেরোতেন তিনি। রয়েছেন মেক্সিকোর জর্জ ক্যাম্পাস। তিনি গোল রক্ষা করে বিপক্ষের জালে বল ঢুকিয়েছেন ৩৫ বার। কিন্তু বিশ্বকাপ দুচোখ ভরে যে দুই সুইপার কিপারের খেলা দেখেছে, তাঁরা যথাক্রমে কলোম্বিয়ার রেনে হিগুয়েতা আর জার্মানির ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে হিগুয়েতার বিপজ্জনকতম গোল রক্ষা দেখতে দেখতে বারবার শিউরে উঠতেন দর্শকেরা! তাই তার নাম হয়ে গিয়েছিল এল লোকো বা মাতাল পাগল মানব! ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কলোম্বিয়ার ম্যাচটার কথা ভাবুন।

ভাসতে ভাসতে বলে ঢুকে পড়ছে গোলে। সব গোলকিপার হাত দিয়ে বল ধরতেন এমন পরিস্থিতিতে। কিন্তু হিগুয়েতা সামনে শরীর ঝুঁকিয়ে পিছনের দু পা দিয়ে ভলি মেরে বল বিপদমুক্ত করলেন। তাঁর এই সেভ ফুটবল ইতিহাসে স্করপিয়ন কিক নামে খ্যাত। পেনাল্টি বক্স ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে তিনি আক্রমণভাগকে সাহায্য করতেন। আন্তর্জাতিক ফুটবল কেরিয়ারে ৪১টি গোল আছে তাঁর। বেশিরভাগ অবশ্য পেনাল্টি আর ফ্রিকিকের দৌলতে। কিন্তু তাঁর এই গোল ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া বিপদ ডেকে আনে সেবার বিশ্বকাপের নেপলস স্টেডিয়ামে ক্যামেরুন- কলোম্বিয়ার ম্যাচটায়। হিগুয়েতা বল পায়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্যামেরুনের বিখ্যাত স্ট্রাইকার ৩৮ বছরের রজার মিল্লা হেগুয়েতার পা থেকে বল কেড়ে নেন। তারপর কলোম্বিয়ার গোলের দিকে ছুটে চললেন মিল্লা, পিছন পিছন হিগুয়েতা। মিল্লা গোল করলেন পরপর দুটি। কলোম্বিয়ার কোয়ার্টার ফাইনালের স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছিল হিগুয়েতা সেই সুইপার কিপারের বিপজ্জনক ভূমিকায়। ২০১৮ সালে জার্মানির ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের গোল ছেড়ে বিপক্ষের মিডফিল্ডার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা রাশিয়ার পাজান এরিনা স্টেডিয়ামে জার্মানির প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। দীর্ঘ সময় ফলাফল ছিল গোল শূন্য। দক্ষিন কোরিয়ার ইয়াং গং কিম প্রথম গোল করেন। গোল শোনে মরিয়া জার্মানির পুরো টিমটাই উঠে যায় বিপক্ষের গোল এলাকায়। সেখানে ন্যুয়েরের পা থেকে বল ছিনিয়ে ফাঁকা জার্মান গোলের দিকে লম্বা ছুটি লাগান হেংউঙ মিন সন। তাঁর গোলেই বিদায় নেয় জার্মানির মত ২০১৪-র বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি। সেই ন্যুয়েরের বয়স এখন ৪০। তবু তিনিই জার্মানির ১ নম্বর গোলকিপার। এখনও। খেলছেন জীবনের শেষ বিশ্ব কাপ। এই দুটি আত্মঘাতী ঘটনার পর আর কি কোনও গোলকিপার সুইপার কিপারের ভূমিকা পালন করতে উসাহিত হবেন? ন্যুয়ের কি গোল ছেড়ে বেরোতে আর সাহস পাবেন? সময়ই তা বলবে। তবে গোললাইনে দাঁড়িয়েও যে নায়ক হওয়া যায়, স্পেনকে আটকে তার প্রমাণ রেখেছেন কেপ ভার্দের গোলরক্ষক জোসিমার জোসে ইভোরা রিয়াজ ওরফে ভোজিনহা।

উজবেকিস্তানকে হারাল কলম্বিয়া

সংবাদ সংস্থা, মেক্সিকো সিটি, ১৮ জুনঃ মেক্সিকো সিটিতে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালের ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে কলম্বিয়া। দানিয়েল মুনিয়োস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর উজবেকিস্তানকে সমতায় ফেরান আব্বোসবেক ফয়জুল্লায়েভ। দিয়াস দলকে ফের এগিয়ে নেওয়ার পর যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান হামিস্তন কাম্পাস। ২০২২ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে পারেনি কলম্বিয়া। এবার জয়ে শুরু করে 'কে' গ্রুপের চূড়ায় উঠে গেল কোপা আমেরিকার রানার্সআপরা। ম্যাচের শুরুর দিকেই এগিয়ে যেতে পারত কলম্বিয়া। দিয়াসের গতিময় শট ফেরে পোস্টে

লেগে। ৪০তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন মুনিয়োস। দিয়াসের চমৎকার ক্রসে ছুটে গিয়ে পা অনেকটা সামনে বাড়িয়ে কোনোমতে ছুঁয়ে দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন এই রাইট ব্যাক। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচে ৬০তম মিনিটে সমতা ফেরায় উজবেকিস্তান। এলদর শোমুরোদভের ভলি কলম্বিয়ার গোলরক্ষক ঠিকঠাক ফেরাতে পারেননি, পোস্টে ছুঁয়ে চলে আসে গোললাইনে, বাকিটা অনায়াসে সারেন অরক্ষিত ফয়জুল্লায়েভ। বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম গোলের পর আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠে উজবেকিস্তান। কিন্তু তাদের হতাশায় ডুবিয়ে কলম্বিয়াকে ফের এগিয়ে নেন দিয়াস। তার বাঁকানো শটে খুব একটা জোর ছিল না, প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেরি করেন উজবেকিস্তান গোলরক্ষক উকতির ইউসুপভ। তার হাতে লেগেও ধীরে ধীরে বল চলে যায় জালে। র‍্যাঙ্কিয়ে কলম্বিয়ার (১৩) চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকা উজবেকিস্তান (৫০) আবারও সমতা প্রায় ফিরিয়েই ফেলেছিল। ৯০তম মিনিটে খুব কাছ থেকে আকমাল মজগোভয় শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। গোলের জন্য মরিয়া চেষ্টায় যোগ করা সময়ের নবম মিনিটে আরেকটি গোল হজম করে উজবেকিস্তান। প্রতি আক্রমণে বল পেয়ে সঙ্গে থাকা ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে ডি বক্সে ক্রস করেন চুচো এর্নান্দেজ, নিখুঁত হেডে বাকিটা সারেন কাম্পাস। অন্তিম সময়ে একটুর জন্য ব্যবধান কমাতে পারেননি জাখনগির উরুজভ। তার গতিময় শট ফেরে ক্রসবার কাঁপিয়ে। একরাশ হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ে উজবেকিস্তান।

মোহনবাগানে রাহুল ভেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুনঃ মোহনবাগান এসজি নতুন মরশুমের আগে দলকে আরও শক্তিশালী করে তোলার কাজ জোরকদমে চালিয়ে যাচ্ছে। গত মরশুমে সব লক্ষ্য পূরণ না হওয়ায় এ বার কোনও জায়গায় ফাঁক রাখতে নারাজ সবুজ-মেরুন শিবির। আক্রমণভাগে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের পর নজর দেওয়া হয়েছে রক্ষণেও। সেই লক্ষ্যেই জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার রাহুল ভেকেকে এক বছরের চুক্তিতে দলে নিল মোহনবাগান। দীর্ঘ দিন দেশের জার্সিতে খেলার অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এবং আইএসএল-এ ধারাবাহিক পারফরম্যান্স- সব মিলিয়ে রাহুলের আগমন মোহনবাগানের ডিফেন্সে বাড়তি ভরসা যোগ করবে বলেই মনে করছে ফুটবল মহল। বাগানের সঙ্গে চুক্তি সই করার পর রাহুল বলেন, ''মোহনবাগানের মতো ক্লাবে খেলার স্বপ্ন প্রায় সব ভারতীয় ফুটবলারেরই থাকে। দেশের অন্যতম সেরা ক্লাবের জার্সি গায়ে চাপানোর সুযোগ পেয়ে আমি খুবই গর্বিত এবং উচ্ছ্বসিত। এখানে জাতীয় দলের অনেক সতীর্থ খেলেন, তাই মানিয়ে নিতে কোনও সমস্যা হবে না। নিজের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য দিয়ে দলকে সাহায্য করতে চাই।''

৯৫ মিনিটের গোলে পানামার হৃদয় ভেঙে ঘানার জয়

৯০ মিনিট শেষ যোগ করা হলো ছয় মিনিট। সেটিরই শেষ মিনিটের খেলা চলছিল। পাল্টা আক্রমণে ঝড়ের বেগে নিজেদের অর্ধ থেকে দ্রুত বল নিয়ে এগিয়ে গেল ঘানা। বাঁ প্রান্ত দিয়ে মার্কারকে ছিটকে বল নিয়ে বক্সের ভেতরে ঢুকে পড়লে ব্র্যান্ডন থমাস-আসান্তে এবং সামনের ডিফেন্ডারের পাশ দিয়ে বল বাড়িয়ে লেন মাঝখানে। ছুটে এসে স্রেফ 'ট্যাপ ইন' করলেন ক্যালেব ইয়েরেনকি। বৃষ্টিস্নাত টরন্টোয় বুনো উল্লাসে মেতে উঠল ঘানার ফুটবলার ও সমর্থকেরা।

সংবাদ সংস্থা, টরন্টো, ১৮ জুনঃ বিশ্বকাপ ফুটবলের 'এল' গ্রুপের ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হলো ৯৫তম মিনিটে। পানামার বিশ্বকাপ প্রত্যাবর্তন বিষাদময় করে ঘানা জিতে গেল শেষের ওই গোলে। পানামার জন্য এই ফলাফল মেনে নেওয়া কঠিনই। ম্যাচের ৬৩ শতাংশ সময় বল ছিল তাদের কাছে। গোলে শট নিয়েছে তারা ১১টি, লক্ষ্যে ছিল ৪টি। অন্যান্য সূচকেও তারা এগিয়ে। কিন্তু গোলের খেলায় আসল কাজটি করে নেয় ঘানা। গোলের পর মাঠে দুই দলের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে যায় এবং খানিকটা হাতাহাতিও হয়। তাতে ম্যাচের বয়স ১০০ মিনিট পেরিয়ে যায়। শেষ দিকে বক্সের বাইরে ডান প্রান্তে ফ্রি কিক পায় পানামা। দলের সবাই উঠে আসে সামনে, এমনকি গোলকিপার অরলান্দো মুসকেরাও চলে আসেন ঘানার বক্সে। লাফিয়ে হেড করে বল সামনে বাড়ান মুসকেরা, আবার হেড করেন ইসমায়েল দিয়াস। কিন্তু কোনোরকমে বল ধরে ফেলেন ঘানার গোলকিপার বেঞ্জামিন আসারে। আসারে অবশ্য দলের প্রথম পছন্দের গোলকিপার নন। ম্যাচের শুরু থেকে গোলবারে ছিলেন লরেন্স আটি-জিগি। প্রথমার্ধে দলের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন তিনিই। কিন্তু শেষ দিকে চোট পেয়ে চিকিৎসা নেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে আর মাঠে নামতে পারেননি। ঘানার শক্তির ঘাটতি ছিল আরও। ভিসা জটিলতায় দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি দলের তারকা মিডফিল্ডার তমাস পার্তে। পরের ম্যাচগুলিতে অবশ্য তাকে পাওয়া যাবে। ঘানার এটি টানা দ্বিতীয় ও ছয় আসরের মধ্যে পঞ্চম বিশ্বকাপ। ২০১০ বিশ্বকাপে চমকে দিয়েছিল তারা কোয়ার্টার-

ফাইনালে জায়গা করে নিয়ে। পানামা আগে বিশ্ব আসরে খেলেছিল কেবল ২০১৮ আসরে। টরন্টো স্টেডিয়ামে পানামা এগিয়ে যেতে পারত খেলা শুরুর দুই মিনিটের মধ্যে। আমির মুরিয়োর নান্দনিক পাসে বক্সের ভেতর থেকে সেসিলিও ওদারমানের শট দারুণভাবে উড়ে গিয়ে রক্ষা করেন ঘানার গোলকিপার আটি-জিগি। ঘানা পরে একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও জল পানের রিতির পর আবার তাদেরকে চেপে ধরে পানামা। কিন্তু গোল বের করতে পারেনি। ৩৮তম মিনিটে একটি সুযোগের মতো পেয়েছিল পানামা। আটি-জিগি লাফিয়ে উঠে একটি ক্রস ক্লিয়ার করেন। বল জিওভানি রামোসের কাছে গেলে ১৪ গজ দূর থেকে ডান পায়ের শটে তিনি ডানদিকে বাইরে পাঠিয়ে দেন। বক্সের মধ্যে ক্রিস্তিয়ান মার্তিনেজ পড়ে গেলে পেনাল্টির দাবি জানায় পানামা, কিন্তু জেরোম ওপোকুর স্পর্শের অভিযোগ রেফারিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। গোল না পেলেও সব মিলিয়ে প্রথমার্ধে পানামাই ছিল এগিয়ে। ঘানা পারেনি গোলে একটি শটও নিতে। এবারের বিশ্বকাপে এই অভিজ্ঞতা হয়নি আগে কোনো দলের। ঘানা প্রথম সুযোগ পায় ৪৮তম মিনিটে। জোনাস আজেতির হেড ধরে ফেলেন পানামার গোলকিপার মুসকেরা। ৬০তম মিনিটে পানামা প্রায় গোল করেই ফেলেছিল। কিন্তু গোলের খুব কাছে বল পেলেও সংকীর্ণ কোণ থেকে সাইড-নেটে মেরে দেন মার্তিনেজ। ঘানা এরপর বেশ কিছু আক্রমণ করে। কিন্তু খুব ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। পানামাও পাল্টা আক্রমণে জবাব দেয়। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দেয় শেষের ওই গোল। দুই দলই বিশ্বকাপে এসেছিল এই ম্যাচে জয়কে লক্ষ্য বানিয়ে। গ্রুপের অন্য দুই প্রতিপক্ষ যে খুবই কঠিন! ম্যাচের ফলাফলের বিপরীতমুখি প্রতিক্রিয়াও তাই তীব্র। ঘানা পরের ম্যাচে খেলবে আগামী মঙ্গলবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, পানামার প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া।

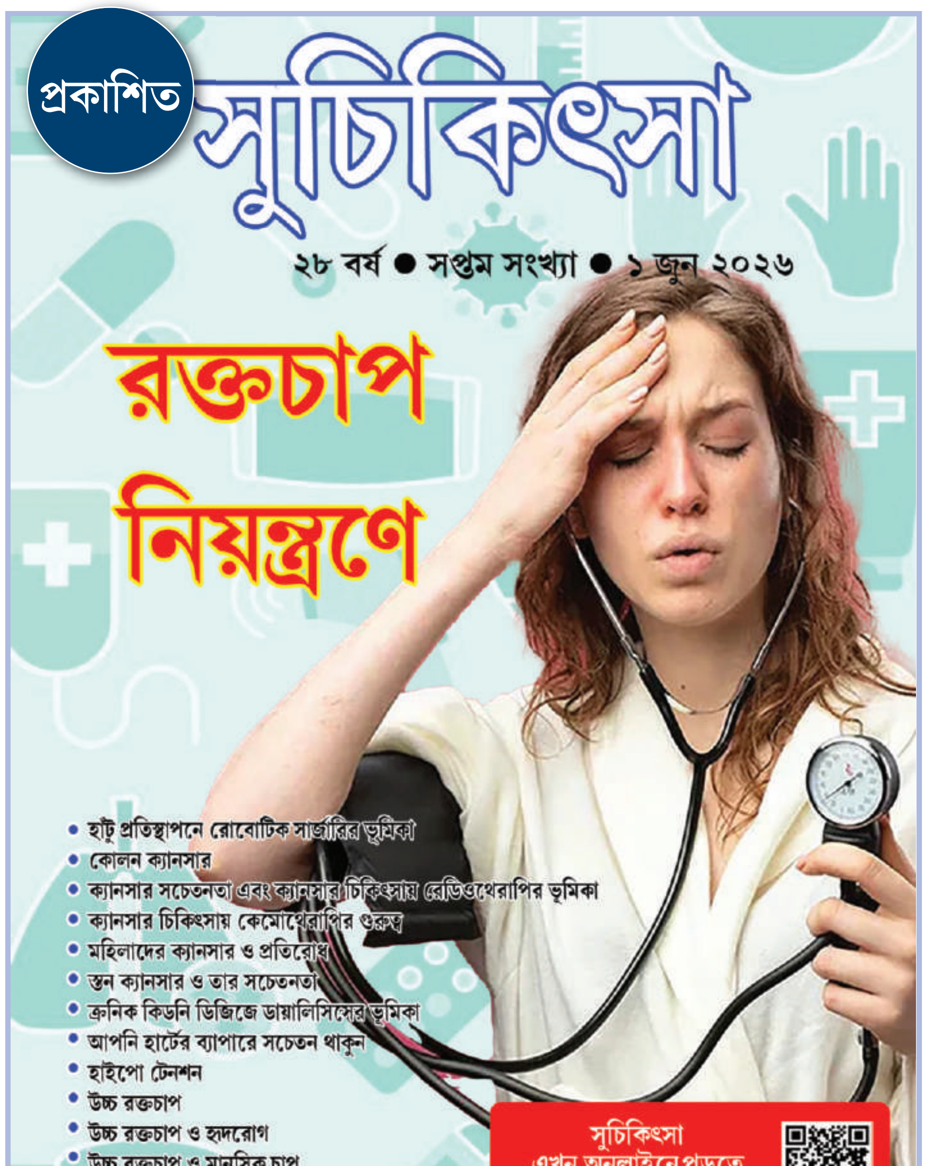

পর্তুগালকে চমকে দিয়ে 'বড় কিছু করার' আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে কঙ্গো

বিশ্বকাপে পর্তুগালকে রুখে দিয়ে চমক দেখানো ডিআর কঙ্গোর আত্মবিশ্বাসের পালে হাওয়া লেগেছে। বড় কিছু করে দেখানোর বিশ্বাস জন্মেছে তাদের মনে। দল নিয়ে গর্বিত কোচ সেবাস্টিয়ান দাসাবরাহ বলেছেন, ইতিবাচক শুরুটা কাজে লাগিয়ে পরের ধাপে যেতে চান তারা।

সংবাদ সংস্থা, হিউস্টন, ১৮ জুনঃ হিউস্টনে বৃহস্পতিবার ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালের বিপক্ষে শুরুতে পিছিয়ে পড়ে কঙ্গো। উজ্জীবিত পারফরম্যান্সে প্রথমার্ধেই সমতা টানে আফ্রিকার দলটি। আসরের ফেভারিটদের একটির বিপক্ষে চোখে চোখ রেখে লড়াই করে ১-১ ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। দাসাবরাহ বলেছেন, ম্যাচের শুরুতে স্নায়ুচাপে ভুগছিল কঙ্গোর ফুটবলাররা। স্রেফ ষষ্ঠ মিনিটেই গোল হজম করে দলটি পরে ঠিকই ঘুরে দাঁড়ায়। পর্তুগালের মতো শক্তিশালী দলকে রুখে দিতে পেরে আনন্দের যেন কমতি নেই তাদের। ''এটা উদযাপন করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপে এটা আমাদের প্রথম গোল ও প্রথম পয়েন্ট। খেলোয়াড়দের নিয়ে আমি গর্বিত। তাদের বলেছি, পরের ম্যাচগুলোর আগে বিশ্রাম নেওয়া জরুরি। প্রথমার্ধ কঠিন ছিল, যেটা আমরা প্রত্যাশাও করেছিলাম। ধীরে ধীরে

আমরা ছন্দ খুঁজে পাই এবং সেট-পিস থেকে গোল করি। দারুণ একটি ম্যাচ খেলেছি। পাল্টা-আক্রমণে আরও ভালো করতে পারতাম, তবে ড্র নিয়েই আমরা খুশি।'' ৫২ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে প্রথম ম্যাচেই গোলের স্বাদ পাওয়া, পয়েন্টের দেখা পাওয়া, কঙ্গোর জন্য বড় প্রাপ্তি। তবে এখানেই থামতে চান না দাসাবরাহ। উন্নতির ধারায় আরও ভালো কিছু করার লক্ষ্য তাদের। ''এটা প্রথম পদক্ষেপ। তবে প্রত্যাশার চেয়ে আরও ভালো করা গুরুত্বপূর্ণ, আর এটাই আমরা সবসময় চেষ্টা করি। আমাদের খেলার মান আরও বাড়াতে হব, মাঠে গতিও বাড়াতে হবে। আর আক্রমণে উন্নতি করতে হবে। আমরা যে কৌশলে খেলেছি সেটা আমাদের সাহায্য করেছে এবং খেলোয়াড়রা শতভাগ নিবেদিত ছিল। তারা আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনায় পুরোপুরি মনোযোগী ছিল। আমি নিশ্চিত যে আমরা বড় কিছু করতে পারব। এই ইতিবাচক শুরুটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। বিশ্বের সেরা দলগুলোর একটির বিপক্ষে ড্র করে আমরা খুশি। তবে পরবর্তী রাউন্ডে যেতে হলে আমাদের আরও পয়েন্ট প্রয়োজন।'' আগামী বুধবার ভারতীয় সময় সকালে কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে কঙ্গো। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ আরেক নবাগত উজবেকিস্তান।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com